ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 28 December, 2019 ■ আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর , ২০১৯ ইং ■ ১১ পৌষ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

হঠাৎ বৃষ্টি রাজ্যে ছন্দপতন পারদ নামল কিছুটা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর।। হঠাৎ নেমেছে বৃষ্টি। ফলে স্বাভাবিক জীবনে কিছুটা ছন্দপতন হয়েছে। পারদ নেমে যাওয়ায় শীতের প্রকোপ মানুষ অনুভব করতে পারছেন। গতকাল রাত থেকে আজ শুক্রবার সকাল পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই তাপমাত্রা কিছুটা নেমেছে। আবহাওয়া দফতরের বক্তব্য, ওড়িশা থেকে ত্রিপুরা পর্যন্ত নিম্নচাপের জন্যই এই বৃষ্টিপাত হয়েছে। আগামী জানুয়ারিতে প্রথম সপ্তাহে ফের বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

আবহাওয়া দফতরের আধিকারিকের কথায়, আগামী দুদিন ত্রিপুরায় ঘন কুয়াশা দেখা যাবে। তাতে সূর্যোদয়ের পর সকালের অধিকাংশ সময় দৃশ্যমানতা কম থাকবে। ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবহাওয়ার এমনই পরিস্থিতি থাকবে। তাছাড়া, বৃষ্টিপাতের কারণে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি উঠা-নামা করবে। আবহাওয়া পূর্বাভাস অনুযায়ী, জানুয়ারিতে প্রথম, দ্বিতীয় এবং চতুর্থ সপ্তাহে বৃষ্টিপাত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। আবহাওয়া দফতরের আধিকারিক জানিয়েছেন, জানুয়ারিতে প্রথম সপ্তাহেও ঘন কুয়াশা দেখা যাবে। তাপমাত্রাও তখন উঠা-নামা করবে পারদ। তবে শীতের আমেজে কোনও প্রভাব পড়বে না, তা অনেকটাই নিশ্চিত। তাঁর কথায়, আগামী কয়েকদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস হবে।

রেশনে ভোজ্য তেল ও সোয়াবিন সরবরাহের উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর ।। ক্রেতা দিবস উপলক্ষ্যে শুক্রবার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে ক্যুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। খাদ্য ও জনসংভরণ দপ্তর এবং সদর মহকুমা প্রশাসন আয়োজিত মেগা ক্যুইজ প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, খাদ্যমন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব।

ক্রেতা দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত ক্যুইজ প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে খাদ্যমন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব বলেন, রাজ্য সরকার ক্রেতাদের স্বার্থ সুরক্ষায় নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। রাজ্যে রেশনিং ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রেশনসপের মাধ্যমে ভোজ্য তেল, সয়াবিন দেবার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। খাদ্যমন্ত্রী বলেন, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে রহস্যজনক মৃত্যুর মিছিল, তিনটি মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর।। সাতসকালে বস্তাবন্দি এক কিশোরের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। ওই ঘটনায় মৃত কিশোরের এক বন্ধুকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। তাকে জেরা করেই মৃতদেহ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ।

গত ২১ ডিসেম্বর বন্ধুদের সাথে টাকারজলায় ট্রিং উৎসব দেখতে গিয়েছিল বিশ্রামগঞ্জ আদিবাসী কলোনির বাসিন্দা সঞ্জীব দেববর্মার ছেলে অনিকেত দেববর্মা(১৭)। আজ দক্ষিণ চড়িলাম রেল ব্রিজের নিচে নালা থেকে তার বস্তাবন্দি মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, বন্ধুদের সাথে ট্রিং উৎসবে গিয়ে আর বাড়ি ফেরেনি অনিকেত দেববর্মা। তার বাবা গত ২৪ ডিসেম্বর থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেছিলেন। তদন্তে নেমে এলাকাবাসীর সন্দেহের ভিত্তিতে তার বন্ধু সুমন দেববর্মাকে আটক করা হয়েছিল। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেই মৃতদেহের হদিস মিলেছে, জানিয়েছে পুলিশ।

এদিকে ধৃত সুমনের বক্তব্য, ২১ ডিসেম্বর টাকারজলায় ট্রিং উৎসব থেকে ফেরার সময় অনিকেতের স্কুটিতে একটি মেয়ে উঠেছিল। তাকে বিশ্রামগঞ্জ নামিয়ে দেয় অনিকেত। তারপর আমরা সবাই মাইল সুতারমুড়া ৫০ পরিবার এলাকায় মেলায় গিয়েছিলাম। সেখান ফেরার সময় অনিকেত অসুস্থতা অনুভব করছিল। তাই, তাকে বাসতলি জাঙ্গালিয়ায় নিজ বাড়িতে রেখে বেরিয়ে যাই আমরা, দাবি সুমনের। তার আরও দাবি, ২২ ডিসেম্বর গভীর রাতে অনিকেতের মৃত্যু হয়। তাই ভয়ে তার দেহ বস্তাবন্দি করে নালায় ফেলে দেই আমরা।

পুলিশ অবশ্য, সুমনের বক্তব্য সম্পূর্ণ সত্য বলে এখনও মেনে নেয় নি। পুলিশের দাবি, ময়না তদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার এ-বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যাবে। বর্তমানে সুমন থানার লকআপে রয়েছে।

এদিকে, রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন জয়নগরের দশমীঘাট মহাবীর ক্লাব সংলগ্ন এলাকার এক বৃদ্ধার জলে ভাসমান মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। শুক্রবার সকালে বৃদ্ধার মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। মৃতার নাম সুনীতি আচার্য। বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে এই ঘটনা। পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, অন্যান্য দিনের মতোই বৃদ্ধা নাকি ঘরে ঘুমিয়ে ছিলেন। সকালে তাদেরই নিকট আত্মীয় ঘরের দরজা খোলা দেখতে পান। তাতে সন্দেহ দেখা দেয়। ঘরে গিয়ে দেখা যায় বিছানায় লেপ কাঁথা সব পড়ে আছে, কিন্তু ৮০ বছর বয়সী বৃদ্ধা বিছানায় নেই। বৃদ্ধার ছেলের শ্বশুর এদিনও প্রতিদিনের মতো ফুল তুলতে গিয়ে বৃদ্ধার ঘরের দরজা খোলা দেখতে পেয়ে মেয়েকে জিজ্ঞাসা করতেই খোঁজাখুঁজি শুরু হয় বৃদ্ধার। তিনি প্রথম দেখতে পান মৃতদেহটি বাড়ির পাশের জলাশয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। তখনই তারা প্রতিবেশীদের ডাকাডাকি করে বিষয়টি জানান। খবর দেওয়া হয় দমকল বাহিনীকেও।

দমকল বাহিনী সেখান থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করে। মৃতদেহটি ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। তবে, এটি আত্মহত্যা নাকি হত্যাকাণ্ড তা নিয়ে সন্দেহ দানা বাঁধতে শুরু করেছে। কেন না, বৃদ্ধার পক্ষে ওই জলাশয়ে যাওয়া কোনভাবেই সম্ভব নয়। ঘটনার সঠিক তদন্ত হলে আসল রহস্য অনায়াসে বেরিয়ে আসবে বলে মনে করছেন অনেকেই। এ ব্যাপারে পুলিশ একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

এদিকে, শুক্রবার সকালে কমলাসাগর ফিসারী অফিসে নাইট গার্ডের ফাঁসিতে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। নিহত ব্যক্তির নাম মন্টু দে। বয়স আনুমানিক ৫০। জানা গিয়েছে, অন্যান্যদিনের মতো বৃহস্পতিবার তিনি অফিসে গিয়েছিলেন। শুক্রবার সকালে অফিসের অন্যান্য কর্মীদের সাথে কথা বলে সে হঠাৎই একটি কক্ষে চলে যায়! দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হলেও তিনি ওই ঘর থেকে বের হয়নি। পরে দরজা ভেঙ্গে ভেতরে গিয়ে দেখা যায় মন্টুর ঝুলন্ত লাশ।

সিএএ'র প্রতিবাদে ফের উত্তাল দিল্লি জামা মসজিদের সামনে বিক্ষোভ

নয়াদিল্লী, ২৭ ডিসেম্বর।। সংশোধনী নাগরিকত্ব আইনের প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে উঠল দিল্লি। প্রবল ঠান্ডা উপেক্ষা করে বিভিন্ন জায়গায় একাধিক সংগঠনের তরফে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। জামা মসজিদের সামনে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন শয়ে শয়ে বিক্ষোভকারী। কোনও রকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে রাজ্য জুড়ে কড়া নিরাপত্তা জারি করা হয়েছে। সংবেদনশীল জায়গাগুলোতে টহল দিচ্ছে পুলিশ।

জামা মসজিদের সামনে বিক্ষোভে শামিল হয়েছেন কংগ্রেস নেতা অলকা লাম্বা এবং দিল্লির এক প্রাক্তন বিধায়ক শোয়েব ইকবাল। নরেন্দ্র মোদীকে আক্রমণ করে লাম্বা বলেন, "দেশে এই মুহূর্তে বেকারি একটা বড় সমস্যা। কিন্তু আপনি এনআরসি-র জন্য মানুষকে লাইনে দাঁড় করাচ্ছেন। যেমনটা করেছিলেন নোটবন্দির সময়।" রাজ্যে বিভিন্ন জায়গায় আগের অশান্তির কথা মাথায় রেখেই শুক্রবার বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে জামা মসজিদের সামনে।

দিল্লি পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, নাগরিকত্ব আইনের প্রতিবাদে বেশ কয়েকটি সংগঠন এ দিন মিছিলের ডাক দিয়েছে। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে দিল্লির বিভিন্ন জায়গায় জমায়েত নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে উত্তরপ্রদেশ ভবন, সিলামপুর এবং জাফরাবাদ। কিন্তু সেই নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করেই এ দিন শয়ে শয়ে বিক্ষোভকারী রাস্তায় নেমেছেন। উত্তরপ্রদেশ ভবনের সামনে জামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা বিক্ষোভ দেখানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। নিরাপত্তার ঘেরাটোপে মুড়ে ফেলা হয়েছে উত্তরপ্রদেশ ভবন। ১৫ কোম্পানি আধাসামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে উত্তর-পূর্ব দিল্লিতে। ড্রোনের সাহায্যেও নজরদারি চালানো হচ্ছে বলে জানিয়েছে দিল্লি পুলিশ। বিক্ষোভকারীরা এগনোর চেষ্টা করলে তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েক জনকে আটক করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

অন্য দিকে, ভীম আর্মির প্রধান চন্দ্রশেখর আজাদের মুক্তির দাবিতে কয়েকশো বিক্ষোভকারী প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের দিকে এগনোর চেষ্টা করেন। কিন্তু সেখানে আগে থেকেই বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন থাকায় বিক্ষোভকারীরা এগোতে পারেননি বলেই পুলিশ সূত্রে খবর। জোরবাগেও আজাদের মুক্তির দাবিতে বিক্ষোভ চলছে। জমায়েতের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে গত শুক্রবারই এই জামা মসজিদের সামনেই চন্দ্রশেখর আজাদের নেতৃত্বে নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ চলছিল। ওই দিন সন্ধ্যায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। পুলিশ-বিক্ষোভকারীদের মধ্যে দফায় দফায় খণ্ডযুদ্ধ চলে। দু'পক্ষেরই অনেকে আহত হন।

সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের প্রতিবাদে গত কয়েক দিন ধরে পুলিশ- বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে দফায় দফায় সংঘর্ষে উত্তাল হয়ে ওঠে রাজধানী। বিক্ষোভের আঁচ ছড়িয়ে পড়ে রাজ্যের নানা প্রান্তে। জামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, যন্তর মন্তর, সিলামপুর-সহ দিল্লির বহু জায়গায় অশান্তি ছড়িয়ে পড়ে। যানবাহনে ভাঙচুর ও আগুন ধরিয়ে দেওয়ার মতো ঘটনা ঘটে। সেই পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখেই এ দিন রাজ্য জুড়ে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। ফের অশান্তির আশঙ্কা আঁচ করেই আগে থেকেই সতর্কতা মূলক পদক্ষেপ করেছে প্রশাসন।

রাজ্যে রাজনৈতিক হিংসা রোধে ব্যবস্থা নিতে পুলিশ প্রধানকে চিঠি বিরোধী দলনেতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর।। রাজ্যে রাজনৈতিক হিংসা রোধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশককে চিঠি দিলেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। পুলিশ প্রধানকে লেখা চিঠিতে মানিক সরকার আরও উল্লেখ করেছেন, রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সিপিএম নেতা কর্মীদের উপর আক্রমণ করা হচ্ছে। সিএএ নিয়ে সিপিএম যেসব আন্দোলন কর্মসূচী নিচ্ছে প্রতিটিতেই বিজেপির ক্যাডাররা হামলা চালাচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করেন।

মানিকবাবু পুলিশ প্রশাসনকে নিরপেক্ষ ভাবে কাজ করার জন্য আর্জি জানিয়েছেন। সেই সাথে বিভিন্ন সময়ে যেসব হামলা সিপিএম নেতা কর্মীদের উপর করা হয়েছে, তার সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করার দাবী জানিয়েছেন মানিক সরকার। তিনি আরও অভিযোগ করেন, পুলিশ প্রশাসনের কাছ থেকে বৈধ অনুমতি নিয়ে আন্দোলন কর্মসূচী গ্রহণ করা হলেও পুলিশের সামনেই বিজেপির দুস্কৃতিরা সিপিএম কর্মী সমর্থকদের উপর হামলা চালাচ্ছে। অবিলম্বে এই ধরনের হামলা বন্ধ করার ব্যাপারে পুলিশ প্রশাসনকে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার দাবী জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা। তিনি আরও বলেন, রাজ্যে রাজনৈতিক হিংসার কারণে গণতান্ত্রিক পরিবেশ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তাই গণতন্ত্র পুণরুদ্ধারে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানিয়েছেন মানিক সরকার।

পৃথক স্থানে যান দূর্ঘটনায় সংকটজনক ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার/ কৈলাসহর, ২৭ ডিসেম্বর ।। পথ দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হয়েছে এক যুবক। ঘটনা শুক্রবার দুপুর ১টা নাগাদ আগরতলা-সাব্রুম জাতীয় সড়কের শান্তিরবাজার মহকুমা অলইছড়া এলাকার। জানা যায় বাই-সাইকেল নিয়ে প্রদীপ মগ নামে এক যুবক যাচ্ছিল। ওই সময় একটি মালবাহী মিনি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাই-সাইকেলকে ধাক্কা দেয়। তাতে বাই-সাইকেল চালক প্রদীপ মগ গুরুতরভাবে আহত হয়।

তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। অবস্থা সঙ্কটজনক হওয়ায় সেখান থেকে তাকে গোমতী জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ দুর্ঘটনার পর দমকল বাহিনীকে খবর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জঙ্গলে হাতি শাবকের মৃতদেহ উদ্ধার গ্রামবাসীর আপত্তিতে অন্যত্র মাটি চাপা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর।। কল্যাণপুরের জঙ্গলে এক হাতি শাবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। তবে গ্রামবাসীর আপত্তিতে অন্যত্র নিয়ে গিয়ে ওই হাতি শাবকের মৃতদেহ মাটি চাপা দিতে হচ্ছে। নিয়ম অনুযায়ী যেখানে হাতির মৃতদেহ উদ্ধার হয় সেখানেই তাকে মাটি চাপা দিতে হয়। কিন্তু, তাতে ভবিষ্যতে ওই এলাকায় হাতির তান্ডব হতে পারে বলে গ্রামবাসীরা আপত্তি জানান। খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়া মহকুমার অধীন কল্যাণপুর থানার দক্ষিণ ঘিলাতলী গ্রাম পঞ্চায়েতের ওয়াতিলং টিলা এলাকায় গভীর জঙ্গলে আজ হাতি শাবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। তেলিয়ামুড়া রেঞ্জ অফিসার নিরঞ্জন দেবনাথ জানিয়েছেন, হাতির মৃত্যুর পেছনে সংঘর্ষ কিংবা

রোগের আক্রমণ কারণ হতে পারে। তবে, গ্রামবাসীদের আপত্তিতে অন্যত্র নিয়ে গিয়ে ওই হাতি শাবকের মৃতদেহ মাটি চাপা দেওয়া হয়েছে।

নিরঞ্জনবাবু জানিয়েছেন, আজ দুপুর দুইটা নাগাদ হাতি শাবকের মৃতদেহ উদ্ধারের খবর আসে। সঙ্গে সঙ্গে ভেটেরেনারি ডক্টরকে সাথে নিয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গেছি। তিনি বলেন, ভেটেরেনারি ডক্টর ওই হাতি শাবকের মৃতদেহ পরীক্ষা নিরীক্ষা করে জানিয়েছেন, দুটি কারণে তার মৃত্যু হতে পারে। চিকিৎসকের বক্তব্য অনুযায়ী, হাতি শাবকটি পুরুষ জাতির এবং তার বয়স ন্যূনতম ৪ বছর হবে। চিকিৎসকের দাবি, দুই হাতির মধ্যে সংঘর্ষে ওই হাতি শাবকের মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে। আবার এনথ্রাক্স ভাইরাসের সংক্রমণেও তার মৃত্যু হতে পারে। নিরঞ্জনবাবু জানিয়েছেন, এনথ্রাক্স ভাইরাস আক্রান্তদের ময়না তদন্ত করা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ, তাতে রোগ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে। তাই, চিকিৎসক ওই হাতির শাবকের নমুনা সংগ্রহ করেছেন।

নিরঞ্জনবাবু আরো জানিয়েছেন, হাতির শাবকটিকে অন্যত্র ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কুমারঘাটে ৪৫ বছরের পুরানো কংগ্রেসের দলীয় অফিস পোড়াল দুস্কৃতিরা, উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর।। রাতের আধারে দীর্ঘ ৪৫ বছরের পুরানো কংগ্রেসের দলীয় অফিস পুলিয়ে দিলো দুষ্কৃতীরা। অভিযোগের তীর শাসক দল বিজেপির দিকে। পাশাপাশি প্রশাসনের ভূমিকায়ও ক্ষুব্ধ কংগ্রেস নেতৃত্ব। ঘটনা কুমারঘাটের সোনাইমুড়ি বাজারে। বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে পুড়লো দীর্ঘ ৪৫ বছরের পুরানো কংগ্রেসের দলীয় অফিস। খবর পেয়ে রাতেই দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

এদিকে শুক্রবার সকালে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত দলীয় অফিস পরিদর্শনে যান সোনাইমুড়ি যুব কংগ্রেস সভাপতি পুজন বিশ্বাস। সাথে ছিলেন এএসইউআই এর রাজ্য সহ সভাপতি রাখু দাস, প্রদেশ কংগ্রেস সম্পাদক চূড়া চাঁদ শর্মা, পাবিয়াছড়া ব্লক কংগ্রেস সভাপতি অসিত দেব সহ অন্যান্য স্থানীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব। তারা খতিয়ে দেখেন গোটা ঘটনা। ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গিয়ে এদিন যুব কংগ্রেস সভাপতি পুজন বিশ্বাস জানান, এই বদ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করেছে। তিনি আরও দাবি করেন, বর্তমানে কংগ্রেস গোটা রাজ্যে শক্তিশালী সভাপতি পুজন বিশ্বাস। এই কংগ্রেস অফিসটি দীর্ঘবছরের পুরনো।

রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যেই এই অগ্নিসংযোগের ঘটনা। বর্তমানে কংগ্রেস গোটা রাজ্যে শক্তিশালী হচ্ছে। সে কারণেই ঈর্ষান্বিত হয়ে হচ্ছে, আর তাতেই এই ধরনের ঘটনা সংগঠিত করছে দুষ্কৃতীরা। এই ঘটনার পেছনে শাসক দলের লোকজন জড়িত থাকার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যুব কংগ্রেস

আর এই অফিসের ঢিল ছোড়া দূরত্বেই সম্প্রতি তৈরি করা হয়েছে শাসকদলীয় অফিস। কংগ্রেসের অভিযোগ বিজেপি-র অফিস তৈরি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

২৯ ডিসেম্বর রবীন্দ্র ভবনে বাংলাদেশের বাউল সংগীত সন্ধ্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর ।। আগামী ২৯ ডিসেম্বর আগরতলা রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে বাংলাদেশ সহকারী হাই কমিশন আগরতলা অফিসের উদ্যোগে বাউল সংগীত সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়েছে। বাউল সংগীতানুষ্ঠান সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। আগরতলায় অবস্থিত বাংলাদেশ সহকারী হাই কমিশনার কিরীটি চাকমা শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে রাজ্যবাসীকে বাংলাদেশের বাউল সংগীতানুষ্ঠান উপভোগ করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

লোক সংস্কৃতি বিশেষ করে বাউল সংগীত বাংলাদেশের একটি হাজার বছরের ঐতিহ্য। সুজলা-সুফলা নদীমাতৃক বাংলাদেশের এ বাউল সংগীত সমগ্র ভারতবর্ষের সকল বাংলা ভাষা-ভাষি মানুষকে আন্দোলিত করে, আবেগ প্রবণ করে তুলে। এ সংগীতের মাধ্যমে চিন্তাশীল মননে অসাম্প্রদায়িকতা, নিজের অস্তিত্ব এবং স্রষ্টাকে খোঁজার এক বিশেষ প্রয়াস ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৬ ◻ সংখ্যা ৮০ ◻ ২৮ ডিসেম্বর ২০১৯ ইং ◻ ১১ পৌষ ◻ শনিবার ◻ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

নেশার বিরুদ্ধে লড়াই

রাজ্যে বিজেপি জোট সরকারের বড় চ্যালেঞ্জ হইতেছে নেশার বিরুদ্ধে লড়াইকে সফল করা। সাফল্য কতখানি মিলিয়াছে তাহার বিশ্লেষণ নিশ্চয় হইয়াছে বা হইবে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বৃহস্পতিবার ধলাই জেলায় গন্ডাছড়ায় যে বিস্ফোরক মন্তব্য করিয়াছেন তাহা নিয়া জোর আলোচনা শুরু হইয়াছে। মুখ্যমন্ত্রী বলিয়াছেন 'বিজেপির দুয়েকজন বিধায়ক নেশার বিরুদ্ধে অভিযান বন্ধ করিবার জন্য অমাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। ওই বিধায়কদের কমিশন বন্ধ হইয়া যাইবে। তাই নেশা বিরোধী অভিযান বন্ধ হউক।' মুখ্যমন্ত্রী আরও বিস্ফোরক তথ্য দিয়া জানাইয়াছেন রাজ্যে ধলাই জেলা সবচাইতে বেশী নেশার কবলে রহিয়াছে। ইহার চাহিয়াও উদ্বেগের বিষয় হইল জনজাতিরা সবচাইতে বেশী নেশাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। সবচাইতে বেশী নেশা কবলিত ধলাই জেলা, নেশাগ্রস্তে শীর্ষে জনজাতিরা। ৩৫০ জন নেশা কারবারী জেলে রহিয়াছেন এবং তাহাদের বিরুদ্ধে ৬২০টি মামলা গ্রহণ করা হইয়াছে। নেশাদ্রব্য পাচারের সঙ্গে যুক্ত পুলিশ আধিকারীকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে। অথচ বামফ্রন্টের জমানায় তাহারা অবাধে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। কোনও মামলা হয় নাই তাহাদের বিরুদ্ধে। যে দুয়েকজন বিজেপি বিধায়ক মুখ্যমন্ত্রীকে নেশার বিরুদ্ধে অভিযান বন্ধ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মতে নেশা বিরোধী অভিযান বন্ধ না হইলে ত্রিপুরায় এক হাজার কোটি টাকার ব্যবসায় নষ্ট হইয়া যাইবে। তাহাতে ত্রিপুরার প্রচন্ড ক্ষতি হইবে। মুখ্যমন্ত্রী এই কথা জানাইয়া বিদ্রুপের সুরে বলিয়াছেন এমন মানুষও ত্রিপুরায় বিধায়ক হইয়া বসিয়া আছেন। তাঁহারা চাহিতেছেন অবৈধ ব্যবসায় চালু থাকুক।

মুখ্যমন্ত্রীর এই বিস্ফোরক তথ্য প্রকাশের পর জনমনে জোর প্রতিক্রিয়া হইতে বাধ্য। যে দুয়েকজন বিজেপি বিধায়ক অবৈধ নেশার পক্ষে সওয়াল করিয়াছেন মুখ্যমন্ত্রী তাহাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নিয়াছেন সেই প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই উঠিবে। একসময় তো ত্রিপুরা নেশার উপর ভাসিত। এখনও সেই ফেন্সি কারবারীরা বহাল তবিয়তে আছেন। কেউ কেউ আবার মিডিয়ার আলোতে আসিতে সচেষ্ট। বামফ্রন্ট আমলে রাতারাতি কোটি কোটি টাকার মালিক বনিয়াছেন কাহারা তাহা তো কাহারো অজানা নহে। তাঁহাদের সঙ্গেই তো ছিল মন্ত্রি বাম নেতাদের দহরম মহরম। পুলিশ কুর্নিশ করিত নেশা কারবারীদের। কারণ, এই কাররবারীরাই নেতা মন্ত্রিদের প্রণামী দিত প্রতিনিয়ত। বিজেপি জোট সরকার সেই কারবারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়া যে চ্যালেঞ্জ নিয়াছে তাহা এক কথায় নজীর বিহীন। রাজ্যে নেশা বিরোধী ও অবৈধ পথে অর্থাগমের ফাঁকফোকর বন্ধ করিতে বিজেপি জোট সরকার সাফল্য কতখানি পাইয়াছে তাহার চাইতেও বড় কথা রাজ্যে একটা সুস্থ পরিবেশ, স্বচ্ছতা আনয়নের চেষ্টা হইয়াছে। একথা ঠিক, রাজ্যে গাঁজা চাষের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়ায় কিছু বিরূপ প্রভাবও পড়িয়াছে। একশ্রেণীর গাঁজা চাষী ও তাঁহাদের সঙ্গে যেসব শ্রমিক জড়িত তাহাদের ভাগ্যে নামিয়া আসিয়াছে চরম সংকট। গাঁজা চাষে বিরাট লাভের অংক ঘরে তুলেন চাষীরা। এই গাঁজার টাকাই রাজ্যের বাজারকে কিছু গরম রাখিত। ত্রিপুরার গাঁজা অবৈধ পথে বহিঃরাজ্যে পাচার হইয়া যাইত। এখনও ত্রিপুরার গাঁজা পাচারের সময় আটকের সংবাদও মিলিতেছে। খুব গোপনে গাঁজা চাষ এখনও অব্যাহত একথা পুলিশও জানে। নেশার বিরুদ্ধে সংগ্রামে ত্রিপুররার মানুষ অদূর ভবিষ্যতে তাহার সুফল টের পাইবেন। একথা অনেক বেশী সত্যি যে, নেশার বিরুদ্ধে এত বড় সংগ্রাম সত্বেও রাজ্যের বহু এলাকাই নেশার কবলে। একথা তো মুখ্যমন্ত্রীই জানাইয়াছেন। রাজ্যের জনজাতি অংশের মানুষ নেশাগ্রস্তে শীর্ষে। সবচাইতে দুর্গম ও পিছাইয়া পড়া ধলাই জেলা নেশাগ্রস্তে যেখানে শীর্ষে সেখানে নেশা অভিযানের নীটফল কি দাঁড়াইল? ত্রিপুরার উদ্ভিন্ন যৌবন তরঙ্গ তো নেশার কোলেই ঢলিয়া পড়িতেছে। শহর গ্রাম প্রায় সর্বত্রই বিভিন্ন নেশার ট্যাবলেট ইত্যাদি ছড়াইয়া গিয়াছে। বিশাল সংখ্যায় যুবক যুবতী এই নেশার কবলে নিজেদের নিঃশ্বেষ করিয়া দিতেছে। প্রশাসন সেখানে তো তেমন সাফল্য কুড়াইতে পারিতেছে না। মুখ্যমন্ত্রী জানাইয়াছেন রাজ্য প্রকৃতপক্ষে নেশা কবলিত। এর মধ্যে ধলাই জেলা শীর্ষে। বিজেপি জোট সরকার ক্ষমতায় আসিয়া যে দৃঢ় চিত্তে এবং আপোষহীন ভাবে নেশার বিরুদ্ধে লড়াই জারী রাখিয়াছে সেখানে আজ নতুন করিয়া ভাবিতে হইবে। বিজেপির কোন্ বিধায়ক নেশা কারবারের পক্ষে সওয়াল করিয়াছেন তাহাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। তাঁহারাই সমাজকে পঙ্কিলতায় ডুবাইয়া নিজেদের শ্রীবৃদ্ধিতে অতিমাত্রায় সক্রিয় থাকিতেছেন। তাঁহারা সমাজের ও মানুষের শত্রু। নেশার বিরুদ্ধে সংগ্রামের সাফল্য পাইতে হইলে, মুখোশধারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে না পারিলে নেশা বিরোধী মিশনের সঠিক সাফল্য মিলিতে পারে না।

রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা : লাহোর হাইকোর্টের দ্বারস্থ মুশারফ

লাহোর, ২৭ ডিসেম্বর (হি.স.): রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় কিছুদিন আগেই পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) পারভেজ মুশারফকে মৃত্যুদণ্ডের সাজা দিয়েছে পাকিস্তানের বিশেষ আদালতউ বিশেষ আদালতের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এবার লাহোর হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন পারভেজ মুশারফউ মুশারফের হয়ে লাহোর হাইকোর্টে আবেদন জানিয়েছেন আজহার সিদ্দিকিউ আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, পারভেজ মুশারফকে কিছু বলার সুযোগ দেওয়া হয়নিউ বিশেষ আদালত হঠাতকরে এবং দ্রুততার সঙ্গে রায় ঘোষণা করেছেউ

২০০৭ সালে সংবিধান বাতিল করে সাংবিধানিক জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছিলেন পারভেজ মুশারফউ মুশারফের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা করেছিলেন প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফউ ২০১৪ সালেই মুশারফের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের চার্জ গঠন করা হয়উ চার্জগঠন হওয়ার পাঁচ বছর পর, গত ১৭ ডিসেম্বর মুশারফকে মৃত্যুদণ্ডের সাজা দেয় পাকিস্তানের বিশেষ আদালত।

বাংলাদেশী টাকাসহ গ্রেফতার এক যুবক

বসিরহাট, ২৭ ডিসেম্বর (হি, স) : গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার রাতে ইটিন্ডাঘাট থেকে ইন্দ্রজিৎ রায় নামে এক যুবককে বাংলাদেশী টাকা সহ গ্রেফতার করে বিএসএফ। ধৃতকে শুক্রবার তোলা হয় বসিরহাট মহকুমা আদালতে। বসিরহাট ইটিন্ডা গ্রামের বাসিন্দা ইন্দ্রজিৎ রায়। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পরে ইটিন্ডাঘাট থেকে তাকে হাতেনাতে গ্রেফতার করে বিএসএফ জওয়ানরা। তার কাছ থেকে উদ্ধার হয় ১৮ লক্ষ বাংলাদেশী টাকা। জানা যায় সন্ধ্যার পরে স্কুটি গাড়িতে চেপে বাংলাদেশি টাকা নিয়ে ইন্দ্রজিৎ সীমান্তের দিকে যাচ্ছে বলে খবর পায় বিএসএফ জওয়ানরা। তার গাড়ি আটকে তল্লাশি চালালে উদ্ধার হয় ওই টাকা। ধৃতকে বিএসএফের পক্ষ থেকে তুলে দেওয়া হয় বসিরহাট থানার পুলিশের হাতে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বসিরহাট থানার পুলিশ।

অল্পের জন্য রক্ষা

কলকাতা, ২৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : অল্পের জন্য দুর্ঘটনায় প্রাণে বাঁচলেন কবি সুবোধ সরকার। টালিগঞ্জ এলাকায় ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনার কবলে পড়ল কবি সুবোধ সরকারের গাড়ি। জানা গিয়েছে, শুক্রবার ষষ্ঠ কল্যানী বইৎসবে যোগ দিতে যাওয়ার কথা ছিল সুবোধ সরকারের। সেখানে উপস্থিত থাকার কথা ছিল শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়েরও। সেই মতো দুপুর ১ টা নাগাদ বাড়ি থেকে বের হয়ে গাড়ি করে গন্তব্যের দিকে যাচ্ছিলেন সুবোধ সরকার। কিন্তু টালিগঞ্জ মেট্রো স্টেশনের কাছেই একটি লরি এসে ধাক্কা মারে তার গাড়িতে। মুহূর্তে ছিটকে যায় কবির গাড়ি।

নাগরিকত্ব নিয়ে আগুন নেভানোর দায় কেন্দ্রেরই

অপূর্ব দাস

নারিকত্ব আইন 'বিভেদমূলক ও অসাংবিধানিক' —এই প্রশ্ন নিয়ে দেশজুড়ে এক অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। বিক্ষোভের আগুনে পুড়ছে সরকারি ও বেসরকারি সম্পত্তি। স্বাভাবিক জনজীবন বিপর্যস্ত, মানুষের হয়রানি ও প্রাণহানির মতো ঘটনা অব্যাহত। এই আইনকে ঘিরে এমন একটা ঝাঁঝালো দিকে বাঁক নিতে পারে, তা বোধহয় কেন্দ্র আঁচ করতে পারেনি। এই আইনের যে সব সমালোচক গোড়ার দিকে আদর্শগত প্রশ্নে প্রতিবাদ জানান তাঁদের বুঝতে হবে বিজেপি বহুদিন থেকেই প্রকাশ্যে প্রচার চালিয়ে এই লক্ষ্যে পৌঁছতে প্রস্তুতি চালিয়েছে, হয়ত পরিণতির কথা পুরোটা আন্দাজ করতে পারেনি। কিন্তু মানতেই হবে গণতান্ত্রিক পথে সংসদীয় পরিসরে বিতর্ক শেষে ভোটাভুটির পর সাংবিধানিক পতেই আইন পাশ হয়েছে। সংবিধানের ১৪ নম্বর ধারা সমানাধিকার ভেঙেছে বলে যে কথা বলা হচ্ছে তা কিন্তু হয়নি। বিশেষজ্ঞ বলেছেন, যে আইন পাশ করানো হয়েছে তাতে কোনওমতেই নিরপেক্ষতা ও সমানাধিকার লঙ্ঘিত হয়নি। পরন্তু নাগপিরদের কাছে পরিচয়পত্র চাওয়াটাও সরকারি নীতির মধ্যেই পড়ে। সুপ্রিম কোর্টে এই আইনের বিরোধিতা করে স্থগিতাদেশ চেয়ে যে ৫৯টি আবেদন জমা পড়েছে তা নিয়ে তড়িঘড়ি কোনও সিদ্ধান্ত নেননি বিচারপতিরা এবং স্থগিতাদেশও জারি করেননি। দেশের সার্বিক পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতে দেখে প্রধান বিচারপতি এস এ বোবদে কেন্দ্রকে আইনের উদ্দেশ্য নিয়ে মানুষকে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে বলেছেন। যারা মনে করছে দেশের মূল্যবোধ ও ঐতিহ্য ধুলোয় লুটিয়ে পড়েছে তাদের অপেক্ষা করতে হবে শীর্ষ আদালত কী রায় দেয় তা দেখার জন্য। আর সেখানে যদি কাজ না হয় তাহলে রাজনৈতিক ও আদর্শগতভাবে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন চালাতে পারেন তাঁরা। মুসলিমরা নিরাপত্তা অভাব থেকে উত্তর ভারত, পশ্চিমবঙ্গ ও কর্ণাটকে মারমুখী প্রতিবাদ জানিয়েছে। আর উত্তর পূর্বাঞ্চলে প্রতিবাদ হয়েছে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরা বৈধতা পেলে তাঁদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়বে এই আতঙ্কে।

ভারতের মতো বহু ভাষাভাষী দেশে সকলের মনের মতো কথা বা কাজ করা ভগবানেরও অসাধ্য। সরকারকে নীতি প্রণয়ন করতে হয় দেশ ও দশের স্বার্থে। তার জন্য সমানাধিকার সবসময় পালিত হয় না। ভিআইপি হিসাবে সরকারি ক্ষেত্রে নানা সুবিধা ভোগ করা চাকরি ও শিক্ষা থেকে নির্বাচনে সংরক্ষণও করা হয় সুনির্দিষ্ট নীতি রয়েছে একারণেই। এটাই ঠিক সরকার যখন কোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয় তা যদি সরাসরি মানুষের ভালমন্দের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয় তাহলে শাসকের দায় থাকে ব্যাখ্যা করে বোঝানোর। যেমন এর আগে নোটবন্দির ঘটনায় কিংবা জিএসটিকে নিয়ে মানুষকে অনেক দুর্ভোগের মধ্যে পড়তে হয়েছে। দেশের অধিকাংশ মানুষ পরিস্থিতি বুঝতে না পারায় ক্ষোভপ্রকাশ করেছিল। তখন মোদি সরকারের বিরোধিতা করেও বিরোধী পক্ষ খুব একটা সুবিধে করতে পারেনি। এবার তারা সুযোগটাকে পূর্ণমাত্রায় কাজে লাগিয়েছে কারণে নাগরিকত্ব আইন ও এনআরসি নিয়ে মানুষের মধ্যে আগে থেকেই একটা ধাঁধা তৈরি হয়। অধিকাংশ মানুষ বুঝতেই পারছেন না ঠিক কী অবস্থা হতে চলেছে। কীভাবে নাগরিকত্ব প্রমাণ দিয়ে বিপন্নতা থেকে বাঁচবে। অসমের নাগরিকপঞ্জি প্রকাশের পরই ভয়ের বাতাবরণ ছড়িয়ে পড়ে। এরপর অমিত শাহ অবৈধ অনুপ্রবেশকারী মুসলিমদের ভারতে থাকা চলবে না বলে নিদান হাঁকার পরই একটা কাঁপুনি ধরে দেশের বহু মহল্লায়। কেউই অস্বীকার করতে পারবে না যে প্রতিবেশী দেশ থেকে বিশেষ করে বাংলাদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ মুসলিমরা ও এসেছেন এদেশে। ভারতে মুসলিমদের সংখ্যা এখন ২০ কোটিরও বেশি। এখানে সংখ্যালঘুরা যে হারে বেড়েছে তুলনায় পাকিস্তান ও বাংলাদেশে অমুসলিম সংখ্যালঘুদের হার দ্রুত কমেছে। বিভিন্ন পরিসংখ্যান থেকেই স্পষ্ট হয়েছে এই হিসাব। স্বভাবতই নীতিগত দিক থেকে এনডিএ সরকার এই নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন এনেছে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে সে কথা অমিত শাহ নিজেই বলেছেন, কিন্তু এর মধ্যে ভোটবাক্সের রাজনীতি ঢুকে পড়ায় অঙ্ক কষা শুরু হয়েছে সরকারও বিরোধী পক্ষের মধ্যে। রাজনৈতিকভাবে বিরোধিতা শুরু করে এটাকে ইস্যু করেছে কংগ্রেস, তৃণমূল ও সিপিএম সহ কয়েকটি দল। শুরু হয়েছে প্রতিবাদের নামে হিংসাত্মক তাণ্ডব। রেল, বাস, গাড়ি ও সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস করতে উন্মত্তের মতো পথে নামে এক শ্রেণির মানুষ। দিল্লির বিক্ষোভের সূচনা হয় জামিয়া মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের বিরোধিতা থেকে। যদিও পরে জানা গেছে সেই বিক্ষোভে স্থানীয় কংগ্রেস নেতা ও দুষ্কৃতিরা ঢুকে পরিস্থিতি ঘোরালো করে তোলে। অপ্রীতিকর ঘটনায় একদিকে পুলশের অতি সক্রিয় ভূমিকা নিন্দিত হয়েছে, তাদের আরও সংযত থাকা উচিত ছিল। অন্যদিকে কলেজ কর্তৃপক্ষ ছাত্রছাত্রীদের বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছে সেকথাও অস্বীকার করার উপায় নেই। তাঁদের আরও সতর্ক থাকা প্রয়োজন ছিল। জামিয়াম বিক্ষোভের আঁচ আগ্নেয়গিরির ছিদ্রমুখ খুলে দেয়। ১৫টি শহরে ছড়িয়ে পড়ে বিক্ষোভের আগুন। হতাহত হয়েছে অনেকে। পরিস্থিতি সামাল দিতে এখন বোধহয় কেন্দ্রকে মাঠে নামতে হবে। সংঘাতের ফথ পরিহার করে বুঝিয়েসুঝিয়ে গোটা পরিস্থিতি বিশেষত সিএএ ও এড়আরসি নিয়ে মানুষকে বোঝাতে হবে প্রকৃত ব্যাপারটা ঠিক কী। যদিও সরকার বার বার বলেছে ভারতে বসবাসকারী নাগরিকদের এই আইন থেকে কোনও ভয়ের কারণ নেই।

এটা তো ঠিক, অসমে নাগরিকপঞ্জি জটিলতায় অন্য রাজ্যেও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। নাগরিকত্বের প্রমাণ দিতে না পারলে থাকতে হবে ডিটেনশন ক্যাম্পে। অসমে ডিঠেনশন ক্যাম্প গড়ে তোলার ছবি, বিভিন্ন রাজ্যের এনআরসি করার কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত নিয়ে অমিত শাহের হুমকি ও ডিটেনশন ক্যাম্পের জন্য জমির খোঁজে বিভিন্ন রাজ্য সরকারকে নির্দেশের ঘটনায় বুকে ভারী পাথরের মতো চেপে বসে সকলের। শিকড়বাকড়ের খোঁজে মানুষ পাগলের মতো হাতড়ে, বেড়াচ্ছে, মানুষ সঠিকভাবে জানে না ঠিক কোন তথ্য জমা দিলে তবে নাগরিক হিসাবে গণ্য করবে সরকার বাহাদুর। দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছয় তার একটা নমুনা হল, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এনআরসিও নাগরিকত্ব আইন জারি করা হবে না বলে বার বার আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও রেশন কার্ডের জন্য রাজ্যে মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়ে নাম তুলতে মরিয়া হয়ে ওঠে। যদি ও সরকার জানায় ডিজিটাল রেশন কার্ড নাগরিকত্ব প্রমাণের জন্য গ্রাহ্য নয় তবু মানুষের ডিটেনশন ক্যাম্পের আতঙ্ক মগজে গেঁছে থাকায় মানুষ লাইন দিয়ে নাম তুলেছে রেশন কার্ডের জন্য।

নরেন্দ্র মোদি ভারতবাসীকে ৫ট্রিলিয়ন ডলার অর্থনীতি হয়ে ওঠার স্বপ্ন দেখিয়েছেন। ইতিহাস বলে যে, একটা দেশ আর্থিক সমৃদ্ধি ও প্রগতির পথে এগিয়ে যেতে পারে যদি সেখানকারমানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে সম্প্রীতির মধ্যে থেকে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করে। অশান্তি, আইনশৃঙ্খলার অবনতি হলে, পারস্পরিক অবিশ্বাস ও উন্নতির অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ ব্যাহত হলে আর্থিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। সিএএ নিয়ে হিংসাত্মক ঘটনার জেরে ও ইন্টারনেট বন্ধ থাকায় এই কদিন কত ক্ষতি হয়েছে তা সবাই নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন। মানুষের দুর্ভোগের পরিমাণ না হয় নাই ধরা হল।

আরেকটা দিক ভাবার মতো রয়েছে। ন্যাশনাল কমিশন অন পপুলেশন সংস্থার আনুমানিক হিসাবে ২০১৯ সালে ভারতের জনসংখ্যা ১৩৩.৩ কোটি। অসমের ১৯ লক্ষ নাম বাদের নিরিখে ৬ শতাংশ হারে ৭.৯৯ কোটি মানুষ নাগরিকত্ব যাচাই যোগ্যতার পরীক্ষায় ফেল করতে পারে এবং ডিটেনশন ক্যাম্পে তাদের খাওয়াতে গেলে বছরে খরচ হবে ৩.৬ লক্ষ কোটি টাকা। কেরলে ১৬-১৭ সালে একজন কয়েদিন পিছনে ব্যয় ৪২ হাজার টাকা এই হিসাব কষা হয়েছে। অসমে জাতীয় নাগরিকপঞ্জি করতে ১২০০ কোটি টাকা ব্যয় হবে, এছাড়া সরকারি কর্মী ও ক্যাম্প নির্মাণের ব্যয় ধরলে অন্য রাজ্যে এনআরসি করতে গেলে কত লক্ষ কোটি টাকা লাগাবে তার হিসেবে কষতে গেলে মাথা গুলিয়ে যেতে পারে। ডিটেনশন ক্যাম্প তৈরি, তার স্টাফ, রক্ষণাবেক্ষণ আদালত ও কৌশুলিদের জন্য টাকা মালার হাপাসহ শতেক কাজ করতে হবে। সরকারকে উন্নয়নের কাজ ফেলে এদিকে নজর দিতে হবে। এর নিট ফল হবে আর্থিক,সামাজিক ও মানবতার সমূহ সর্বনাশ। মোদি শাহরা যতই এ নিয়ে দামাম বাজান ব্যাপারটা রূপায়ণ করা অত সহজ নয়। গোদের ওফর বিষফোঁড়ার মতো বিভিন্ন রাজ্য সরকার নাগরিকত্ব ও এনআরসি নিয়ে বেঁকে বসেছে। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

শাসক যখন সংহারক সাজে

হরিগোপাল দেবনাথ

মন-প্রধান জীব বলেই এই প্রজাতির জীবের নাম হয়েছে—মানব, মনুষ্য বা মানুষ। মানুষ সত্তার রয়েছে তিনটে দিক—দেহ, মন ও আত্মা। উন্নত বা সর্বাধিক বিকশিত মনের অধিকারী হতে গিয়ে মানবাধার অর্থাৎ মানবদেহটিও হয়েছে তদনুরূপ উন্নত বা জটিলতম দেহযন্ত্র। বস্তুতঃ মনের রয়েছে পঞ্চাশ-সংখ্যক বৃত্তি, যাদের প্রতিটিরই রয়েছে 'সু' ও 'কু' তথা ভালদিক ও মন্দদিক তথা পজিটিভ ও নেগেটিভ। মন তার কাজ চালায় প্রধানতঃ বৃত্তিসমূহের ওপর ভিত্তি রেখে আর দেহস্থিত দশটি -ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে। পাঁচটি রয়েছে আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পাঁচটে কর্মেন্দ্রিয়। 'মন' টিকেও আবার শাস্ত্রে একটি ইন্দ্রিয় বলে গ্রাহ্য হওয়ায় বলা হয়ে থাকে যে মানুষ-মাত্রেই রয়েছে মোট একাদশ ইন্দ্রিয়, তাহলে, আমরা বুঝব যে, আমাদের দেহ অর্থাৎ অঙ্গচালনা হয় মনের সহায়তায়। আবার এ প্রশ্নটিও এসে যাচ্ছে যে, মন কি তাহলে স্বয়ম্ভু অর্থাৎ মানুষের মন তথা অনুমন কি তবে স্বয়ংক্রিয় (অটো-অপারেটিভ)? না অনুমন সীমিত মানবদেহ তথা গন্ডীবদ্ধ স্থান, কাল ও পাত্রে অধীন হওয়ায় সে -স্বয়ম্ভু বা স্বয়ংক্রিয় হতেই পারে না। সেই অনুমন (ইন্ডিভিজুয়্যাল মাইন্ড) হচ্ছে ভূমামন বা (কসমিক মাইন্ড) এর অন্তর্ভুক্ত। সেই কযমিক মাইন্ড যেহেতু স্থান, কাল, পাত্রের সীমায়িত নয়, সেজন্যে সে হচ্ছে "অখণ্ডমন্ডলাকারং ব্যাপ্তং চরাচরং" অর্থাৎ নিখিল ব্রহ্মাণ্ডেরূপী পরমাত্মারই (সুপ্রীম কন্‌শাসনেস) আধারিত। তাহলে, বিষয়টি এবারে স্পষ্টতর হয়ে উঠল যে, মানব মনের 'সু' ও 'কু' উভয়েই 'একমেবাদ্বিতীয়ম' বিশ্ববিনয়ন্তার গোচরীভূত। এখন, মূল প্রশ্নটি অর্থাৎ কোন মানুষ সুবৃত্তিসমূহের দ্বারা পরিচালিত হয়ে মহাত্মারূপী দেবতাত্মী হয়ে ওঠেন আবার কোন মানুষটি কুবৃত্তিসমূহের আকর হয়ে পাপাত্মারূপী পশুরও অধম ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত হয় কেন? এখানে একথা বলতে হচ্ছে যে, প্রতিটি মানুষই জন্মসূত্রে তার দেহ ও মন পেয়ে থাকে তারই পূর্বজননাকৃত সংস্কার (রি-ওাকটিভ) মোমেন্টা) অনুযায়ী ও তজ্জনিত কারণেই তার জাগতিক আধার অর্থাৎ লৌকিত পিতার ঔরস, লৌকিক মাতার গর্ভে আর পিরবেশ পরিজন পেয়ে থাকে। বলা বাহুল্য যে, সেই অনুযায়ীই মানুষটির ভূমিষ্ঠ হওয়া থেকে শৈশব, কৈশোর, যৌবন,প্রৌঢ়ত্ব, বার্ধক্য, এমনকি প্রয়াণ ও প্রয়াণের পর দেহান্তলাভ ও নতুন জীবন লাভ একই নিয়ম মেনে চলতে থাকে। আর, এটিই হচ্ছে সর্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের বিধান। এক্ষেত্রে একমাত্র পরমপিতার আহেতুকী কৃপালাভ ব্যাতিরেক কোন মানুষই এইরূপ নিয়মধারার বাইরে চলে যেতে পারে না।

আমরা জানি যে, সংস্কৃত শাস্-ধাতু থেকে শাসন, শাসক ইত্যাদি শব্দগুলো নিষ্পন্ন হয়েছে। বলা হয়েছে 'শাসন্যাৎ তাড়য়েৎয়স্তু শাস্ত্রেঃ পরিকীর্ত্তিতঃ' অর্থাৎ যা বা যে নীতি আমাদের ওপর শাসন চালিয়ে সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম, তা-ই আমাদের শাস্ত্রবলে কথিত হবার যোগ্য। দ্বিতীয়তঃ সংস্কৃত হ-ধাতুর পূর্বে উপসর্গ-যুক্ত হয়ে আহার (আ-হৃ +যঞ) বিহার বি-হৃ +যঞ) উদ্ধার (উৎ-হৃ +যঞ) শংহার (সম্-হৃ +যঞ) ইত্যাদি শব্দগুলো নিষ্পন্ন হয়েছে। তাই 'সংহার' শব্দের অর্থে বোঝায় সম্যকরূপে হরণ করা অর্থাৎ পুরোপুরিভাবে অবস্থান্তর ঘটিয়ে ফেলা। সুতরাং এ থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, শাসন ও সংহার শব্দদুটো পারিপূর্ণভাবেই বিরোধী ভাবাপন্ন। অর্থাৎ কোন কিছুকে বা কাউকে শাসন করার তাৎপর্য হল সেই ব্যষ্টি, বস্তু বা পাত্রটিকে ঘষে মেজে মোডিপিকেশন করা যাতে সে ভাস্বর বা উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে ও মলিনত্ব ঘুচিয়ে ফেলে অধিকতর শক্তি সম্পন্ন, গুন যুক্ত প্রভাযুক্ত ও কর্মক্ষম হয়ে উঠতে সক্ষম হয়। আবার সংহার অর্থে তা-ই বুঝাব যে, যে বা যা' কর্মক্ষমতা বা তার প্রয়োজনীয় গুণগত অবসতার পুরোপুরি নিবকৃতি এসেছে বলেই তার সমস্যক বিলুপ্তি ঘটিয়ে তবে তাকে নবরূপে বা নবকলেবরে রূপায়িত করে তুলতে হবে। বস্তুতঃ এই ধারনাটি ব্যক্ত করতেই আমাদের পৌরানিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে বিশ্ব বিধাতা পরমপুরুষের অর্থাৎ পরমচৈতন্য ঘনসত্ত্বার (সুপ্রীম কন্ শাসনেএর তিনরূপে তিনটে পৃথক পৃথক ভূমিকা পালনের কথা অর্থাৎ ব্রহ্মারূপে তিনি সৃষ্টিকর্তা (জনারেটর), বিস্তুরূপে তিনি বিকাশকারী সত্ত্বা (অপারেটর) ও মহশ্বেররূপে তিনি সংহারকর্তা (ডেষ্ট্রয়ার)। তাই জি (জেনারেটর) ও (ওপারেটর ডি ডেষ্ট্রেয়ার জি -ও-ডি-গড (পরমেশ্বর)। কিন্তু এখানেই আমাদের নির্ভুলভাবে উপলব্ধি করতে হবে যে, সর্বনিয়ন্তা, বিস্বপিতা পরমাত্মার পক্ষে এই ধরনের ভূমিকা পালন করা যুক্তি সদ্ধি ও যুক্তিগ্রাহ্য হলেও সীমিত সত্ত্বার অধিকারী কোন মানুষমাত্রের পক্ষে (যতই তিনি সুমহান, অশেষগুণবান,অমিত বীর্যবান, অপরিসীম রূপবান, অপার বুদ্ধিমান ও মহাপরাক্রমশালী ক্ষমতাধর ব্যক্তি হোন না কেন) ওই রূপ ত্রিধাবিভক্ত ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়াটা কষ্টসাধ্য বা দুঃসাধ্যই নয়, কোন যুক্তিতেই সম্ভবপর নয়। কেন না, মানুষ মানুষই ও সীমিত সত্ত্বার অধিকারী---সে কিছুতেই পরমারাধ্য পরমপিতার ভূমিকায় মরদেহে ও মরজগতে অবতীর্ণ হতে পারেই না। তাই বলব, আমাদের অর্থাৎ মানুষ্য-পরিচালিত জগতে, মাটির পৃথিবীতে, মানুষের গড়া কোন রাষ্ট্রীয় পরিকাঠামো অর্থাৎ রাজ্যে, প্রদেশে ও রাষ্ট্রে কোন ব্যক্তির পক্ষেই যেমন রক্ষকরূপী পরিগতা হয়ে ওঠা সম্ভব নয়, তদ্রুপ কারোর পক্ষেই সংহারকরূপী নিধনকারী বা ধ্বংসকারী হয়ে ওঠাও যুক্তিসিদ্ধ নয়। বস্তুতঃ এরূপ সংহারকারীর ভূমিকায় কাউকে বা কোন গোষ্ঠীকে দেখলে তাকে বা সেই গোষ্ঠীটাকে জল্লাদ, খুনী, মানবদ্রোহী বা সমাজত্রু বলে চিহ্নিত করে তোলাই সমীচীন ও ন্যায়সঙ্গত হবে বলে মনে করি।

বস্তুতঃ মানুষের সামাজে এই ধরনের খুনী, জল্লাদ ও নিধন কারীদের সংখ্যা সৃষ্টির আদিলগ্ন থেকে যুগে যুগেই পরিলক্ষিত হয়ে আসছে বৈ কি। পৃথিবীতে মানুষ এসেছে আজ থেকে দশলাখ বছর আগে। তো, পৃথিবীর বুকে আদিমতম (প্রাইমিটিভ) যুগে কে মানুষরা অর্থাৎ আমাদেরই পূর্ব পুরুষরা এসেছিলেন, তাদের তখনকার যুগের সঙ্গে আজকের সভ্যতার যুগে, উন্নত, বুদ্ধিমান, সুমেধাযুক্ত ও বিচারশীল মানুষগুলোর কোনরূপ তুলনাই চলতে পারে না। কারণ, একটি বাঘ একটি মানুষকে হত্যা করলে তাতে বাঘটির বিষয় আদালতে জেল জরিমানা ও ফাঁসির হুকুম হয় না, কিন্তু কেটি মানুষ যদি মানুষকে অন্যায়ভাবে মেরে ফেলে সেই মানুষটির বিচার হয়ও উপযুক্ত শাস্তিরও বিধান রয়েছে। একটি কুকুর অন্য কুকুরদের ওপর অত্যাচার চালালে, কুকুরদের আদালতে বা বিচারশালায় কোন বিচারের ব্যবস্থা নেই। কিন্তু, মানুষটি যদি অত্যাচারী হয়, তাও কি অন্য মানুষেরা কখনও নীরবে সয়ে যাবে? আর, তা কখনও হয় নাকি।

কিন্তু, একটু ভালকরে তাকিয়ে দেখলে আমরা আমাদের সমাজে কী কী দেখতে পাই, একটু ভাবতে হবে না কি? অতীতে মহাভরতের যুগ থেকে শুরু করে, আমাদের বর্তমান যুগ পর্যন্ত যদি একটা তালিকা বানানো যায়, তাতে আমরা পাই-দুর্যোধন, দুঃশাসন, কংশ, শিশুপাল, পুতনা, হুন নেতা এটিলা দানবীয় আত্ম চেঙ্গিজখান, নরখাদক, হিটলার, স্ট্যালিন, মাত্ত-সে -তুঙ, ইযাহিয়াখান (পাকিস্তান) ও আরও কত শত পাপাত্মাদের নামের ছড়াছড়ি, যা লিখে বা বলে কিছুতেই সেষ করা সাবে না। তদুপরি, আমরা আশ্চর্যাবিত না হয়ে পারি না, যখন, আধুনিক যুগের মারজাফর, নীলকর সাহেব সুরো বা হেষ্টিংস, ক্লাইভ ও মাওন্টব্যাটেন, জিন্নাহ নেহেরু প্রমুখ মানবতা বিরোধী স্বৈরাচারী প্রভুদের নাম স্মরণ আনতে চাই বা স্মৃতিপাটে জাগাতে বাধ্য হই।

আমাদের লজ্জা, দুঃখ, ক্ষোভ, অপমান, ধৈর্যচ্যুক্তি সীমা লঙ্ক্ষণ করতে চায় যখন আমরা ভারতবাষী বর্তমান পৃথিবীতে কচি কাঁচাদের খোলামকুচি খেলার মত ১ম ও২য় বিশ্বযুদ্ধের নায়ক নায়িক কিংবা আজকের যুগে পারমানবিক যুদ্ধের শক্তিধরদের গগনচুম্বি স্বর্ধী ও অগ্রাসীমও স্বৈরাচারিতার নিদর্শন চাক্ষুষ করি। বিশেষতঃ ক্ষোভে ও ঘৃণায় আমাদের বর্তমান গণতান্ত্রিক মানসিকতা, আধুনিক শিক্ষা দীক্ষায় উন্নত বর্তমানের সভ্যতা-সংস্কৃতি-সমৃদ্ধ হৃদয়বত্তা ও বুঁকড়ে ওঠে যখন দেখি শুধুমাত্র ক্ষমতাভোগে লোলুপ দেশ নেতারা ভারতবর্ষের স্বাধীনতাদানের ওপ্রান্তিক ললিপপ দেখিয়ে দেশবিভাজন ঘটিয়ে মূলত বাঙালী জাতিটাকেই পৃথিবী থেকে মুছে ফেলার ষড়যন্ত্র লিপ্ত হয়েছিল ও দেশ ও গোটা মনুষ্য সমাজেরই মূলে কুঠারাখাত করে দেশবাসীর সঙ্গে চরম বিশ্বঘাতকতা গড়ে গেল। আরও ঘৃণায় ও বিস্ময়ে মন বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, যখন ভাবি বিগত বাহাত্তর বছর (১৯৪৭-২০১৯) ধরে দেশ শাসনের নামে দেশনেতা নেত্রীরা দেশবাসীর সঙ্গে বেইমানী করে গেলেন, চোর বাটপারদের পোষণ ও তোষণ করে গেলেন। তারও চেয়ে আরো অনেক অনেক বেশি ঘৃণায়-লজ্জায়-ক্ষোভে অস্থিরতা বোধ করছি,যখন চাক্ষুষ করতে পাচ্ছি, বর্তমানে ভারতেরবুক থেকে স্রেফ 'বাঙালি' নামের জনগোষ্ঠীটাকে ভারত থেকেই নয়, দুনিয়া থেকেই মুছে ফেলার চক্রান্তকে বাস্তবায়িত করতে এযুগের হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের প্রতিভূরা, 'অমিত দোসরামোদি' টিম মাঠে নেমেছে ক্যাব-এনআরসি খোলবে বলে।

পরিশেষে, ওইসব দেজিখ ইবলিলদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাইছি—ভারতবর্ষটা কোনদিনই হিন্দুস্তান ছস্থিল না হবেও না। ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য, শাসকরা সততই ঈশ্বরের প্রতিভূ হন, তারা মনুষ্যত্ব—নিধনকারী সংহারক হতে পারেন না, হওয়াটাও সমিচীন নয়। অতএব—।

(মতামত লেখকের নিজস্ব)

শুক্রবার আগরতলায় টাউন হলে জনশিক্ষা আন্দোলনের ৭৫তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। নিজস্ব ছবি।

মরে যাব, রাজ্যে তবু ডিটেনশন ক্যাম্প করতে দেব না, নৈহাটিতে চরম হুঁশিয়ারি মমতার

নৈহাটি (বারাকপুর), ২৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের (সিএএ) বিরোধিতা করে ফের হুঙ্কার দিলেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার নৈহাটি উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সিএএ-র বিরোধিতা করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চূড়ান্ত হুঁশিয়ারি দিয়ে বললেন, ''এ রাজ্যের ক্ষমতায় আছি আমরা। মনে রাখবেন, এখানে কোনও ডিটেনশন ক্যাম্প হবে না। মরে যাব, তবু ডিটেনশন ক্যাম্প করতে দেব না। অসমে ডিটেনশন ক্যাম্প হয়েছিল। কারণ, বিজেপি ছিল সরকারে।'' সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের (সিএএ) নিয়ে বছর শেষে লাগাতার আন্দোলন শুরু করেছে রাজ্যের ক্ষমতাসীন দল তৃণমূল। যেখানে যা কিছু কর্মসূচি, তার মূল কেন্দ্রেই রয়েছে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন(সিএএ) বিরোধী সুর। এদিনের মঞ্চ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমেই উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে বক্তব্য রাখতে শুরু করেন। মনে করিয়ে দেন যে তিনি প্রথম যাদবপুর কেন্দ্রের সাংসদ হওয়ার পর সেখানকার উদ্বাস্তু বাসিন্দাদের আবেদন প্রাধান্য দিয়ে জমির দলিল তুলে দিয়েছিলেন নিঃশর্তে। কেন্দ্রের আগে রাজ্য সরকারই উদ্বাস্তুদের 'নাগরিক' বলে সম্মান দিয়েছিল। বাংলার সমস্ত উদ্বাস্তু কলোনিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এরপরই তিনি বক্তব্যের অভিমুখ সরাসরি নিয়ে যান এনআরসি, সিএএ'র দিকে। তিনি বলেন, ''নতুন আইন কী বলছে, জেনে রাখুন। আপনি ছিলেন ভারতবাসী, হয়ে যাবেন বিদেশি। তারপর আবার আপনাকে নতুন করে নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে হবে। ওঁরা ওঁদের ইচ্ছেমত কাউকে নাগরিকত্ব দেবে, কাউকে দেবে না।'' তিনি এও বলেন, ''রেশন কার্ড আছে, ভোটার কার্ড আছে। সবাই নাগরিক। ডেমোক্র্যাসি মানে সবাই নাগরিক, রাজা বলে কেউ নেই।'' নাম না করে বিজেপির উদ্দেশ্যে মমতা এও বলেন, ''আমাকে আইন বেশি বুঝিয়ে লাভ নেই। আমি সাতবারের সাংসদ। বহু মন্ত্রক সামলেছি। আইন, সংবিধান সব আমিও জানি।যখন এনপিআর করবে বলে জানিয়েছিল, তখন ভেবেছিলাম সাধারণ সুমারি হবে। কিন্তু তারপর দেখলাম যে আইনটাই পালটে দিচ্ছে। তাহলে আমি কেন এনপিআর করব?'' তবে এই সফরের রাজনৈতিক তাতর্খও ছিল যথেষ্টই। লোকসভা ভোটের পর, উত্তর ২৪ পরগনায় হাতছাড়া হতে বসা পাঁচটি পুরসভা পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে তৃণমূল। রাজনৈতিক কৌশলগত যুদ্ধে বিজেপিকে হারানোর তৃপ্তিও রয়েছে তাঁর।

সতর্কতা উত্তর প্রদেশ প্রশাসনের ২১টি জেলায় বন্ধ ইন্টারনেট পরিষেবা

লখনউ, ২৭ ডিসেম্বর (হি.স.): ঠিক এক সপ্তাহ আগেই সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ)-এর প্রতিবাদে অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছিল উত্তর প্রদেশউ বিক্ষোভের আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল লখনৌ।, বারাণসী, মেরঠ-সহ উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন জেলায়উ গত সপ্তাহের হিংসার কথা মাথায় রেখে, শুক্রবার অত্যন্ত সতর্ক রয়েছে উত্তর প্রদেশ প্রশাসনউ রাজ্যের ২১টি জেলায় বন্ধ রাখা হয়েছে ইন্টারনেট পরিষেবাউ স্পর্শকাতর এলাকায় পুলিশি নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। ড্রোনের সাহায্যেও চলছে নজরদারি।

উত্তর প্রদেশ প্রশাসন সূত্রের, লখনউ, ফিরোজাবাদ, কানপুর, সীতাপুর, মেরঠ, গাজিয়াবাদ, বিজনৌর, মুজফফরনগর, বুলন্দশহর, আগ্রা, আলিগড়-সহ রাজ্যের ২১টি জেলায় বন্ধ রাখা হয়েছে ইন্টারনেট পরিষেবা। শুক্রবার উত্তর প্রদেশের ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ (ডিজিপি) ও পি সিং জানিয়েছেন, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছেউ রাজ্যের ২১টি জেলায় ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়েছে, পরিস্থিতির উন্নতি হলেই ইন্টারনেট পরিষেবা চালু করে দেওয়া হয়েছেউ ডিজিপি আরও জানিয়েছেন, হিংসায় মদতদাতাদের কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে নাউ শুধুমাত্র সেই কারণেই রাজনৈতিক দল-সহ বিভিন্ন সংগঠনের সক্রিয় সদস্যদের গ্রেফতার করা হয়েছে।

উত্তর প্রদেশ ছাড়াও গত সপ্তাহে সিএএ-বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠেছিল রাজধানী দিল্লিওউ হিংসার কথা মাথায় রেখে সজাগ রয়েছে দিল্লি প্রশাসনওউ দিল্লি পুলিশের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক (পিআরও) এম এস ধান্ধওয়া জানিয়েছেন, 'যে কোনও ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রস্তুত রয়েছে দিল্লি পুলিশউ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে বেশ কিছু এলাকায় বহু কোম্পানি বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছেউ গুজব যাতে না ছড়িয়ে পড়ে, সে জন্য সোশ্যাল নেটওয়ার্ক সাইটেও নজর রাখা হচ্ছে।'

ঠাণ্ডায় কাঁপছে রাজধানী দিল্লি সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৪.২ ডিগ্রি

নয়াদিল্লি, ২৭ ডিসেম্বর (হি.স.): হু হু করে তাপমাত্রা নামছে রাজধানী দিল্লিতে। প্রবল ঠাণ্ডায় কাঁপছে রাজধানীউ পাল্লা দিয়ে রোজই নামছে পারদ। শুক্রবার দিল্লিতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদ পৌঁছে গিয়েছে ৪.২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। এখনও পর্যন্ত মরশুমের শীতলতম দিন। ঠাণ্ডার সঙ্গেই পাল্লা দিয়ে বেড়েছে কুশায়ার দাপটওউ কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া ও কুয়াশায় ঢাকা পরিবেশেও দূষিত রাজধানী। শুক্রবার সকালেও রাজধানীর বাতাস ছিল দূষিত।

ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) জানিয়েছে, শুক্রবার দিল্লির সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৪.২ ডিগ্রি সেলসিয়াসউ এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ১৩.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আইএমডি-র আবহাওয়া বিজ্ঞানী কুলদীপ শ্রীবাস্তব জানিয়েছেন, 'শুক্রবার মাত্রাতিরিক্ত ঠাণ্ডা ছিল দিল্লি এনসিআর-এ। শুক্রবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৪.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আগামী ২৮ ও ২৯ ডিসেম্বর বজায় থাকবে শৈত্যপ্রবাহ।'

প্রবল ঠাণ্ডা সত্ত্বেও, দিল্লির বাতাস এখনও দূষিতইউ কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের তথ্য অনুযায়ী, শুক্রবার সকালে ইন্ডিয়া গেট সংলগ্ন এলাকায় এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স ছিল ৩৬৭, যা খুব খারাপ। এছাড়াও উত্তর প্রদেশের বাতাসও দূষণের শিকারউ উত্তর প্রদেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, নয়ডার সেক্টর-১১৬, সেক্টর-১২৫ এবং সেক্টর-১ এলাকায় এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স ছিল খুবই খারাপ।

নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হচ্ছে কলকাতা হাইকোর্ট

কলকাতা,২৭ ডিসেম্বর (হি.স): নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হচ্ছে কলকাতা হাইকোর্ট। এবার নজরদারি আরও কঠোর করা হচ্ছে। সেই জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ হিসেবে থাকবে চব্বিশ ঘন্টা পুলিশ ক্যাম্প। পুলিশ কর্মীদের থাকার জন্য ব্যারাক, স্নিফার ডগ, দমকল কর্মীদের থাকার জন্য ক্যাম্পের বন্দোবস্ত। গোটা হাইকোর্ট চত্বরই এবার মুড়ে ফেলা হবে দেড়'শ ক্লোজড সার্কিট টিভি ক্যামেরার নজরদারিতে।

হাইকোর্ট ভবন উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়ে আসা একাধিক ভুয়ো চিঠি বিভিন্ন সময়ে চাপ বাড়িয়েছে হাইকোর্ট কর্তৃপক্ষের। তবে সে সব ছাপিয়ে সাম্প্রতিক অতীতে কার্তুজ সহ রিভলভার নিয়ে এক জন হাইকোর্টে ঢোকার চেষ্টা করলে আদালতের সুরক্ষা নিয়ে উদ্বেগ আরও বাড়ে। পরে পুলিশি তদন্তে জানা যায়, রিভলভারটির বৈধ লাইসেন্স রয়েছে ওই ব্যক্তির কাছে। কিন্তু আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে কেউ আদালতকক্ষে ঢুকতে পারেন না। এমণটাই নিয়ম। বাইরে থেকে কোনও নিরাপত্তাকর্মী বা অফিসাররা এলে আগ্নেয়াস্ত্র বাইরে রেখেই তাঁদের হাইকোর্টে ঢুকতে হয়।

আবার কয়েক মাস আগে ই'গেটের স্ক্যানার এক ব্যক্তির ব্যাগে বিপদসঙ্কেত পায়। পুলিশ সেই ব্যাগে হাত ঢোকাতেই কাপড় চোপড়ের মধ্যে থেকে পাওয়া যায় একটি পিস্তল। যদিও শেষমেশ তদন্তে জানা যায়, আসল নয়, ওটা নিছকই খেলনা। সে যাত্রায় অবশ্য রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়েছিল। তবে ওই সব ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়েই হাইকোর্টের নিরাপত্তা উত্তরোত্তর বাড়ানোর জন্য সওয়াল করে রিপোর্ট জমা পড়েছিল। তার ভিত্তিতেই এখন বিভিন্ন পদক্ষেপ করা হচ্ছে বলে হাইকোর্টের নিরাপত্তা আধিকারিকরা

এখন হাইকোর্টে প্রবেশ করতে হলে চিরকুটে নাম লিখে ঢুকতে হয় । সেই রেওয়াজও এবার বন্ধ হতে চলেছে। শুধু মামলার সঙ্গে যুক্ত সাধারণ মানুষ নয়, আইনজীবী ও ল-ক্লার্কদের প্রবেশের জন্যও তৈরি হচ্ছে নির্দিষ্ট নিয়ম। সুপ্রিম কোর্টের মত বাইরে থেকে আসা মামলাকারীদের মুখের ছবি তুলে রেখে তাঁদের গেট পাস দেওয়া হবে। কর্মীদের ক্ষেত্রে সরকারি পরিচয়পত্র দেখালে তবেই হাইকোর্টে ঢোকার ছাড় পত্র মিলবে। এখন মোট দেড়শো সিসিটিভি ক্যামেরায় মোড়া হচ্ছে হাইকোর্টের তিনটি ভবন। তার মনিটরিংয়ের জন্য আবার আলাদা বাড়ি তৈরি হয়েছে। সেই বাড়িতেই তৈরি হবে পুলিশের ব্যারাক। এখন হাইকোর্টের দায়িত্বে থাকা কর্মী অফিসারের বাইরেও রোজ বাড়তি ফোর্স আসে লালবাজার থেকে। অনেক ক্ষেত্রে দ্রুত বাড়তি ফোর্সের প্রয়োজনের কথা জানানো হলেও সেই ফোর্স এসে পৌঁছতে পৌঁছতে অনেকটা সময় চলে যায়। সেই সমস্যা দূর করতে এবার হাইকোর্টেই পুলিশ ব্যারাক তৈরি করা হচ্ছে। আবার এতদিন হাইকোর্টের অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থায় যে ত্রুটিবিচ্যুতি ছিল, সেগুলোও এবার কাটিয়ে ফেলা হবে বলে নিরাপত্তা আধিকারিকদের দাবি। সেই জন্য তিনটি ভবনের প্রত্যেকটির নীচে জলের জন্য পৃথক রিজার্ভয়ার তৈরি করা হয়েছে। আগুন লাগলে প্রতিটি ভবনের সব চেয়ে উঁচু তলা পর্যন্ত জল পৌঁছে দিতে আধুনিক ব্যবস্থা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সেই সব ব্যবস্থার উপর নিয়মিত নজরদারির জন্য এই প্রথম দমকলকর্মীদের স্থায়ী ক্যাম্প তৈরি হচ্ছে হাইকোর্টে। কলকাতা হাইকোর্টের তিনটি ভবনের নিরাপত্তা বাড়াতে এই সব পরিকল্পনা কার্যকর করার উদ্যোগের সঙ্গেই নিউ টাউনে হাইকোর্টের নতুন ভবন নির্মাণের কাজও চলছে পাল্লা দিয়ে।

হাইকোর্টের নিরাপত্তা আধিকারিকরা জানান, রোজ হাইকোর্ট ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকে প্রায় ৭০০ গাড়ি এবং রোজকার ওই গাড়ির ভিড় হাইকোর্টের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার পথে কাঁটা। ওই সব গাড়ির বেশির ভাগই আইনজীবীদের। হাইকোর্টের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা ওই সব গাড়ির প্রায় কোনওটাই মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে তল্লাশি করা হয় না। তাছাড়া, গাড়ির ভিড়ে কাজের দিনে হাইকোর্টের আশপাশে আগুন লাগার কোনও ঘটনা ঘটলে দমকলের ইঞ্জিনের পৌঁছতে সমস্যা হয়। তাই গাড়ির জন্য আলাদা নির্দিষ্ট পার্কিংয়ের কথা ভাবছেন হাইকোর্ট কর্তৃপক্ষ।

ঠান্ডায় কাঁপছে উত্তরবঙ্গ, শিলাবৃষ্টি শিলিগুড়িতে

শিলিগুড়ি, ২৭ ডিসেম্বর (হি. স.) : ঠান্ডায় কাঁপছে উত্তরবঙ্গ। তার উপর মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে শিলিগুড়িতে। সেইসঙ্গে শুরু হয়েছে শিলাবৃষ্টি।

হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী, উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু সেই বৃষ্টি যে বজ্রবিদ্যুৎসহ এমন বৃষ্টি হবে তেমন পূর্বাভাস ছিল না। কিন্তু সেটাই হচ্ছে শিলিগুড়ি শহরাঞ্চলে। শিলিগুড়িতে শুক্রবারের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৬.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সকালে বৃষ্টি ছিল না। মেঘলা আকাশ ছিল। বেলা বাড়তেই ঝেঁপে বৃষ্টি শুরু হয়। তার কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হয় শিলাবৃষ্টি। রীতিমত বড় বড় শিল পড়ছে সেখানে। কয়েকজনকে রাস্তায় পড়ে থাকা শিল দিয়ে বরফ মানুষ বানানোর চেষ্টা করতেও দেখা গিয়েছে।

আজ দিনভর উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

জলপাইগুড়ির তাপমাত্রা ৮.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, কালিম্পঙের তাপমাত্রা ৪.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, দার্জিলিং ১.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, কোচবিহার ও মালদহের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে ৮.৪, ১১.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বালুরঘাটের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৯.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। পাশাপাশি উত্তর ভারতের রাজ্যগুলিতে চলছে শৈত্যপ্রবাহ। অরুণাচল, শ্রীনগর , চম্বা, বদ্রিনাথের রাস্তা পুরোপুরি বরফে ঢেকে গিয়েছে।

কংগ্রেসকে চ্যালেঞ্জ অমিত শাহের সিএএ-তে নাগরিকত্ব ছিনিয়ে নেওয়ার বিধান থাকলে প্রমাণ হাজির করুন

শিমলা, ২৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : হিমাচল প্রদেশে এসে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) নিয়ে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সরব হলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ । শুক্রবার রাহুল গান্ধী এবং কংগ্রেসকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তিনি বলেন, সিএএ-তে নাগরিকত্ব ছিনিয়ে নেওয়ার বিধান থাকলে তা প্রমাণ সহ জনগণের সামনে নিয়ে আসুন।

শুক্রবার হিমাচল প্রদেশে বিজেপি সরকারের দ্বিতীয় বর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে ঐতিহাসিক রিজ ময়দানে আয়োজিত জনসভায় বক্তব্য রাখলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ । সেখানে তিনি নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) নিয়ে বলেন, কংগ্রেস ও তার সঙ্গীরা মিথ্যে রটনা করছেন যে, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন সংখ্যালঘুদের নাগরিকত্ব কেড়ে নেবে । কিন্তু আমি রাহুল বাবাকে চ্যালেঞ্জ করছি এই আইনের একটি ধারা তিনি দেখান, যেখানে কারও নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে । স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কংগ্রেসকে ভুল তথ্য প্রচার করতে নিষেধ করেন উ এবং দেশের শান্তি বিঘ্নিত না করতেও বলেন। তিনি স্পষ্ট করে বলেন, সিএএ এখন আইন হয়ে গেছে এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে।

এদিন তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সরকার দেশে দুর্নীতির অবসান ঘটাতে সবচেয়ে বড় কাজ করেছে। মোদী আগামী সময়ে দেশে পাঁচ ট্রিলিয়ন অর্থনীতির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। বিজেপি ২০২৪ সালের আগে পাঁচ ট্রিলিয়ন অর্থনীতি দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম হবে বলেও এদিন দাবি করেন অমিত শাহ।

শাহ বলেন, হিমাচল প্রদেশও এই উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করছে। জয় রাম সরকারের জনমঞ্চ কর্মসূচির প্রশংসা করে জানিয়েছে যে, তিনি এর দ্বারা জনগণের সমস্যা সমাধানে সফল হয়েছেন। এর মাধ্যমে ৮৮ শতাংশ সমস্যা সমাধান করা হয়েছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, হিমাচল প্রদেশের বাড়িতে গ্যাস দেওয়ার কাজ এখন শেষ হচ্ছে। জয় রাম উজ্জ্বলা প্রকল্পটি এগিয়ে নিয়েছেন। জেপি নাড্ডা আয়ুষ্মান প্রকল্প চালু করেছিলেন। হিমাচলে জয় রাম সরকার হিম কেয়ার এবং কম্বো স্কিম তৈরি করে প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাস্থ্য সুবিধা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য গণনা করে অমিত শাহ বলেন, মোদী এক বছরে ওয়ান র‍্যাঙ্ক ওয়ান পেনশনের পুরানো চাহিদা পূরণ করেছিলেন এবং ৩৫ হাজার কোটি টাকা মুনাফা দিয়েছেন। সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করে উরি ও পুলওয়ামা হামলার কড়া জবাব দিয়েছে। এর পরে ভারতের প্রতি বিশ্বের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গেছে। তিনি বলেন, কাশ্মীর আজ বিশ্বের কাছে একটি বার্তা দিচ্ছে যে এটি ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। রাম মন্দিরে সুপ্রিম কোর্টের রায় এসেছে। এখন সেখানে আকাশ ছোঁয়া মন্দির হতে চলেছে। নরেন্দ্র মোদী সরকার হিমাচলের মান্ডিতে এআইএমএস, আইআইটি, আইআইএম, ৬৯ এনএইচ এবং বিমানবন্দর তৈরির কাজ করছে।

মেঘালয়ের ভারত-বাংলা সীমান্তে ২০৮টি গরু উদ্ধার পাচারকারী আধরা

শিলং (মেঘালয়), ২৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : মেঘালয়ের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় ২০৮টি গরু উদ্ধার করেছেন কর্তব্যরত বিএসএফ জওয়ানরা। গতকাল বৃহস্পতিবার রাজ্যের আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী ঘন জঙ্গল থেকে গরুগুলি উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধারকৃত গরুগুলির বাজারমূল্য ৩২ লক্ষাধিক হবে বলে মনে করা হচ্ছে। ঘটনার সঙ্গে কাউকে পাকড়াও করা যায়নি।

বিএসএফ-এর তরফে শুক্রবার এই খবর দিয়ে জানানো হয়েছে, রাজ্যের সীমান্তবর্তী কুইলাং বনাঞ্চল এলকায় রুটিন টহল দিচ্ছিলেন জওয়ানরা। সে সময় জঙ্গলের এক জায়গায় বহু গরু বেঁধে রাখা হয়েছে বলে এক তথ্য পান তাঁরা। সে অনুযায়ী অভিযান চালিয়ে ঘন জঙ্গলে ১৬৪টি গরুকে বন্ধনমুক্ত করে উদ্ধার করেন জওয়ানরা। এদিকে একইদিন আন্তঃর্জাতিক অন্য সীমান্ত এলাকা থেকে আরও ৪৪টি গরু উদ্ধার করেন বিএসএফ-এর আরেক দল। গরুগুলি সময়-সুযোগে বাংলাদেশে পাচারের জন্য বেঁধে রাখা হয়েছিল বলে ধারণা বিএসএফ-এর।

বিএসএফ-এর সূত্রটি জানিয়েছে, মেঘালয়ের সীমান্তে এ পর্যন্ত উদ্ধার করা হয়েছে ১,৩২৭টি গরু। সেগুলি বিভিন্ন বিওপিতে রাখা আছে, নিলামের জন্য। ইতিমধ্যে ১,১২৪টি গরু নানা কারণে মারা গেছে বলে জানায় সূত্রটি।

সরযূ রায়কে কলকাতায় আমন্ত্রণ জানালেন মমতা

কলকাতা,২৭ ডিসেম্বর (হি.স): ঝাড়খণ্ডের বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী বিজেপির রঘুবর দাসকে পরাজিত করায় নির্দল প্রার্থী সরযূ রায়কে কলকাতায় আমন্ত্রণ জানালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ঝাড়খণ্ড বিধানসভা নির্বাচনে তাঁকে টিকিট দেয়নি শাসকদল বিজেপি। তাই জামশেদপুর (পশ্চিম) থেকে নির্দল প্রার্থী হিসেবে লড়েছিলেন সরযূ রায়। ফল প্রকাশের পর জয়ের জন্য শুভেচ্ছা জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি সরযূ রায়কে অভিনন্দন জানিয়েছেন রাজ্যের অর্থ ও শিল্পমন্ত্রী অমিত মিত্রও। শুধু তাই নয়, আলোচনার জন্য তাঁকে কলকাতায় আসার আমন্ত্রণও করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এবারের বিধানসভা নির্বাচনে ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী রঘুবর দাসের বিরুদ্ধে ভোটযুদ্ধে নামেন একদা বিজেপির মন্ত্রী সরযূ রায়। জামশেদপুর (পশ্চিম) থেকে এবার টিকিট না দেওয়া হলে মুখ্যমন্ত্রীর বিপরীতেই নির্দলপ্রার্থী হিসেবে দাঁড়ান তিনি। ফলাফল ঘোষণার পর দেখা যায়, বিজেপির দুঁদে নেতা রঘুবর দাসকে পরাস্ত করেছেন সরযূ রায়। ঝাড়খণ্ডে মুখ্যমন্ত্রীকে পরাস্ত করার এটি দ্বিতীয় ঘটনা। এর আগে ২০০৯ সালে মুখ্যমন্ত্রী শিবু সোরেনকে উপনির্বাচনে হারিয়েছিলেন গোপালকৃষ্ণ পাতার ওরফে রাজা পিটার। সেইবার পিটারের কাছে নয় হাজার ভোটে পরাস্ত হন শিবু সোরেন।

এবার জামশেদপুর (পশ্চিম) আসনে আড়াই দশক ধরে জিতে আসা রঘুবর দাসকে ১২ হাজার ভোটে পরাস্ত করেন সরযূ রায়। ১৯৯৫ সাল থেকে এতদিন পর্যন্ত ওই আসনে জিততেন রঘুবর দাস। এবার কিস্তিমাত করে দিলেন বিজেপি থেকে বেড়িয়ে নির্দল প্রার্থী হিসেবে লড়াই করা সরযূ রায়। এর আগে মন্ত্রিসভার খাদ্য এবং গণবণ্টন মন্ত্রী ছিলেন সরযূ রায়।

ঝাড়খণ্ডের বিধানসভা নির্বাচনে এবার জয় হয়েছে জেএমএম-কংগ্রেস জোটপক্ষের। আগামী রবিবার ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথগ্রহণ করবেন হেমন্ত সোরেন। লোকসভা নির্বাচনে ১৪ টি আসনের মধ্যে ১১ টিতে জয়লাভ করে বিধানসভা নির্বাচনেও আশাবাদী ছিল বিজেপি। তবে খেলা পাল্টে যায় বিধানসভা নির্বাচনে। গতবারের চেয়ে ১২টি আসন কমে যায় বিজেপির। ২৫টি আসনেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে বিজেপিকে। সেখানে বিরোধী জোটে জেএমএম ৩০টি, কংগ্রেস ১৬টি এবং আরজেডি ১টি আসন পেয়েছে।

এবার 'অধিকার' নাম কবিতা লিখলেন তৃণমূল নেত্রী

কলকাতা, ২৭ ডিসেম্বর (হি. স.): "আমি তো এর দেশটাকে চিনি না,/ আমি তো এইখানে জন্মাইনি, / আমি জন্মেছি ভারতবর্ষে,/ বিভেদ করতে শিখিনি।"

মানুষের অধিকার রক্ষায় বার বার রাজপথে নেমেছেন। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চালিয়ে গিয়েছেন আপোষহীন লড়াই। শাসক হয়ে বিতর্ক তৈরী করলেও বদলাননি। এবার মানুষের 'অধিকার' রক্ষার্থে কলমকে হাতিয়ার করে গর্জে উঠলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

'অধিকার' নামের কবিতায় এর পর তৃণমূল নেত্রী লিখেছেন, "আমার অধিকার আমার, /করবে কেন, কেন করবে খর্ব? /জানাই তোমায় ধিক্কার।/ আমার অধিকার আমার ঠিকানা /এ দেশটাতে থাকবে, / তোমরা যারা ঘৃণা ছড়াও /তারা এবার শুধু কাঁদবে।"

শুক্রবার 'অধিকার' নামে এই কবিতা লিখেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো। কবিতার বিভিন্ন ছত্রে ফুটে উঠেছে বদলে যাওয়া দেশের কথা, মানুষের অধিকার, কীভাবে হনন করার চক্রান্ত চলছে, সে কথা। নোটবন্দি থেকে এনআরসি কিংবা নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন- প্রতিবাদ করেছেন। কবিগুরুর সেই বিখ্যাত গানের লাইনকে 'একলা চলো রে' জীবনের পাথেয় করে রাজপথে নেমে গণ আন্দোলন সংগঠিত করেছেন।

কবিতায় এর পর মমতা লিখেছেন, "তোমার বক্তব্য বিষে ভরা/ কাড়ছো মানুষের অধিকার, /এ দেশটা আমি চিনি না /আমার দেশটা তো আমার /ঘৃণা নয় ঐক্য চাই/ এটা আমাদের অঙ্গীকার,/ আমরা সবাই নাগরিক/ ঠিকানা মোদের অধিকার।"

এরপর কল্যানীর জনসভায় তিনি জানিয়ে দিলেন রাজ্যে নানা কলোনি এলাকায় বসবাস করা মানুষেরা যাঁদের হাতে বসত জমির পাট্টা তুলে দেওয়া হয়েছে তাঁরা সকলেই নাগরিক। তাই তাঁদের ভয় পাওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন নেই এনআরসি আর সিএএ নিয়ে ভয় পাওয়ারও। ক'দিন আগেই মুখ্যমন্ত্রী নাগরিক নামে একটি কবিতা লিখেছিলেন উ

এনআরসি আর নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের নামে নতুন করে দেশভাগের যে ষড়যন্ত্র চলছে, সে কথার ইঙ্গিত দিয়ে লিখেছেন, "তোমরা করবে শুধুই ছলনা!/চলবে না চলবে না চলবে না,/ ঐক্যবদ্ধ ভারত থাকুক / বিভেদকারীদের চাই নাউ" সিএএ, এনআরসি-র বিরুদ্ধে গর্জে উঠে তৃণমূল নেত্রী লিখেছেন, ''স্বার্থপর দৈত্য এনআরসি, সিএএ /লাইনে প্রমাণ দেব না,/ গরিব মানুষ লাইন দেবে/ তোমরা করবে শুধুই ছলনা! চলবে না চলবে না চলবে না,/ ঐক্যবদ্ধ ভারত থাকুক /বিভেদকারীদের চাই না,/আমরা সবাই নাগরিক / সিএএ, এনআরসি মানবো না।"

শুক্রবার আঠারভোলায় অসম রাইফেলসের উদ্যোগে বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও কর্মশালা উপলক্ষ্যে র‍্যালী।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

তিসি বীজের পুষ্টিগুণ

তিসি বীজ কি ? দুটোর উপকারিতা কি এক? আপনাদের এই প্রশ্ন গুলোর উত্তর দেওয়ার জন্য আজ আমি এই তিসির বীজ বাদ্রনথঅ ম্ত্রত্রত্ম নিয়ে কিছু কথা বলব। নিউট্রিশনিস্ট অঙ্কিতা সাহা। তিসি বা আদতে একই জিনিস।এই বীজ থেকে নিষ্কাশিত তেল হল তিসির তেল বা হুদ্রম্ত্রত্রত্ম দ্রুন, আমরা বাঙ্গালীরা এর সাথে পরিচিত। এর তন্তু থেকে তৈরি জামাকাপড়ই আজ লিনেন (হুদ্রত্রদ্র) নামে বহুল প্রচলিত। আর ইদানীং কালে এই বীজ ছন্ড্রম্ত্রত্রদ্রদ্রত্ম হিসেবেও প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এর কারণ হল, এই বীজ বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানে ভরপুর। আসুন দেখে নিই, কি কি পুষ্টি উপাদান আছে এই বীজটিতে। ১. প্রতি ১০০ গ্রাম এই বীজ থেকে আমরা ৫৩৪ কিলো ক্যালরি শক্তি বা এনার্জি পাই। অর্থাত, প্রতি ১০ গ্রামে বা এক টেবিল চামচে পাই প্রায় ৫৫ কিলো ক্যালরি এনার্জি। ২. প্রতি ১০ গ্রাম চিয়া বীজে থাকে প্রায় ২ গ্রাম প্রোটিন, ৪ গ্রাম ফ্যাট (যার ৭৩ু হল ঞ্চড্ডচঙ বা পলি আন-স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড, বা মনো আন-স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড, আর বাকিটা স্যাচুরেটেড ফ্যাট) এবং ৩ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট (যার মধ্যে ২.৮ গ্রামই হল ত)। অর্থাত বলা যেতে পারে যে, ৩ গ্রাম কার্বোহাইড্রেটের পুরোটাইহ্নত্নন্ত্র। এই কারণেই এটি স্বাস্থ্য সচেতন মানুষদের কাছে এতটা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ৩. এতে উপস্থিত মোট ফাইবারের ২০-৪০ু হল মিউসিলেজ জাতীয় সলিউবল ফাইবার যা রক্তে শর্করার মাত্রা ও কোলেস্টেরলের মাত্রা ঠিক রাখতে সাহায্য করে। এছাড়া এটি আমাদের অন্ত্রে উপকারী ব্যাকটিরিয়ার মাত্রা ঠিক রাখে ও আমাদের হজমশক্তি বাড়ায়। ৪. প্রচুর পরিমাণে ফাইবার থাকার কারণে ক্ষেত্রে খুব গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা পালন করে।৫. এই মিউসিলেজ জাতীয় ফাইবার জলের সাথে মিশে খুব থকথকে জেলে পরিণত হয় যাদ্রনথঅ ম্ত্রত্রত্ম এ উপস্থিত ৬০ু-৮০ু ইনসলিউবল ফাইবার এর সাথে মিশে ন্যাচারাল ল্যাক্সেটিভের কাজ করে ও কন্সটিপেশনের সমস্যা দূর করে।৬. চনথঅ ম্ত্রত্রত্ম এর ১৮ু প্রোটিন, এবং এই প্রোটিন সয়াবিনের প্রোটিনের সমতুল্য। এতে আর্জিনিন ও গ্লটামিনের মত অ্যামাইনো অ্যাসিড প্রচুর পরিমাণে রয়েছে যা আমাদের হার্ট ভালো রাখতে ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। ৭. এছাড়া এই বীজে প্রচুর পরিমাণে রয়েছে আলফা লিনলেনিক অ্যাসিড যা বিভিন্ন ক্রনিক রোগ সারাতে সক্ষম। ৮. এতে উপস্থিত লিগন্যান (এক ধরণের পলিফেনল) হিসেবে কাজ করে যা ব্লাড প্রেশার, বিভিন্ন ধরণের কান্সার (প্রস্টেট ক্যান্সার, ইউটেরাইন ক্যান্সার, স্তনের ক্যান্সার) প্রতিরোধে গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া এটি স্ট্রেস ও কমায়। ১০. এছাড়াও এতে রয়েছে ভিটামিন বি১, ম্যাগনেসিয়াম, কপার, ফসফরাস প্রভৃতি গুরুত্ব পূর্ণ পুষ্টি উপাদান।তিসি বীজ থেকে নিষ্কাশিত তেলকে তিসির তেল বলা হয়।

এই বীজে রয়েছে নানারকম পুষ্টিগুণ। আসুন দেখে নেওয়া যাক এই তিসি বীজে কিকি পুষ্টি উপাদান রয়েছে।প্রতি ১০ গ্রামে আমরা এই বীজ থেকে ৫৫ কিলো ক্যালোরি শক্তি পাই। প্রতি ১০ গ্রাম বীজে থাকে ২ গ্রাম প্রোটিন, ৪ গ্রাম ফ্যাট, ৩ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট। এই ৩ গ্রাম কার্বোহাইড্রেটের পুরোটাই ফাইবার। এর ফলে এটি আমাদের হজমশক্তি বাড়ায় এবং লস ডায়েটের ক্ষেত্রে গুরুত্তপুর্ন ভূমিকা পালন করে। তিসি বীজের ১৮ু প্রোটিন সয়াবিনের প্রোটিনের সমতুল্য।এতে আর্জিনিন ও গ্লটামিনের মত অ্যামাইনো অ্যাসিড থাকার ফলে হার্ট ভালো রাখে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। তিসি বীজে উপস্থিত লিগম্যান ব্লাড পেসার,বিভিন্ন ধরণের ক্যান্সার প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে। এই বীজে রয়েছে ভিটামিন বি ১, ম্যাগনেসিয়াম, কপার, ফসফরাস ইত্যাদি পুষ্টি উপাদান।আপনি স্যালাড, স্যুপের মধ্যে এই বীজের গুঁড়ো মিশিয়ে খেতে পারেন। কোনো ভাজাভুজিতে অন্যান্য বীজের বদলে তিসি বীজ ব্যবহার করতে পারেন।

ডায়াবেটিস থেকে হজমের রোগ

খাদ্যরসিক বাঙালি হলে তো কথাই নেই। তবে খাবার শেষ করে হাতের আঙুল না চাটলে বোধ হয় পুরোপুরি পেটটা ভরে না। স্পুন, ফর্ক কিংবা চপ-স্টিক- বিদেশি আদব-কায়দা সরিয়ে রেখে হাত দিয়ে খাওয়ার থিয়োরিতেই বাঙালি বেশি বিশ্বাসী।

জানা যায়, বহু প্রাচীনকাল থেকে আমাদের দেশে হাত দিয়ে খাওয়ার রেওয়াজ আছে।কিন্তু কেন চালু হল এই রীতি? এর পিছনেও রয়েছে কিছু বৈজ্ঞানিক কারণ। দেখা গিয়েছিল হাত দিয়ে খাবার খেলে নাকি শরীরের দারুণ উন্নতি হয়, সেই সঙ্গে একাধিক রোগও দূরে পালায়।

আর এই ধারণার মধ্যে যে কোনও ভুল ছিল না, সেকথা আধুনিক গবেষণাতেও প্রমাণিত হয়েছে। সম্প্রতি একদল বিজ্ঞানী এই নিয়ে গবেষণা শুরু করেছিলেন। সেখানে যে সব তথ্য উঠে এসেছে সেগুলি হল: খাওয়াটা হাতেরই কাজ: হাত হল এমন একটি অঙ্গ যা একাধিক কাজ করার জন্য তৈরি হয়েছে, যার মধ্যে অন্যতম হল খাবার খাওয়া। তাই অকারণ কাঁটা-চামচ ব্যবহার প্রয়োজন নেই। পুষ্টির ঘাটতি হয়না: একাধিক গবেষণায় দেখা গিয়েছে হাত দিয়ে খাবার খাওয়ার সময় তাড়াহুড়ো করে খাবার খাওয়া সম্ভব হয় না। ফলে খাবার ঠিক মতো হজম হওয়ার সুযোগ পায়। আর যেমনটা সকলেরই জানা আছে, খাবার ঠিক মতো হজম হলে শরীর তার প্রয়োজনীয় পুষ্টির যোগান পেয়ে যায়। শরীরচর্চার একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ: হাত দিয়ে খাবার খাওয়ার সময় একাধিক পেশির সঞ্চালন হয়। ফলে হাতের পাশাপাশি সারা শরীরে রক্তের সরবরাহ বেড়ে যায়। আর এমনটা হওয়া মাত্র বিভিন্ন অঙ্গে অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্তও পৌঁছে যায়

সড়ক দুর্ঘটনা থেকে বাঁচার ৭ উপায়

সম্প্রতি বেড়েছে সড়ক দুর্ঘটনা। অহরহ বাসের চাপায় হাত পা থেকে শুরু ঘরে জীবন ও হারাচ্ছেন নিরীহ মানুষ। প্রতিদিন ঘর থেকে বের হলেই আবার বাড়ীতে ফিরতে পারবেন কিনা তানিয়ে তৈরি হয়েছে শঙ্কা। ঘাতক বাস মুহূর্তে কেড়েনিচ্ছে প্রাণ। কিন্তু কোনোভাবেই যেন নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না সড়ক দুর্ঘটনা।

প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে বেড়ে যায় কর্মজীবী মানুষের ব্যস্ততা। আর এই ব্যস্ততা যেমন বেড়ে যায়, তেমনি বেড়ে যায়। গাড়ি, জ্যাম আর সড়ক দুর্ঘটনা। এই দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেতে আমাদের মাথা ঠান্ডা হয়ে রাস্তা পারাপার ও গাড়িতে চড়তে হবে। মনে রাখবেন, আপনার সামান্য ভুলে হারাতে পারেন মূল্যবান জীবন।

সড়ক দুর্ঘটনা থেকে বাঁচতে সচেতনতাই রক্ষা করতে পারে আপনার জীবন। তাই কখনোই তাড়াহুড়ো করবেন না। সাবধানে পথ চলুন। ট্রাফিক সিগনাল মেনে চলুন। মনে রাখবেন একটি দুর্ঘটনা সারা জীবনের কান্না।

ট্রাফিক সিগনাল মেনে চলুন

রাস্তয় বের হলেই দেখা যায় বেশিরভাগ পথচারীরা ট্রাফিক সিগনাল মেনে রাস্তা পার হন না। দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলা গাড়ির সামনে দিয়ে পারাপারের চেষ্টা করেন। ভুলেও এই কাজটি করবেন না। সিগনাল পড়লে তবেই রাস্তা পার হবেন।

ফুটওভার ব্রিজ ব্যবহার করুন

রাস্তা পারাপারের জন্য ফুটওভার ব্রিজ সবচেয়ে নিরাপদ। তাই রাস্তা পারাপারের সময় অবশ্যই ফুটওভার ব্রিজ ব্যবহার করুন। কখনোই অবহেলা করবেন না। কারণ আপনার সামান্য অসাবধানতার কারণে হতে পারে জীবনবিপন্ন।

তাড়াহুড়ো ও দুশ্চিন্তা

রাস্তা বের হলেও গাড়ি পাচ্ছেন না বা আপনার তাড়া আছে, অন্য যে কোনো বিষয়ে খুব দুশ্চিন্তাহচ্ছে। হতেই পারে তবে রাস্তায় বেব হলে দুশ্চিন্তামুক্ত থাকুন, এছাড়া যদি গাড়ি না পান তবে ভিড় গাড়িতে না ঠাসাঠাসি করে না উঠেপড়ে গাড়িতে ওঠার চেষ্টা করুন।

মোবাইলে কথা বলবেন না

দৈনন্দিন জীবনে মোবাইল একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মোবাইল ছাড়া যেন এক মুহূর্তে চলা সম্ভব না। তবে রাস্তায় বের হলে বিশেষ করে রাস্তায় বের হলে বিশেষ করে রাস্তা পারাপারের সময়ও গাড়িতে ওঠার সময় মোবাইলে কথা বলা থেকে বিরত থাকুন। কারণ মোবাইলে কথা বললে চলাচলে আপনার মনোযোগ নষ্ট হবে। যে কোনো মুহূর্তে ঘটে যেতে পারে দুর্ঘটনা।

জানালার বাইরে হাত বের করবেন না

রাস্তায় চলার নিয়ম আছে। সেটা আমরা কতটা মানি? একটা গাড়ি দ্রুতগতিতে আসছে। আমরা হাত একটা তুলে রাস্তায় নেমে গেলাম। যারা পথচারী, তাদেরও কিছু রুলস জানা দরকার, মানা দরকার। আপনি বাসে চড়ে যাচ্ছেন, কেন আপনি হাত বাইর করে যাবেন? এবিষয়ে অবশ্যইখেয়াল রাখবেন।

নেশাগ্রস্ত অবস্থায়

নেশাগ্রস্ত অবস্থায় গাড়িতে ও রাস্তা পারাপার হওয়া উচিত নয়।

মনে রাখবেন রাস্তায় ঝুঁকি নিয়ে কখনোই চলাচল করবেন না। নিজের অজান্তে ইচ্ছাকৃতভাবে আপনি নেশাগ্রস্ত হয়েই যান তবে চলাচলে কাচের কারো সহযোগিতা নিন।

ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলা থেকে বিরত থাকুন।

গাড়িতে চড়ে অনেক যাত্রী অছেন যারা ভাড়া ছাড়াও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলা থেকে শুরু করে হাতাহাতির পর্যায়ে চলেযান এটি কোনোভাবেই ঠিক নয়। গাড়ি চালানোর সময় কথা বলা থেকে বিরত থাকুন।

রাগ নিয়ন্ত্রণে মনকে বোঝান সবার আগে

রাগ মানুষের এক ধরনের সাধারণ, স্বাভাবিক আবেগ। কম হোক বেশি প্রতিটি মানুষের মধ্যেই রাগ থাকে। এটা খুব স্বাভাবিক। কিন্তু রাগ যখন বাড়াবাড়ি পর্যায়ে চলে যায়, তখন সেটা নিয়ে একটু ভাবতেই হবে। আপনি যদি খুব সহজেই রেগে ওঠেন এবং তা নিয়ন্ত্রণ করতে না পারেন, তাহলে তা আপনার ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন খারাপ প্রভাব ফেলতে পারে। আশেপাশের মানুষেরাও বিরক্ত হয়ে উঠতে পারে আপনার ওপর। এ ধরনেরসমস্যা যেন না হয় সেজন্য রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে আপনাকে। এটা খুব সহজ কাজ নয়। ধীরে ধীরে রাগকে নিজের বশে আনতে হবে। সেক্ষেত্রে কিছু বিষয় নিজের মনে গেঁথে নিতে হবে, যা আপনার রাগ কমাতে সাহায্য করবে। রাজ সম্পর্কে কিছু বিষয় নিজের মনে গেঁথে নিতে হবে, যা আপনার রাগ কমাতে সাহায্য করবে। রাগ সম্পর্কে কছি বিষয় আপনাকে জানতে হবে, বারবার নিজেকেএগুলো বোঝাতে হবে। তাহলে ধীরে ধীরে একটা সময় আপনি রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন। এখানে রইল- রাগ নিয়ন্ত্রণের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা আপনার মনকে বোঝাতে হবে।কেন রেগে যাচ্ছেন? নিজের রাগটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে সবার আগে যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে আপনি ঠিক কী কারণে রেগে যাচ্ছেন। অনেক সময় মানুষ নির্দিষ্ট কোনো কারণ ছাড়াই রেগে যায়। তাই নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করুন, কেন রেগে আছি আমি? নিজেই খুঁজে বের করুন উত্তরটি।রাগ শুধু সময় নষ্ট করেনিজেকে যখন প্রশ্ন করবেন, কেন আপনি রেগে আছেন, সে প্রশ্নের কোনো সুনির্দিষ্ট উত্তর যদি না পান তবে মনকে বোঝান আপনি অকারণেই রেগে যাচ্ছেন। এই রাগ আপনার অনেকটা সময় কেড়ে নিচ্ছে। এ সময়ে আপনার আনন্দে থাকার কথা ছিল, একটা কাজ শেষ করা কথা ছিল । রাগ আপনাকে সেটা করতে দিচ্ছে না। সুতরাং আপনার রেগে গেলে চলবে না, রাগ আপনার অনেকটা সময় নিয়ে নেবে, কিন্তু কোনো উপকারে আসবে না।রাগ কোনো সমাধান নয়আপনি যদি কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণে রেগে নিয়ে থাকেন, তাহলে রাগ আপনার সেই সমস্যার কোনো সমাধান করতে পারবে না। বরং রেগে গিয়ে আপনি সমস্যাটাকে আরো জটিল করে তুলেছেন। তাই না রেগে শান্ত হয়ে ভেবে সমস্যার সমাধান বের করতে হবে। এই কথাটাই নিজেকে বোঝান। যদি কোনো মানুষের উপরে আপনি রেগে থাকেন, তাহলে মনকে বোঝান, কোনো মানুষই পারফেক্ট নয়।

যে আশঙ্কায় কাঁপছেন সারা আলি!

বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী সারা আলি খান। সিনেমা ইন্ডাস্ট্রিতে পা রাখার আগে থেকেই ক্যামেরার সঙ্গে বেশ সখ্যতা তার।কেদারনাথ দিয়ে বলিউড পা রাখার পর রণবীর সিংয়ের সঙ্গে সিম্বাতেও স্ক্রিন শেয়ার করেন সাইফ কন্যা। সিম্বার পর আপাতত বরুণ ধাওয়ানের সঙ্গে কুলি নম্বর ওয়ান-এর শ্যুটিং শুরু করেছেন সারা। কুলি নম্বর ওয়ান-এর শ্যুটিংয়ের মাঝেই চলছে সারার শরীর চর্চার পালা।প্রতিদিন সকালে সারা যখন জিম থেকে বের হন, তখন তাঁকে তাক করে রাখে ক্যামেরা। জিমের বাইরে পাপারাতজিকে দেখে কখনও হাসি মুখে গাড়িতে ওঠেন সারা, আবার কখনও হাত জোড় করে পাপারাতজিকে নমস্কার করতে দেখা যায় সারাকে। কিন্তু পাপারাতজির ক্যামেরার অবাধ ফ্ল্যাশ সব সময় কি ভাল লাগে জিমের বাইরে পাপারাতজিকে দেখে কখনও হাসি মুখে গাড়িতে ওঠেন সারা, আবার কখনও হাত জোড় করে পাপারাতজিকে নমস্কার করতে দেখা যায় সারাকে। কিন্তু পাপারাতজির ক্যামেরার অবাধ ফ্ল্যাশ সব সময় কি ভাল লাগে সারার?সম্প্রতি এই প্রশ্নের উত্তরে সারা জানান, জিমের বাইরে যদি ৭ জন পাপারাতজি দাঁড়িয়ে থাকেন এবং তাঁরা ছবি না তোলেন, তাহলে চিন্তা হবে। পাপারাতজি ছবি না তুললে ধরে নিতে হবে, আপনাকে নিশ্চই ভাল লাগছে না। কিছু নিশ্চই হচ্ছে আপনার সঙ্গে। ক্যামেরায় ছবি না উঠলে, সেই বিষয়টি আপনাকে চিন্তায় ফেলবে তো অবশ্যই।এদিকে শোনা যাচ্ছ, পরিচালক ইমতিয়াজ আলির সিনেমা ''লাভ আজকাল''-এ সারা আলি খান এবং কার্তিক আরিয়ান একসঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করবেন। পরিচালক ইমতিয়াজ আলির সিনেমার শ্যুটিং করার সময় সারা এবং কার্তিক একে অপরের সঙ্গে বন্ধুর মতো ব্যবহার করবেন বলে শোনা যাচ্ছে।এ বিষয়ে ইমতিয়াজ আলি বলেন, সারা এবং কার্তিকের মধ্যে যে অন্য ধরনের সম্পর্ক রয়েছে, তা আগে জানতেন না তিনি।

জানুন কোণ কোণ ক্ষেত্রে পেঁপে ব্যাবহার করা যায় না

নিজেস্ব প্রতিনিধি; পেঁপেতে রয়েছে ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকরোধী গুণাবলী। আবার ডেঙ্গুজ্বর রোধে কার্যকর পেঁপেগাছের পাতা। এসব তথ্য পুষ্টিবিজ্ঞানে স্বীকৃত। পেটের জন্য ভালো। খেতেও বেশ। কাঁচাপেঁপের তরকারি কিংবা শুধুই পাকাপেঁপে খেতে মজা। তবে এই ফল কিছু ক্ষেত্রে ক্ষতিও করতে পারে।যেমন- গর্ভবতী নারীদের পেঁপে এব্যাগআনারস খেতে মানা করা হয়।গর্ভপাত: পেঁপে অত্যন্ত পুষ্টিকর হলেও এর বীজ ও শেকড় গর্ভপাত ঘটাতে পারে। কাঁচাপেঁপে জরায়ু সংকুচিত করে ফেলে। পাকাপেঁপেতে এই ঝুঁকি কিছুটা কম। তবে গর্ভবতী হলে পেঁপে এড়িয়ে চলাই ভালো।খাদ্যনালীতে বাধা: পুষ্টিকর বলে কোনকিছুই অতিরিক্ত খাওয়া উচিত নয়। পেঁপে অতিরিক্ত খেলে খাদ্যনালীর উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। দিনে এক কাপের বেশি পেঁপে খাওয়া উচিত নয়।রক্তে শর্করার পরিমাণ: পেঁপে রক্তে শর্করার পরিমাণ কমায়। তাই যারা রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের ওষুধ খান তাদের জন্য পেঁপে বিপজ্জনক হতে পারে।জন্মদোষ: পেঁপে পাতায় থাকা ''পাপাইন'' নামক উপাদান গর্ভের সন্তানের জন্য বিষাক্ত হতে পারে।অ্যালার্জি: কাঁচাপেঁপের বোটা থেকে বের হওয়া সাদা তরল চামড়ায় অ্যালার্জির সৃষ্টি করতে পারে।প্রজনন ক্ষমতা কমাতে পারে: পেঁপের বীজের নির্যাস পুরুষের শুক্রাণুর নড়াচড়ার ক্ষমতা কমার পেছনেও দায়ী হতে পারে পেঁপে।মায়ের পেঁপে খাওয়া ক্ষতিকর কি না তা নিশ্চিত নয়। তবে সাবধানের মার নেই, তাই গর্ভাবস্থায় এবং সন্তান জন্মের কয়েক মাস পর্যন্ত পেঁপে এড়িতে চলা উচিত।

রাতে বেলায় এড়িয়ে যান এইসব খাবার, নাহলেই চরম ক্ষতি

রাতে ভুলভাল খাবার খাওয়া কেবল ওজনই বাড়ায় না, অ্যাসিড রিফ্লাক্সেরও সমস্যা করে। পুষ্টিবিদরা বলেন, ঘুমানোর অন্তত তিন ঘণ্টা আগে রাতের খাবার খেয়ে নেওয়া প্রয়োজন। এতে ঘুম ভালো হয়, অ্যাসিডিটির সমস্যা থেকেও মুক্তি মেলে।কিছু খাবার রয়েছে, যেগুলো রাতে এড়িয়ে যাওয়ার পরামর্শই দেন বিশেষজ্ঞরা। রাতে খাওয়া ঠিক নয়, এমন কিছু খাবারের নাম জানিয়েছে স্বাস্থ্যবিষয়ক ওয়েবসাইট হেলথ জাইজেস্ট।১. চর্বিযুক্ত খাবাররাতে চর্বিযুক্ত খাবার খেলে অ্যাসিড ও সাইলেন্ট রিফ্লাক্সের সমস্যা হতে পারে। চর্বিজাতীয় খাবার পাকস্থলী ও ইসোফেগাসের মাঝের পেশিকে শিথিল করে ফেলে এবং পাকস্থলীকে বেশি অ্যাসিড তৈরি করায়। আর তাই এ ধরনের খাবার রাতে বাদ দেওয়ার পরামর্শই দেন বিশেষজ্ঞরা। ২. বাদামবাদাম খাওয়া এমনিতে স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। এর মধ্যে ভালো চর্বিও থাকে। তবে রাতে বাদাম খেলে পাকস্থলী বাজে ও ভালো চর্বির পার্থক্য ঠিক ঠাওর করতে পারে না। আর তাই অ্যাসিড তৈরি করে। ওয়ালনাট, কেসোনাট, চিনাবাদাম, ম্যাক্যাড্যামিয়াস ভালো চর্বি। তবে এগুলো রাতের জন্য ভালো কোনও স্ন্যাকস নয়।৩. চকলেটএর মধ্যেও চর্বি রয়েছে। আর এতে পাকস্থলী বেশি ডাইজেসটিভ অ্যাসিড উতপাদন করে। এ ছাড়া চকলেটের মধ্যে রয়েছে ক্যাফেইন। এতে ঘুমের ব্যাঘাতও ঘটতে পারে।৪.পনিরদুঃখের বিষয় হলেও সত্য যে পনিরে রয়েছে চর্বি। আর এটি অ্যাসিড রিফ্ল্যাক্সের সমস্যা তৈরি করে। তাই রাতের বেলা এটি না খাওয়ার পরামর্শই দেন বিশেষজ্ঞরা।৫. কফিকফির মধ্যে ক্যাফেইন রয়েছে। এতে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে। এ কারণে এটি রাতে পানের জন্য কোন ভালো পানীয় নয়। এটি এড়িয়ে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।দুধ পান করা অবশ্যই ভালো, তবে সেটা করুন সঠিক সময়েদুধ পুষ্টিগুণে ভরপুর। ভারসাম্যপূর্ণ খাবারের তালিকায় এটি বহু বছর ধরে যোগ হয়ে আসছে।দুধে রয়েছে প্রোটিন, ভিটামিন এ, বি১, বি২, বি১২, ডি ও পটাশিয়াম। এ ছাড়া এতে রয়েছে ক্যালসিয়াম। এটি হাড়কে সুরক্ষিত রাখতে জরুরি।আসলে পুষ্টি পেতে প্রতিদিনই দুধ পান ভালো। তবে দুধ খাওয়ার সঠিক সময় নিয়ে অনেকের মধ্যে বিভ্রান্তি রয়েছে। অনেকের মতে, প্রয়োজন অনুসারে যে কোনও সময় দুধ পান করা যায়। আবার অনেকে বলেন, দুধ পানের সঠিক সময় হল বিকেল বা রাত। এ-সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে এনডিটিভি।আয়ুর্বেদ শাস্ত্রমতে, সকালে দুধ পান না করাই ভালো। কারণ, এটি সকালে খেলে হজমের জন্য একটু ভারী বা কঠিন হয়ে যায়। পাশাপাশি এটি ব্যক্তিকে অবসন্ন করে তোলে। এই শাস্ত্রমতে, দুধ বিকেল বা রাতে খাওয়াই উত্তম। এতে হজমের সমস্যা কম হয়। আর ট্রিপটোফিন নামের উপাদান থাকার কারণে এটি ঘুম ভালো করতেও সাহায্য করে। এ ছাড়া ব্যায়ামের পর দুধ খাওয়া ভালো।তবে যাদের ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স বা দুধে অ্যালার্জি রয়েছে, তাদের দুধ খাওয়া সম্পূর্ণ এড়িয়ে যাওয়া ঠিক বলে পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা।আসলে প্রয়োজন অনুযায়ী দিনের যেকোনও সময়ই দুধ পান করা যায়। তবে কিছু সমস্যা এড়ানোর জন্য বিকেল বা রাতের দিকেই দুধ পানের পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা।

অন্ধকারের ভয়

রাতের পৃথিবী কতই না সুন্দর। নিস্তব্দ রাতে ছাদে গিয়ে খোলা হাওয়া গায়ে মেখে চাঁদের আলোয় স্নান করার অভিজ্ঞতা যাদের রয়েছে, তারা সত্যিই বড় ভাগ্যবান।

রাত শান্তির। সারাদিনের ব্যস্ততার পর ক্লান্ত শরীর বিছানায় এলিয়ে দিয়ে শান্তির ঘুমে ঢলে পড়েন সবাই। রাতের পৃথিবীতে কবিরা কবিতার ঝাঁপি খুলে বসলেও, এমনও অনেকেরয়েছেন যারা কোনোরকমে যারা কোনোরকমে রাতটা পার করে দিতে চান। রাতের নিস্তব্ধ পরিবেশ যেন তাদের চারপাশ থেকে আঁকড়ে ধরে।

একলোফোবিয়া বা অন্ধকারের ভয় রোগটি যাদের রয়েছে তারা রাতের অন্ধকারকে মোটেও সহ্য করতে পারেন না যেকোনো ধরনের অন্ধকার পরিবেশ তাদের মনে ভয়ের উন্মেষ ঘটায়। তবে একলোফোবিয়া ব্যক্তির জীবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। সাধারণ নারী ও শিশুদের মধ্যে এ সমস্যাটি বেশি দেখা দেয়। একলোফোবিয়া ধারণ করে বেঁচে থাকা বা স্বাভাবিক জীবনযাপন করা কঠিন। কারণ অন্ধকার পরিবেশে ব্যক্তি বিভিন্ন বস্তুর ছায়াচিত্র দেখে ভয় পান। সামান্য শব্দ বা আলোর প্রতিফলন তাদের মনে বিশাল ভয় সৃষ্টি করে। এসব কারণে একলোফোবিয়া নানারকম দুশ্চিন্তা ও মানসিক অবসাদের সৃষ্টি করে।

কারণ

একলোফোবিয়ার জন্ম ও বিকাশ মানুষের অবচেতন মনে। মানুষ অবচেতন মনেই নিজেকে রক্ষা করার জন্য অতিরিক্ত আত্মকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে। অতীতে অন্ধকারে কোনো দুর্ঘটনা, ভয়ের সিনেমা দেখা বা অলৌকিক কোনো গল্প শোনা ইত্যাদির কারণে ভয় সৃস্টি হতে পারে।

বাস্তব জীবনে অন্ধকার পরিবেশকে এড়িয়ে চলা সম্ভব নয়। বরং যত ভয় পাবেন ভয় ততই বাড়বে। তবে একলোফোবিয়া বিভিন্ন রূপে ধরা দেয়। অনেকের ক্ষেত্রে সব বাজে অভিজ্ঞতা কাকতালীয়ভাবে অন্ধকারেই ঘটতে পারে। এ কারণে তার রাতের প্রতি বা আলো নেই এমন জায়গার প্রতি ভয় সৃস্টি হতে পারে।

লক্ষ্মণ

যাদের একলোফোবিয়া রয়েছে তারা আলো ব্যতীত কোনো স্থানে থাকতে পছন্দ করেন না। এমনকি রাতেঘুমানোর সময়ওআলো জ্বালিয়ে ঘুমাতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। অন্ধকার পরিবেশে থাকলেও তাদের ইন্দ্রিয় খুব সজাগ থাকে। সামান্য শব্দতেও তারা আঁতকে ওঠেন। এসময় তাদের হৃদস্পন্দন বেড়ে যায়, ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস নিতে থাকেন, ঘাম ও বমি বমি ভাব হয়। তবে এসব লক্ষ্মণ তাদের ভয়ের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে।

সমাধান

অন্ধকারের ভয় বা একলোফোবিয়া রোগটি আক্রান্ত ব্যক্তি ও তার চারপাশের মানুষের জীবনের উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে। অবিশ্বাস্য হলেও এটি ক্যারিয়ার ও স্বাস্থ্যের উপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। তাই ভয়ের চাদরে নিজেকে আড়াল করে জীবনকে কখনোই সুন্দরভাবে উপভোগ করা যায় না। এজন্য ভয়ের অদৃশ্য বেড়াজাল কাটিয়ে উঠুন।

আপনি জানেন, আপনি অন্ধকারকে ভয় পান। ব্যাপারটিকে হঠাৎ করে পাল্টে নেওয়া সম্ভব নয়। হঠাৎ একদিনের চেষ্টাতেই এটি দর হবে না। ধীরে ধীরে মনের ভয়গুলোকে কাটাতে চেষ্টা করুন। সন্ধ্যে হলেই ঘরের সব বাতি জ্বালাতে এক মুর্হূতও দেরি করেন না আপনি। একবার ভাবুন তো, ভয় আপনার মনে, এক্ষেত্রে শুধু ঘরেরড় বাতি জ্বালাতেই কি ভয় কেটে যাবে। কখনোই না, বরং জ্বালাতে হবে মনের প্রদীপ। যার আলোতে মনের অন্ধকার ঘরটি আলোতে ভরে উঠবে।

রাতকে উপভোগের দৃস্টিতে দেখুন। রাতে খাবার টেবিলে জলে ফুল ও ফ্লোটিং মোমবাতি রাখতে পারেন। দেখুন ঘরটি কী সুন্দর লাগছে। এটা সবসময় করার প্রয়োজন নেই, মাঝে মাঝে করুন।

রাতের অন্ধকারে ঘরে যদি কোনোকিছুর ছায়া দেখে আঁতকে ওঠেন, তাহলে আজ থেকে আর উল্টো দিকে দৌড় দেবেন না।

অপানিতো জানেন, আপনার ঘরে হিংস্র কোনো প্রাণী নেই। তাই ভয় পেলে আলো জ্বালিয়ে দেখুন, যা দেখে আপনি ভয় পেয়েছেন, সেটি আসলে কী!

এছাড়াও সেল্ফ মোটিভেশন পদ্ধতি কাজে লাগাতে পারেন। ঘরের শান্ত পরিবেশে বিছানায় গা এলিয়ে দিন। বাতাসে সুগন্ধি ব্যবহার করে এবার চোখ বন্ধ করুন। ভাবুন, আপনি একটি অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করেছেন। আপনার হাতে একটি জ্বলন্ত মোমবাতি। আপনি যাবার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে রাখা সব মোমবাতি জ্বালাতে জ্বালাতে যাচ্ছেন। ধীরে ধীরে পুরো ঘরটাই আলোয় ভরে উঠলো।

অন্ধকারকে নেতিবাচক হিসেবে না নিয়ে ইতিবাচক ভঙ্গিতে দেখুন। মনযোগ, অনুভূতি ও শান্তির আশ্রয়স্থল হিসেবে দেখুন। মাঝে মাঝে পরিবারের সবার সঙ্গে চাঁদ দেখতে ছাদে বা বাইরে যান।

জানালার পাশে বসে দেখতে পারেন রাতের পৃথিবী। এসময় না হয় পাশে কাউকে রাখুন। ভাবুন, সারাদিন ব্যস্ততার পর সবাই শান্তি পেতেই রাতের জন্য অপেক্ষা করে। তাহলে কেন ভয় পাবেন আপনি।

শুক্রবার আগরতলায় জাতীয় ভোক্তা দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত ক্যুইজ কম্পিটিশনের উদ্বোধন করেন খাদ্যমন্ত্রী মনোজ কান্তি দেবরায়। নিজস্ব ছবি।

উনি দেশের কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না
প্রধানমন্ত্রীকে কটাক্ষ সূর্যকান্ত মিশ্রর

কলকাতা, ২৭ ডিসেম্বর (হি.স): উনি শুধু সূর্য গ্রহণ দেখতে পাননি তাই নয়। উনি দেশের কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। শুক্রবার বাম-কংগ্রেসের মিছিল শেষে একথা বলেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র।

মহাজাতি সদনে মিছিল শেষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সূর্যকান্ত মিশ্র সরাসরি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আক্রমণ করেন। বলেন, দেশের সাধারণ মানুষের আর্থিক পরিস্থিতি থেকে দেশের আর্থিক পরিস্থিতি কিছুই উনি দেখতে পাচ্ছেন না। দেশ জুড়ে নতুন নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন ও দেশ জুড়ে জাতীয় নাগরিকপঞ্জির বিরুদ্ধে আগুন জ্বলছে। এরপরই সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর নাম করে বলেন, গ্রহণ সূর্যে শুধু লেগেছে তা নয় , গ্রহণ লেগেছে বিজেপিতেও।

অন্যদিকে এদিন কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ প্রদীপ ভট্টাচার্য ফের একবার নতুন নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন ও দেশজুড়ে জাতীয় নাগরিকপঞ্জির বিরুদ্ধে সরব হন। বলেন, দেশ তথা রাজ্য এই আইনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে কংগ্রেস। আগামী দিনে যদি এর বিরুদ্ধে আরও কঠোর ভাবে রুখে দাঁড়াতে হয়, তবে তা পারবে শুধু বাম-কংগ্রেস।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সোমেন মিত্র বলেন,'কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দেশের মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন। কেন তিনি পদত্যাগ করবেন না ? কেনই বা তাঁকে ইমপিচ করা হবে না ?' বাম পরিষদীয় দলনেতা সুজন চক্রবর্তীর বক্তব্য, 'আমরা আগে পৃথক মিছিল করেছি। কংগ্রেসও তাদের মতো করে পথে নেমেছে। আজ একসঙ্গে মিছিল হল।'

নতুন নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে তাঁর প্রথম মিছিলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নাম না করে আহ্বান জানিয়েছিলেন বাম-কংগ্রেসকেও। কিন্তু তারা সেই ডাকে সাড়া দেয়নি। একই ইস্যুতে শুক্রবার বিজেপির বিরুদ্ধে যৌথ ভাবে পথে নামল কংগ্রেস এবং বামফ্রন্ট। নতুন সংশোধনী নাগরিকত্ব আইন ও দেশজুড়ে জাতীয় নাগরিক পঞ্জির বিরুদ্ধে এই প্রথম কলকাতার রাস্তায় প্রতিবাদে হাঁটল দুই দল।

এদিন দুপুর আড়াইট নাগাদ সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে মিছিল শুরু হয়। চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ ধরে মিছিল এগিয়ে চলে। মিছিলে ছিলেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু, সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র, বাম পরিষদীয় দলের নেতা সুজন চক্রবর্তী, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সোমেন মিত্র, কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ প্রদীপ ভট্টাচার্য সহ নেতা কর্মীরা। শেষ হয় মহাজাতি সদনে। ৮ জানুয়ারি দেশ জুড়ে শিল্প ধর্মঘটের ডাক ইতোমধ্যে দিয়েছে বাম শ্রমিক সংগঠন গুলি। যাতে সমর্থন করেছে কংগ্রেসও। এদিনের মিছিলের মাধ্যমে ধর্মঘটের সমর্থনে প্রচার চালান বাম-কংগ্রেস নেতৃত্ব।

দীর্ঘমেয়াদে একসঙ্গে আন্দোলন করার নীতি চূড়ান্ত করার পর এই প্রথম কোনও ইস্যুতে কলকাতায় বিজেপির বিরুদ্ধে যৌথ মিছিল করছে বাম-কংগ্রেস। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূলের পাঁচটি মিছিল ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে। অরাজনৈতিক ব্যানারে ছাত্র এবং বিভিন্ন সংগঠনের মিছিল হয়েছে। কিন্তু সংশোধনী নাগরিকত্ব আইন ও দেশজুড়ে জাতীয় নাগরিক পঞ্জির প্রতিবাদে শহরে বাম-কংগ্রেসের যৌথ মিছিল কলকাতায় এই প্রথম।

নাইজারে সুরক্ষা বাহিনীর কনভয়ে সন্ত্রাসী হামলা, মৃত্যু ১৪ জন জওয়ানের

নিয়ামে (নাইজার), ২৭ ডিসেম্বর (হি.স.): সন্ত্রাসবাদী হামলায় রক্তাক্ত হল পশ্চিম আফ্রিকার দেশ নাইজার। সুরক্ষা বাহিনীর কনভয়ে সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদীদের হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন ১৪ জন জওয়ান। সুরক্ষা বাহিনীর প্রত্যাঘাতে খতম হয়েছে বেশ কয়েকজন সন্ত্রাসবাদী। নাইজার-এর অভ্যন্তরীণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, গত বুধবার নাইজার-এর দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সানাম শহরে ভোটার রেজিস্ট্রেশন অফিস অভিমুখে যাচ্ছিলেন সুরক্ষা বাহিনীর জওয়ানরা।

সেই সময় সুরক্ষা বাহিনীর কনভয়ে হামলা চালায় সন্ত্রাসবাদীরা। সন্ত্রাসী হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন ১৪ জন জওয়ান। পাল্টা প্রত্যাঘাতে খতম হয়েছে বেশ কয়েকজন সন্ত্রাসবাদী। অভ্যন্তরীণ মন্ত্রী মহম্মদ বাজাউম জানিয়েছেন, সন্ত্রাসী হামলার পর থেকেই নিখোঁজ একজন জওয়ান। নিহত জওয়ানদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা ব্যক্ত করেছেন অভ্যন্তরীণ মন্ত্রী।

কাজাকাস্তানে ভেঙে পড়ল যাত্রীবাহী বিমান, মৃত্যু ৭ জনের

নূর-সুলতান (কাজাকাস্তান), ২৭ ডিসেম্বর (হি.স.): মধ্য এশিয়ার দেশ কাজাকাস্তানে ভেঙে পড়ল যাত্রীবাহী একটি বিমান। বিমান মাটিতে আছড়ে পড়ায় মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে ৭ জন যাত্রীর। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বিমানটিতে মোট ১০০ জন যাত্রী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ৯৫ জন যাত্রী এবং ৫ জন ক্রু মেম্বার। শুক্রবার কাজাকাস্তানের আলমাটি শহরের কাছে ভেঙে পড়ে যাত্রীবাহী একটি বিশালাকার বিমান। কাজাকাস্তানের রাজধানী নূর-সুলতান অভিমুখে যাচ্ছিল বিমানটি। অবতরণের সময় নিয়ন্ত্রণ হারানোর ফলে কংক্রিটের দেওয়ালে ধাক্কা মারে বিমানটি। বিমান দুর্ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

শক্তিশালী ভূমিকম্পে কাঁপল রাশিয়া

কম্পাঙ্ক ৫.৪

মস্কো, ২৭ ডিসেম্বর (হি.স.): শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল রাশিয়া। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৫.৪। ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত বেশি থাকা সত্বেও ক্ষয়ক্ষতি অথবা হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জিওলজিক্যাল সার্ভে (ইউএসজিএস) জানিয়েছে, স্থানীয় সময় অনুযায়ী বৃহস্পতিবার বিকেলে ৫.১৩ মিনিট নাগাদ জোরালো ভূকম্পন অনুভূত হয় রাশিয়ায়। ইউএসজিএস আরও জানিয়েছে, ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল রাশিয়ার পালানা শহর থেকে ৭৪ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে, ভূগর্ভের মাত্র ১৪ কিলোমিটার গভীরে। শক্তিশালী ভূমিকম্প সত্বেও ক্ষয়ক্ষতি অথবা হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি। তবে, ভূকম্পন টের পাওয়া মাত্রই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন কম্পন অনুভূত অঞ্চলের মানুষজন। অনেকেই ঘর-বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ান।

ঝাড়গ্রামে জমি থেকে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য

ঝাড়গ্রাম, ২৭ ডিসেম্বর (হি. স.) : ঝাড় গ্রামে সাঁকরাইল থানার লাউদহ অঞ্চলের দহবাড় গ্রামে জমি থেকে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।তবে মৃত্যুর কারণ নিয়ে শুরু হয়েছে ধোঁয়াশা। আকাশ মেঘলা আর ঘন কুঁয়াশায় ঢেকে রয়ছে সারাদিন। আর ঘন কুঁয়াশার জন্য দৃশ্যমানতা না থাকায় রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে হাতির সামনে পড়ে প্রাণ হারালেন এক ব্যক্তি। এই ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁকরাইল ব্লকের ১০ নম্বর লাইদহ অঞ্চলের দহবাড় গ্রামে।

পুলিশ জানিয়েছে মৃত ব্যক্তির নাম স্বপন দাস (৪৫)। বাড়ি দহবাড় গ্রামে। যদিও বনদফতরের দাবি স্বপন বাবুকে হাতির আক্রমনে মৃত্যু হয়নি। পুলিশ সুত্রে জানা গিয়েছে মৃত ব্যক্তির শরীরে কোনও আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। তবে স্থানীয় বাসিন্দাদের অনুমান দহবাড়, লাইদহ এলাকায় হাতির দল রয়েছে। আর সেই হাতির আক্রনেই মৃত্যু হয়েছে স্বপন দাসের। বনদফতর সুত্রে জানা গিয়েছে বুধবার রাতে নয়াগ্রামের চাঁদাবিলার দিক থেকে সুবর্ণরেখা নদী পেরিয়ে প্রায় ৭০ থেকে ৭৫ টি হাতির একটি দল সাঁকরাইল ব্লকে ঢুকেছে। ওই দলটি লাউদহ, দহবাড় এলাকার জঙ্গলে রয়েছে। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার বিকেলে স্বপন বাবু লাউদহতে কোনও কাজের সুত্রে এসেছিলেন। পরে কাজ সেরে জমিনের রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফেরার সময় হাতির সামনে পড়ে মৃত্যু হয় তার। পরে ওই দিন রাতে স্বপন বাবুর পরিবারের লোকজনেরা চারিদিকে খোঁজাখুঁজি করেও তার খোঁজ পাইনি। পরের দিন সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা মাঠে গোরু নিয়ে যাওয়ার সময় তার মৃতদেহ দেখতে পান। এরপরেই বনদফতর ও সাঁকরাইল থানায় খবর দেওয়া হয়। খবর পাওয়ার পরেই পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঝাড়গ্রাম জেলা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়ে দেন। এবিষয়ে খড়্গপুর বন বিভাগের ডিএফও অরূপ মুখ্যোপাধ্যায় বলেন, 'কি ভাবে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে তা আমরা তা এখনেই বলা সম্ভব নয়। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পরেই মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে। যদি হাতির হানা মৃত্যু হয়ে থাকা তাহলে সরকারি নিয়ম অনুয়ায়ী মৃত ব্যক্তির পরিবার সরকারি সাহায্য পাবেন।' তবে স্বপন বাবুকে হাতিতে মেরেছে নাকি কোনও শারিরীক অসুস্থতার কারণে মৃত্যু হয়েছে তা ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পরেই সঠিক কারণ জানা যাবে। অন্যদিকে ঘন কুঁয়াশার মধ্যে দৃশ্যমানতা না থাকায় সাধারন মানুষজনেরা জমিতে গিয়ে একেবারে হাতির সামনে পড়ে যাচ্ছে। যার ফলে আশঙ্কা বাড়ছে দুর্ঘটনার। তবে হাতির গতিবিধির উপর বনকর্মীরা নজরদারি চালাচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।

ঠাণ্ডায় কাঁপছে উত্তর প্রদেশ, ২৭-২৮ ডিসেম্বর মেরঠ-হাপুরে বন্ধ সমস্ত স্কুল

লখনউ, ২৭ ডিসেম্বর (হি.স.): প্রবল ঠাণ্ডা ও শৈত্যপ্রবাহের জেরে নাজেহাল অবস্থা উত্তর প্রদেশের মানুষজনের। মাত্রাতিরিক্ত ঠাণ্ডার কারণে বাড়ি থেকে বেরোনোই মুশকিল হয়ে উঠেছে। শৈত্যপ্রবাহের কারণে উত্তর প্রদেশের মেরঠ এবং হাপুরে শনিবার পর্যন্ত সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন। প্রশাসন সূত্রের খবর, প্রবল ঠাণ্ডার কারণে ২৭ এবং ২৮ ডিসেম্বর হাপুর এবং মেরঠে বন্ধ থাকবে সমস্ত স্কুল। মেরঠের জেলাশাসক (ডিএম) অনিল ধিঙ্গরা এবং হাপুরের জেলাশাসক (ডিএম) অদিতি সিংয়ের নির্দেশিকার পরই সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা হয়েছে। শুধুমাত্র উত্তর প্রদেশ নয়, এই মুহূর্তে ঠাণ্ডায় কাঁপছে উত্তরাখণ্ড, হিমাচল প্রদেশ, দিল্লি, হরিয়ানা, পঞ্জাব, চণ্ডীগড়-সহ উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্য। শুক্রবার দিল্লির সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৪.২ ডিগ্রি সেলসিয়াসউ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ১৩.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসউ ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) জানিয়েছেন, শুক্রবার সকালে কুয়াশার চাদরে ঢাকা ছিল পশ্চিম উত্তর প্রদেশ, উত্তর রাজস্থান। কুয়াশাচ্ছন্ন ছিল জম্মু ও কাশ্মীর, উত্তর-পশ্চিম মধ্যপ্রদেশ, বিহার এবং পঞ্জাবের বিভিন্ন প্রান্ত।

কাজাখস্তানে বাড়ির উপর ভেঙে পড়ল যাত্রীবাহী বিমান, মৃত্যু ১০ জনের

নূর-সুলতান (কাজাকাস্তান), ২৭ ডিসেম্বর (হি.স.): মধ্য এশিয়ার দেশ কাজাখস্তানে দো-তলা বাড়ির উপর ভেঙে পড়ল যাত্রীবাহী একটি বিমান। বিমান ভেঙে পড়ায় মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে ১০ জন যাত্রীর। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বিমানটিতে মোট ১০০ জন ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ৯৫ জন যাত্রী এবং ৫ জন ক্রু মেম্বার। শুক্রবার সকালে কাজাখস্তানের আলমাটি বিমানবন্দরের কাছেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। টেক অফের সময়ই উচ্চতা হারানোর ফলে এই দুর্ঘটনা বলে প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে।

কাজাখ প্রশাসন সূত্রের খবর, বেক এয়ার সংস্থার বিমানটিতে মোট ৯৫ জন যাত্রী ছিলেন। পাইলট ও বিমানসেবিকা মিলিয়ে ছিলেন আরও পাঁচ জন। শুক্রবার সকাল ৭.২২ মিনিট নাগাদ কাজাখস্তানের শহর আলমাটি থেকে দেশের রাজধানী নূর-সুলতানের উদ্দেশে রওনা দেয় বিমানটি। আলমাটি পাহাড়ি এলাকা। বিমানবন্দরটাও পাহাড়ের উপরেই রয়েছে। শুক্রবার সকালে বিমানটি টেক অফের সময়ই কোনও ভাবে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন পাইলট। ফলে উচ্চতা হারিয়ে বিমানবন্দরের কাছেই একটি দো-তলা বাড়ির উপর ভেঙে পড়ে বিমানটি। বিমান দুর্ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

বিমানের ভিতরে অনেক যাত্রীই জীবীত অবস্থায় আটকে রয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে। যে দো-তলা বাড়ির উপরে ভেঙে পড়েছে বিমান, সেই বাড়ির ভিতরে কেউ ছিলেন কি না তা এখনও জানা যায়নি। বিমানের ধ্বংসাবশেষ সরিয়ে তবেই বাড়ির ভিতরে ঢোকা সম্ভব বলে জানিয়েছেন উদ্ধারকারী দলের সদস্যরা। কাজাখ প্রেসিডেন্ট কে জোমার্ট টোকায়েভ জানিয়েছেন, ''আইন অনুযায়ী দোষীদের কঠোর শাস্তি হবে।

দীর্ঘ ১৪৫ দিন পর স্বস্তি, কার্গিলে চালু মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা

কার্গিল, ২৭ ডিসেম্বর (হি.স.): বহু দিন পর অবশেষে স্বস্তিউ মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা চালু হল কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাদাখের কার্গিল জেলায়উ শুক্রবার দুপুর থেকেই কার্গিল জেলায় মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা চালু করে দেওয়া হয়েছেউ দীর্ঘ ১৪৫ দিন পর কার্গিলে ফিরল মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা।

অনুচ্ছেদ ৩৭০ রদের প্রাক-মুহূর্তে নিরাপত্তার কারণে জম্মু ও কাশ্মীর ও লাদাখে টেলিফোন ও সব রকমের ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিলউ জম্মু ও কাশ্মীরকে থেকে বেরিয়ে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে লাদাখ। দীর্ঘদিন ধরেই লাদাখের কার্গিল জেলায় বন্ধ ছিল মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবাউ অবশেষে শুক্রবার দুপুর থেকেই কার্গিলে চালু করা হয়েছে মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা। কার্গিলে ইন্টারনেট পরিষেবা চালু হলেও, কাশ্মীর উপত্যকায় এখনও চালু হয়নি মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা।

হিমাচলে গভীর খাদে পড়ল গাড়ি, আহত ৪ জন পর্যটক

শিমলা, ২৭ ডিসেম্বর (হি.স.): রাতের অন্ধকারে পাহাড়ি রাস্তায় গাড়ি চালানোর পরিণতি যে কতটা ভয়াবহ হতে পারে, আবারও তার প্রমাণ মিলল। বৃহস্পতিবার রাতে হিমাচল প্রদেশে পাহাড়ি রাস্তা থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ে গেল যাত্রীবোঝাই একটি গাড়ি। সৌভাগ্যবশত ভয়াবহ এই গাড়ি দুর্ঘটনায় প্রাণহানির কোনও খবর নেই। তবে, গুরুতর আহত হয়েছেন ৪ জন পর্যটক। এছাড়াও খোঁজ নেই একজন যাত্রীর। ২০০ মিটার নীচে খাদে পড়ে যাওয়ায় গাড়িটিও ভেঙে তছনছ হয়ে গিয়েছে। শুক্রবার সকাল পর্যন্ত নিখোঁজ যাত্রীর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি।

পুলিশ সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার রাতে মানালি-সোলাঙ রোডের উপর থেকে যাচ্ছিল একটি গাড়ি। গাড়ির যাত্রী প্রত্যেকেই পর্যটক। চালক নিয়ন্ত্রণ হারানোর কারণে ২০০ মিটার নীচে গভীর খাদে পড়ে যায় গাড়িটি। দুর্ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ বাহিনী। গুরুতর আহত অবস্থায় ৪ জন পর্যটককে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহত যাত্রীরা জানিয়েছেন তাঁদের সঙ্গে আরও একজন ছিলেন। কিন্তু, তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। শুক্রবার সকাল পর্যন্ত ওই যাত্রীর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। মামলা রুজু করে দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

হাইল্যান্ড পার্ক রাস্তা খারাপের জন্য মৃত্যু হয়নি, দায় এড়ালেন মেয়র

কলকাতা, ২৭ ডিসেম্বর (হি. স.): বৃহস্পতিবার গভীর রাতে বাঘাযতীনের হাইল্যান্ড পার্ক বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় প্রবীর দাস নামে এক যুবকের। রাস্তা খারাপ এর জন্যই বাইক দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ করেন মৃতের পরিবার। তবে এদিন মেয়র ফিরহাদ হাকিম সম্পূর্ণভাবেই সেই অভিযোগ উড়িয়ে দেন। ৩৫ বছর বয়সী প্রবীর দাস গতকাল রাতে তার এক বন্ধুকে আনন্দপুরের বাড়িতে পৌঁছে দিতে যাচ্ছিলেন। সেই বন্ধুকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে প্রবীরের নিজের বাড়ি ওয়ান বাই ওয়ান পণ্ডিতের রোডে বাড়িতে ফিরতে গিয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটে। জানা গিয়েছে ওই দিন রাতে হাইল্যান্ড পার্ক থেকে যাওয়ার সময় রাস্তায় গর্ত তে তার বাইকের চাকা পরে বাইকটি উল্টে যায়। সেই সময় বাইক থেকে পড়ে খোয়া ওঠা রাস্তায় বেরিয়ে থাকা এটে মাথায় আঘাত লাগে ওই ব্যক্তির। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তার। এই ঘটনার জেরে ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন এলাকাবাসী। তাদের অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে রাস্তা খারাপ থাকার কথা জানানো হলেও পুরসভার তরফ থেকে সেই রাস্তা কে মেরামত করে দেওয়া হয়নি। এমনকি মৃতের বাবা সুবল দাস জানান, 'বহুবার রাস্তা মেরামতের আবেদন জানানো হয়েছে পুরসভাকে কিন্তু তা সত্ত্বেও রাস্তা সাজানো হয়নি। খারাপ রাস্তার কারণে মৃত্যু হয়েছে ছেলের'। তবে এই অভিযোগ পুরোপুরি উড়িয়ে দিয়েছেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। তিনি জানান, 'কোথাও কোনো রাস্তা খারাপের খবর এলে সঙ্গে সঙ্গে সেই রাস্তা মেরামত করে দেওয়া হয় কর্পোরেশনের তরফে। এমনকি আগামী দিনেও এরকম খবর এলে কর্পোরেশনের তরফ থেকে সেই রাস্তা দ্রুত মেরামত করে দেওয়া হবে। কিন্তু রাস্তা খারাপের জন্য বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে বলে কোন খবর নেই আমার কাছে'। পাশাপাশি পুলিশ জানিয়েছে, বেপরোয়াভাবে বাইক চালানোর কারণেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিল প্রবীর দাসের বাইক। তাই গর্তে গাড়ির চাকা পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে তার। খবর পেয়ে স্থানীয় পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তার দেহ এখন ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে।

শনি-রবিবার তুষারপাত হতে পারে দার্জিলিংয়ে

দার্জিলিং,২৭ ডিসেম্বর (হি.স) : শনি-রবিবার তুষারপাত হতে পারে দার্জিলিংয়ে। আবহাওয়া দফতর জানাচ্ছে, পরিস্থিতি অনুকূল। ইতিমধ্যেই শিলা বৃষ্টি শুরু হয়েছে দার্জিলিংয়ে। তাপমাত্রা নেমে গিয়েছে এক ডিগ্রির কাছাকাছি। আবহাওয়া দফতর থেকে আগেই জানানো হয়েছিল, উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলায় হালকা বৃষ্টি ও সেইসঙ্গে তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে । সেই সম্ভাবনা সত্যি প্রমাণিত হল আজ শুক্রবার। সকাল থেকে একদিকে যেমন সিকিমের লাচেনে একনাগাড়ে তুষারপাত হয়ে চলেছে । ঠিক তেমনই শিলিগুড়িতে একাধিক জায়গায় সকাল থেকে শিলাবৃষ্টি হয়েছে। সব মিলিয়ে ঠান্ডার চাদরে মুড়েছে জনজীবন । প্রবল ঠান্ডায় বিপর্যস্ত বাসিন্দারা। সুনসান হয়ে গিয়েছে শিলিগুড়ির রাস্তাঘাট। পাহাড়েও শীতের প্রকোপ বেড়েছে।

শুক্রবার সকাল থেকেই আচমকা শিলাবৃষ্টি শুরু হয় দার্জিলিং, শিলিগুড়িতে। শহরের বিভিন্ন এলাকায় শিলাবৃষ্টির খবর মিলেছে। হাকিম পাড়া সুভাষপল্লি ইস্টার্ন বাইপাস সহ বেশ কিছু এলাকায় শিল কুড়োতেও দেখা গিয়েছে ছোটোদের। শিলিগুড়িতে শুক্রবারের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নেমেছে ৬.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সকালে বৃষ্টি ছিল না। মেঘলা আকাশ ছিল। বেলা বাড়তেই ঝেঁপে বৃষ্টি শুরু হয়। তার কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হয় শিলাবৃষ্টি। রীতিমত বড় বড় শিল পড়ছে সেখানে। কয়েকজনকে রাস্তায় পড়ে থাকা শিল দিয়ে বরফ মানুষ বানানোর চেষ্টা করতেও দেখা গেছে। তাপমাত্রার পারদ দ্রুত কমছে। এদিকে তুষারপাত শুরু হয়েছে সিকিমের লাচেনে। যেসব পর্যটকেরা সেখানে রয়েছেন, তারা জানিয়েছেন প্রবল ঠান্ডা আর তুষারপাতের ফলে গোটা এলাকা সাদা হয়ে গেছে। শীতকে জমিয়ে উপভোগ করছেন তাঁরা। আজ দিনভর উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। জলপাইগুড়ির তাপমাত্রা ৮.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, কালিম্পঙের তাপমাত্রা ৪.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, দার্জিলিং ১.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, কোচবিহার ও মালদহের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে ৮.৪ ও ১১.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বালুরঘাটের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। পাশাপাশি উত্তর ভারতের রাজ্যগুলোতে চলছে শৈত্যপ্রবাহ। অরুণাচল, শ্রীনগর , চম্বা, বদ্রিনাথের রাস্তা পুরোপুরি বরফে ঢেকে গেছে বলে খবর।

দিঘার সমুদ্রে ট্রলারডুবি, নিখোঁজ এক

কাঁথি, ২৭ ডিসেম্বর (হি. স.) : দিঘার সমুদ্রে ট্রলারডুবি। শুক্রবার সকালে মাছ ধরে কৃপাময়ী ৪ নামে ওই ট্রলারটি করে দিঘা মোহনার দিকে ফিরছিলেন এগারোজন মৎস্যজীবী। কিছুটা পথ যাওয়ার পরই বোল্ডারে ধাক্কা লেগে উলটে যায় ট্রলারটি। দশজন মৎস্যজীবী সাঁতরে পাড়ে উঠতে পারেন। তবে একজন এখনও নিখোঁজ। তাঁর খোঁজে চলছে জোর তল্লাশি। বেশ কয়েকদিন ধরে হরিপদ মাঝির মালিকাধীন কৃপাময়ী ৪ নামে ট্রলারে করে মাছ ধরে বেড়াচ্ছিলেন এগারোজন মৎস্যজীবী। সমুদ্রে মাঝ ধরার পর শুক্রবার দিঘা মোহনা থেকে নন্দীগ্রাম ফিরছিলেন সকলেই। উল্লেখ্য, বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণাবর্তের জেরে আপাতত মৎস্যজীবীদের মাঝসমুদ্রে যাতায়াতের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। তাই তড়িঘড়ি দিঘা মোহনা থেকে ফিরে আসার চেষ্টা করছিলেন ওই মৎস্যজীবীরা। মাঝপথে আচমকাই বিপত্তি। একটি ক্যানালের কাছে বোল্ডারে ধাক্কা লাগে ট্রলারটির। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মাঝসমুদ্রে উলটে যায় কৃপাময়ী ৪। এগারোজন মৎস্যজীবীই সমুদ্রে তলিয়ে যান। তবে সাঁতরে কোনওক্রমে পাড়ে চলে আসেন ১০জন। এই ঘটনার পর থেকে এখনও একজন মৎস্যজীবী নিখোঁজ। উদ্ধারকারী দল তাঁর খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে।

শুক্রবার আগরতলায় সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন এসএফআই রাজ্য সম্পাদক সন্দীপন দেব। নিজস্ব ছবি।

‘শান্তিনিকেতন’ নামে স্বাধীন এলাকার স্বীকৃতি নিয়ে থাকতে চায় বিশ্বভারতী।

শান্তিনিকেতন, ২৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : ‘শান্তিনিকেতন’ নামে স্বাধীন এলাকার স্বীকৃতি নিয়ে থাকতে চায় বিশ্বভারতী। এই নিয়ে রাজ্য সরকারের কাছে দরবার ও করেছে তারা কিন্তু তা ফলপ্রসূ হবার বদলে উল্টে বিশ্বভারতী এলাকাকে পুর এলাকায় ঢুকিয়ে নেওয়া হয়েছে নতুন নোটিফিকেশন। অথচ বিশ্বভারতীকে কিছু জানানো হয়নি। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ কড়া চিঠি দিল জেলা প্রসাসনকে। পাশাপাশি রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে এব্যাপারে জানানো হয়েছে আপত্তি।

নতুন বছরেই রাজ্য জুড়ে পুর ভোট। তার আগে এলাকা পুনির্বিন্যাস এর কাজ চলছে রাজ্যের বিভিন্ন পুর সভায়। এই মর্মে গত ১৬ ডিসেম্বর আরব্যান ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট একটি এলাকা পুনির্বিন্যাসের খসড়া নোটিফিকেশন করে।সেই মত বোলপুর ও সিউড়ি পুর এলাকার সীমানা পুনর্বিন্যাস এর ম্যাপ ওই দিনই প্রকাশিত হয়। তাতে বিশ্বভারতীর বিভিন্ন জায়গাকে খামচে খামচে ঢোকানো হয়েছে বোলপুর পৌরসভার মধ্যে।এমন কি কোন বিলম্ব না করে বীরভূমের জেলা শাসক ওই পুনর্বিন্যাস এলাকা নোটিফাই করে দেয়। ২৩ ডিসেম্বর ওই খসড়া নিয়ে যাবতীয় আপত্তি অনুযোগ জানাবার শেষদিন ও ঘোষনা করা হয়। বিশ্বভারতী এক আধিকারিক জানান, ’আমাদের সম্পুর্ণ অন্ধকারে রেখে বিশ্বভারতীর একাধিক এলাকা কে বোলপুর পুর ওয়ার্ডের অধীনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেই নোটিশ আমাদেরই এক কর্মী শান্তিনিকেতনে চায়ের দোকানে দেখতে পেয়ে বিশ্বভারতী কে খবর দেয়।’

বিশ্বভারতী সূত্রে জানা গেছে, খসড়ার তীব্র আপত্তি জানিয়েছে বিশ্বভারতীও। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, বিশ্বভারতীর তরফে আপত্তিতে জানানো হয়েছে যে বিশ্বভারতী দীর্ঘদিন ধরেই কোনো পঞ্চায়েত বা পৌরসভার অধীনে থাকতে চায় না বলে যে আবেদন জানিয়ে আসছে। তার প্রেক্ষিতে মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে একটি অ্যাপেক্স কমিটি কাজও করছে। কিন্তু এই নতুন খসড়ায় বিশ্বভারতীর বেশ কিছু অংশকে বোলপুর পৌরসভার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বীরভূমের জেলাশাসক কে লেখা বিশ্বভারতীর আপত্তি চিঠিতে “বিশ্বভারতীর দুরদর্শন কেন্দ্র লাগোয়া দক্ষিণ পল্লী এলাকা কে ৩ নং ওয়ার্ডের মধ্যে ঢোকানো হয়েছে। চত্বরকে ২০ নং ওয়ার্ডে আবার অরশ্রী মার্কেট, আনন্দ সদন, বিশ্বভারতী ক্যাম্পাসের এন সি সি অফিসের লাগোয়া অংশকে ২১ নং ওয়ার্ডের সাথে যুক্ত করা হয়েছে। খামচে খামচে নেওয়া হয়েছে বিশ্বভারতী ক্যাম্পাসের ১০ টির বেশি অংশ কে শুধু তাই-ই নয় এব্যাপারে বোলপুর পৌরসভা বা জেলা প্রশাসন কেউ লিখিত বা মৌখিক কোনোভাবেই কিছু জানায় নি বিশ্বভারতীকে।”

চিঠিতে এই খসড়ায় একাধিক অসঙ্গতি রয়েছে বলে বিশ্বভারতী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। উদাহরণ দিয়ে বিশ্বভারতী দেখিয়েছে, বিশ্বভারতীর ইন্দিরা গান্ধী সেন্টার, দুরদরশন কেন্দ্র লাগোয়া অঞ্চল কে বিশ্বভারতী এলাকা হিসাবে না দেখিয়ে সম্পূর্ন উল্টো দিকে ৬ কিমি দুরের রায়পুর সুপুর পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যে বলে খসড়া উল্লেখ করা হয়েছে। যা নিয়ে তীব্র আপত্তি তুলেছে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ।

চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে ১১ বছর আগে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, নগর উন্নয়ন বিভাগ, রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে দৃষ্টি আকর্ষণ করে আবেদন করা হয়, ৪.৫ বর্গ কিলোমিটার এই বিশাল ক্যাম্পাসে সব মিলিয়ে ৭০০০ বেশি মানুষের বসবাস। বিশ্বভারতী এবং আশেপাশের অঞ্চলগুলিতে জনসংখ্যার চিত্র, জীবিকা, শারীরিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে আলাদা চরিত্র রয়েছে। তাই এই অঞ্চলের জন্য ‘শান্তিনিকেতন’ নামে। আমরা সাম্প্রতিক অতীতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের চেম্বারে শুনানিতে অংশ নিয়েছি। মুখ্যসচিবের সভাপতিত্বে শান্তিনিকেতনের অ্যাপেক্স উপদেষ্টা কমিটিতে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

আমরা আমাদের মতে ধারাবাহিকভাবেই রইলাম যে বিশ্বভারতী ক্যাম্পাসের কিছু অংশকে কোনও স্থানীয় সংস্থায় বিচ্ছিন্ন ভাবে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত নয়। এতে ক্যাম্পাসের যে নিরাপত্তা তা বিঘ্নিত হবে।

যদিও বীরভূমের অতিরিক্ত জেলাশাসক (উন্নয়ন) সুশান্ত বেজ জানিয়েছেন, “দুই পৌরসভার পাঠানো খসড়া নিয়ে সমস্ত রাজনৈতিক দলের আপত্তি ও আলোচনা শোনা হয়েছে। বিশ্বভারতীর বিষয়টিও রাজ্যের সাথে আলোচনা করা হবে।ওনারা যে আপত্তি জানিয়েছে তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সবদিক বিবেচনা করেই খসড়া চূড়ান্ত করা হবে।

এই নিয়ে বিশ্বভারতী জনসংযোগ আধিকারিক অনির্বাণ সরকার বলেন, ’বিশ্বভারতী প্রথম থেকেই পৌর এলাকায় আসার বিরোধী। কিন্তু আমাদের কে সম্পূর্ন অন্ধকারে রেখে যে ভাবে টুকরো টুকরো করে বিভিন্ন এলাকা নিয়ে নেওয়া হয়েছে তা নিয়ে জেলা শাসকের কাছে লিখিত আপত্তি জানিয়েছে বিশ্বভারতী।’

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

আজ, যৌথ ভাবে পথে কংগ্রেস এবং বামফ্রন্ট

কলকাতা,২৭ ডিসেম্বর (হি.স): আজ শুক্রবার বিজেপির বিরুদ্ধে যৌথভাবে পথে নামল কংগ্রেস এবং বামফ্রন্ট। বেলা আড়াইটায় সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে মিছিল শুরু হয়। শেষ হয় মহাজাতি সদনের সামনে। কংগ্রেস এবং বামফ্রন্টের সব সিনিয়র নেতাদের মিছিলের অগ্রভাগে যায়। মিছিলে ছিলেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু, সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র, বিধায়ক সুজন চক্রবর্তী প্রমুখ। কংগ্রেসের পক্ষ্যে মিছিলে ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সোমেন মিত্র, শুভঙ্কর চক্রবর্তীরা। মিছিল শেষে তাঁরা মহাজটি সদনের সামনে বক্তব্য রাখেন। এর আগে নাগরিকত্ব আইন ইস্যুতে বাম এবং কংগ্রেস কলকাতা শহরের বুকে আলাদা মিছিল করেছে। কিন্তু আজ তাদের যৌথ মিছিল শহরের বুকে এক অন্য মাত্র দেয়। ঠান্ডার সঙ্গে বৃষ্টির ভ্রূকুটি আছে অবশ্য। তবে এটি যেহেতু নাগরিকদের ইস্যু, তাই কর্মী সমর্থকরা বৃষ্টি উপেক্ষা করেও মিছিলে যোগ দেন। দীর্ঘমেয়াদে একসঙ্গে আন্দোলন করার নীতি চূড়ান্ত করার পর এই প্রথম কোনও ইস্যুতে কলকাতায় বিজেপির বিরুদ্ধে যৌথ মিছিল করল বাম-কংগ্রেস।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সোমেন মিত্র বিধানভবনের সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, ‘কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দেশের মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন। কেন তিনি পদত্যাগ করবেন না ? কেনই বা তাঁকে ইমপিচ করা হবে না ?’ বাম পরিষদীয় দলনেতা সুজন চক্রবর্তীর বক্তব্য, ‘আমরা আগে পৃথক মিছিল করেছি। কংগ্রেসও তাদের মতো করে পথে নেমেছে। আজ একসঙ্গে মিছিল হল।’ ওই একই ইস্যুতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূলের পাঁচটি মিছিল ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছে। অরাজনৈতিক ব্যানারে ছাত্র এবং বিভিন্ন সংগঠনের মিছিল হয়েছে।

শিলচরে রাজ্যস্তরীয় গ্রাম সুরক্ষা বাহিনীর কেন্দ্রীয় সমাবেশ ২৮ ও ২৯ জানুয়ারি, থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী

শিলচর, ২৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : আগামীকাল ২৮ এবং ২৯ জানুয়ারি শিলচরের পুলিশ প্যারেড গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত হবে রাজ্যস্তরীয় গ্রাম সুরক্ষা বাহিনীর দুদিবসীয় কেন্দ্রীয় সমাবেশ। সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল। এছাড়া অনুষ্ঠানে রাজ্যের বিভিন্ন দফতরের মন্ত্রী, বরাক উপত্যকার দুই সাংসদ, বিধায়কগণও অংশ নেবেন বলে সরকারিভাবে জানানো হয়েছে। আজ শুক্রবার শিলচরে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের সভা কক্ষে এসপি মানবেন্দ্র দেবরায়ের পৌরোহিত্যে এক প্রস্তুতিসভার আয়োজন করা হয়ন কাছাড়ের প্রাক্তন অতিরিক্ত জেলাশাসক বিসি নাথ, মুখ্যমন্ত্রীর ওএসডি শেখর দে, জেলার বিভিন্ন সরকারি সাধারণ প্রশাসন ও পুলিশের পদস্থ আধিকারিকরা এই সভায় অংশ নেন। অনুষ্ঠিত সভায় রাজ্যস্তরীয় গ্রাম সুরক্ষা বাহিনীর সমাবেশ অনুষ্ঠানকে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে প্রাক্তন অতিরিক্ত জেলাশাসক বিসি নাথকে কার্যনির্বাহী সভাপতি এবং পুলিশ পুলিশ মানবেন্দ্র দেবরায়কে সম্পাদক হিসেবে নিয়োজিত করে বিভিন্ন বিভাগের জন্য সাবকমিটি গঠন করা হয়। প্রস্তুতিসভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, গ্রাম সুরক্ষা বাহিনীর দুদিবসীয় কেন্দ্রীয় সমাবেশ উপলক্ষ্যে শিলচরের প্রধান প্রধান সড়ক পরিক্রমা করবে একটি ট্যাবলো। এছাড়া একটি থিম সংগীত প্রস্তুত করা হবে বলে সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গুয়াহাটি থেকে মুদ্রিত এ সম্পর্কিত এক স্মরণিকা প্রকাশিত হলেও স্থানীয়ভাবে একটি বুকলেট প্রকাশ করারও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে আজ। বিভিন্ন সাবকমিটির মধ্যে প্রচার বিভাগের জন্য শিলচরের তথ্য ও জনসংযোগ দফতরের উপ-অধিকর্তা ইন্দ্রাণী গোস্বামী এবং মুখ্যমন্ত্রীর ওএসডি শেখর দে-কে নিয়োজিত করা হয়েছে। আজকের সভায় জানানো হয়েছে, আগামী ২ জানুয়ারি অনুরূপ একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে প্রস্তাবিত অনুষ্ঠানের বিভিন্ন খুঁটিনাটি দিক পর্যালোচনা করার জন্য।

আইসিডিএস-এর খাবার থেকে ইঁদুর উদ্ধার হওয়ায় বসিরহাটে চাঞ্চল্য

বসিরহাট, ২৭ ডিসেম্বর(হি.স.) : আইসিডিএস এর দুপুরের খাবার থেকে মরা ইঁদুর উদ্ধার হওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে পাতিলা চন্দ্র গ্রামে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন আইসিডিএস এর আধিকারিক পূর্ণিমা বিশ্বাস। শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য বসানো হয় মেডিকেল ক্যাম্প। শুক্রবার দুপুরে বসিরহাট এক নম্বর ব্লকের পাতিলা চন্দ্র গ্রাম সংলগ্ন আইসিডিএস সেন্টারের খাবার থেকে উদ্ধার হয় মরা ইঁদুর।

জানা যায় সেন্টার থেকে যে খাবার দেওয়া হয়েছিল সেই খাবার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে খাবারে মরা ইঁদুর দেখতে পান একটি শিশুর অভিভাবকরা। তখনই খাবারের পাত্র নিয়ে চলে আসেন সেন্টারে। এই খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়তেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গ্রামবাসীদের মধ্যে। ঘটনায় সেন্টারের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ ওঠে গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে।

খবর পেয়ে স্কুলে আসেন বসিরহাট এক নম্বর ব্লকের সিডিপিও পূর্ণিমা বিশ্বাস। খাবার থেকে মরা ইঁদুর উদ্ধার হওয়ার ঘটনার বিষয় নিয়ে সিডিপিও সঙ্গে কথা বললে তিনি বলেন, ’ঘটনার খবর পেয়ে আমি স্কুলে পৌঁছেছি। এখানেই মেডিকেল টিম নিয়ে এসে শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হচ্ছে’। এই ঘটনার পিছনে কোন গাফিলতি আছে কিনা সে বিষয় নিয়ে কথা বললে তিনি বলেন, ’ সে বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে দেখা হবে কোনও গাফিলতির কারণে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে কিনা , তারপর যা ব্যবস্থা নেওয়ার নেওয়া হবে’।

উত্তেজনা

● প্রথম পাতার পর

করার সময়ই কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানানো হয়েছিল পাশাপাশি দুটি দলীয় অফিসের অনুমতি না দেওয়ার জন্য। কিন্তু শাসকের দলদাসে পরিণত হওয়া পুলিশ প্রশাসন এদিন শাককের বিরুদ্ধে কোন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণের সাহস দেখাতে পারেনি। যার কারণেই এই অগ্নিসংযোগের ঘটনা বলে অভিযোগ পূজন বিশ্বাসের। এক কথায়, এদিন এই ঘটনার কারণ হিসাবে পুলিশ প্রশাসনকেও অভিযোগের কাঠগড়ায় তুললেন যুব কংগ্রেস সভাপতি। বিরোধী রাজনৈতিক দলের অফিসে এই ধরনের ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন কংগ্রেস নেতৃত্ব। পাশাপাশি তারা ঘটনার বিবরন জানিয়ে কুমারঘাট থানায় মামলাও দায়ের করেছেন । ঘটনার সাথে জড়িতদের শনাক্ত করে গ্রেপ্তার ও কঠোর শাস্তি প্রদানের দাবি করেন নেতৃত্ব।

রেশনে

● প্রথম পাতার পর

বর্তমানে পেঁয়াজের দাম আকাশছোঁয়া। এই শুধু রাজ্যের সমস্যা নয়, গোটা দেশের সমস্যা। মন্ত্রী বলেন, বাজার নিয়ন্ত্রণের জন্য মহকুমা প্রশাসন মাঠে নেমে কাজ করছে। তিনি আরও বলেন, কিছু কিছু ব্যবসায়ী এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বর্ধিত মূল্য নিচ্ছে বলে অকপট স্বীকার করেন খাদ্যমন্ত্রী। এসব বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে খাদ্যমন্ত্রী মহকুমা প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন। বাজারে জিনিসপত্রের গুণগতমান বজায় রাখার উপর গুরুত্বারোপ করেন খাদ্যমন্ত্রী। মানুষকে সচেতন করতে রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। ভোক্তারা যাতে কোনভাবেই প্রতারিত না হন সেদিকে দৃষ্টি রাখতে প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী।

শনিবার থেকেই কনকনে ঠাণ্ডায় কাঁপবে কলকাতা

কলকাতা, ২৭ ডিসেম্বর (হি.স): শনিবার থেকেই কনকনে ঠাণ্ডায় কাঁপবে কলকাতাবাসী। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, মেঘ কাটলেই সপ্তাহান্তে আরও কমবে তাপমাত্রার পারদ। জাঁকিয়ে শীত পড়বে গোটা রাজ্যে। উত্তর ও দক্ষিণ দুই বঙ্গেই আজ ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা। তবে, বুধবার থেকে তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে বলে ইঙ্গিত আলিপুর আবহাওয়া দফতরের।

রাত থেকেই ফের পারদ নামবে কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলায়। আবহাওয়াবিদরা জানান, শুক্রবার রাতেই দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলায় তাপমাত্রা নামবে ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নীচে। পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোতে পারদ পতন হবে আরও খানিকটা বেশি। তবে নতুন বছরের শুরুতে বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও আগামীকাল থেকে আকাশ পরিষ্কার থাকবে দক্ষিণবঙ্গে। কলকাতা সহ একাধিক জেলায় রোদ ঝলমলে দিনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নামবে পারদ। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, কলকাতায় তাপমাত্রা ১১ থেকে ১২ ডিগ্রি আশেপাশে থাকলেও জেলাতে পারদ আরও খানিকটা নামবে।

আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ২৪ ঘণ্টায় দুই ২৪ পরগনা এবং নদিয়াতে হালকা বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে পারে কলকাতাতেও। গত ২৪ ঘণ্টায় কলকাতায় বৃষ্টি হয়েছে ১১ দশমিক ৮ মিলিমিটার। সঙ্গে ছিল উত্তুরে হাওয়ার দাপটও। আগামী ৪৮ ঘণ্টায় জাঁকিয়ে ঠান্ডা পড়বে রাজ্য জুড়ে।

আগামী সোমবার পর্যন্ত তাপমাত্রার পারদ নিম্নমুখী থাকবে বলেই পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দফতরের। তবে মঙ্গলবার থেকে আবারও উর্ধমুখী হবে তাপমাত্রার পারদ। বুধবার পর্যন্ত প্রায় একইরকম তাপমাত্রা বজায় থাকবে।

আবহাওয়া দফতরের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, নতুন বছরের পয়লা দিন থেকেই বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায়। পয়লা জানুয়ারি সন্ধের পর থেকেই বৃষ্টি শুরু হতে পারে। ২ তারিখ বাড়বে বৃষ্টির পরিমাণ। সেদিন দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমাঞ্চলের কয়েকটি জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে বাকি জেলাগুলোয় মাঝারি বৃষ্টিপাত হবে। ৩ তারিখ সকাল পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তারপর বেলা বাড়লে বৃষ্টির পরিমাণ কমতে পারে। সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, মূলত ওয়েস্টালির সঙ্গে ইস্টারলির সংঘর্ষের ফলেই এই বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হয়। তিনি বলেন, আগামী ৩০ ডিসেম্বর উত্তর-পূর্ব ভারতে একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা তৈরির সম্ভাবনা রয়েছে। এর ফলে উত্তর-পশ্চিম হিমালয় থেকে ধেয়ে আসবে শুষ্ক-শীতল হাওয়া। সেই সময়েই সমতল থেকে ওপরের দিকে বইবে উষ্ণ-জলীয় বাষ্প পূর্ণ বায়ু। এই দুই বায়ুর মুখোমুখি সংঘর্ষের ফলেই তৈরি হবে মেঘ। এবং অতিরিক্ত জলীয় বাষ্পের কারণে বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে বছরের প্রথম তিনদিন।

আজ শুক্রবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বালুরঘাটে ছিল ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। কোচবিহারে ৮দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, দার্জিলিংয়ে ১ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, জলপাইগুড়িতে ৮ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, কালিম্পংয়ে ৪দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, মালদায় ১১ দশমিক ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, শিলিগুড়িতে ৬ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, আসানসোলে ১২ দশমিক ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, হুগলিতে ১২ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, বাঁকুড়ায় ১৩ দশমিক ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস,বারাকপুরে ১২ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, বহরমপুরে ৮ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, বর্ধমানে ১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে ক্যানিংয়ে ১৩ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, কাঁথিতে ৯ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ডায়মন্ডহারবারে ১৩ দশমিক ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস,দিঘায় ১৪ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, দমদমে ১২ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, হলদিয়ায় ১৪ দশমিক ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, কলাইকুন্ডায় ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, কলকাতায় ১২ দশমিক ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, কৃষ্ণনগরে ৭ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস,

মেদিনীপুরে ১৪ দশমিক ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। পানাগড়ে ১২ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। পুরুলিয়াতে ৯ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, সল্টলেকে ১২ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, শ্রীনিকেতনে ১২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, উলুবেড়িয়ায় ১১ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

গত ২৪ ঘণ্টায় ত বৃষ্টিপাত হয়েছে বাঁকুড়ায় ৯ দশমিক ৮ মিলিমিটার, ক্যানিংয়ে ১২ মিলিমিটার, ডায়মন্ড হারবারে ৭ দশমিক ৪ মিলিমিটার, দিঘায় ২ দশমিক ৬ মিলিমিটার, দমদমে ৭ দশমিক ২ মিলিমিটার, হলদিয়ায় ১৪ মিলিমিটার,কলাইকুন্ডায় ১৩ দশমিক ৬ মিলিমিটার,কলকাতায় ১১ দশমিক ৮ মিলিমিটার, পানাগড়ে ১১ দশমিক ৫ মিলিমিটার,পুরুলিয়া ৪ মিলিমিটার, শ্রীনিকেতনে ১ দশমিক ৮ মিলিমিটার।

পশ্চিমী ঝঞ্ঝার জেরে আজ বৃষ্টি, কোথাও কোথাও শিলাবৃষ্টি হয়েছে দার্জিলিং জেলায়। দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্শিয়াংয়ে ইতিমধ্যেই পারদ অনেকটাই নেমেছে। পশ্চিমী ঝঞ্ঝা সরে গেলেই কাটবে মেঘ। পারদ নামবে হুহু করে। তুষারপাতের অনুকূল পরিস্থিতি বলেই মনে করছেন আবহাওয়াবিদরা। শনি রবিবার দার্জিলিংয়ে তুষারপাতের সম্ভাবনা জোরালো হচ্ছে।

শনিবার কলকাতার আকাশ থাকবে প্রধানত পরিস্কার। সকালের দিকে কুয়াশা থাকবে। শুক্রবার অবশ্য কলকাতার আকাশ ছিল আংশিক মেঘলা। আবহাওয়াবিদরা জানান, এদিন রাজ্যে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ১৯ দশমিক ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্বাভাবিকের থেকে ৬ ডিগ্রি কম । সর্বনিম্ন,১২ দশমিক ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্বাভাবিকের থেকে ১ ডিগ্রি কম । বাতাসে অপেক্ষিক আর্দতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ ৯৯ শতাংশ। সর্বনিম্ন,৬৮ শতাংশ। গত চব্বিশ ঘন্টায় কলকাতা ও পাশ্ববর্তী অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হয় নি।

পুরোহিতের বেশে বিয়ে দিচ্ছেন ঋতাভরী

কলকাতা, ২৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : যে রাঁধতে জানে সে চুলও বাঁধতে জানেঊ আর পুরুষদের পাশাপশি মহিলারাও করতে পারে পুরোহিতের কাজ ঊ কারণ বর্তমানে শহরে মহিলা পুরোহিতের কথা জানা সকলেরই ঊ এবার পুরোহিত হয়ে বিয়ে দিচ্ছেন অভিনেত্রী ঋতাভরী চক্রবর্তী ঊ ‘ব্রহ্মা জানেন গোপন কম্ম’ ছবিতে পুরোহিত হয়ে মন্ত্রোচ্চারণ করতে দেখা যাবে অভিনেত্রীকে ঊ ‘ব্রহ্মা জানেন গোপন কম্মটি’-এই ছবিটি চিরাচরিত প্রথার বিরুদ্ধে সমাজকে এক মেসেজ দেবে ঊ মেয়েদের নিয়ে স্টিরিওটিপিক্যাল ধারণা ভাঙবেন ঋতাভরী ঊ পুজো মানে উৎসবের আড়ালে লিঙ্গ বৈষম্য নয়, প্রকাশ্যে যা কিছু উচিত তার শুভ সূচনা করা সূচনা ঊ নারীদের ন্যায্য সম্মানের কথা বলবে ‘ব্রহ্মা জানেন গোপন কম্মটি’ এই ছবিটি ঊ বৈদিক মতে বিয়েতে কন্যাদানের বালাই নেই, কিন্তু গোটা প্রক্রিয়াটিই সম্পন্ন করেন মহিলা পুরোহিতরা ঊ বিয়ের মন্ত্রপাঠে সংস্কৃতের পাশাপাশি বাংলা বা ইংরেজি ব্যবহার করা হয় ঊ সেসন ঘটনা দেখা যাবে এই ছবিতে ঊ পাশাপশি মেয়েদের জীবনের আনাচে কানাচে লুকিয়ে থাকে কত গোপন কম্ম, মুখোশের আড়ালেঊ কারণ, প্রকাশ্যে আনা বারণ যে, তাঁরা তো মেয়ে ! সেই মুখ খুঁজতেই আগামী মার্চে নারী দিবসে ৬ মার্চ-এ আসছে ‘ব্রহ্মা জানেন গোপন কম্মটি’ ঊ ছবিতে ঋতাভরীর বিপরীতে দেখা যাবে কবির সিং খ্যাত সোহমকে ঊ

জঙ্গলে

● প্রথম পাতার পর

নিয়ে গিয়ে মাটি চাপা দেওয়া হয়েছে। কারণ, গ্রামবাসী ওই স্থানে হাতির শাবকের মৃতদেহ মাটি চাপা দিতে আপত্তি জানিয়েছেন । গ্রামবাসীদের ধারণা, হাতির শাবকের ঘ্রাণ অন্য হাতিদের ওই এলাকায় টেনে আনবে । তখন হাতির দল গ্রামে তান্ডব চালাবে । ভবিষ্যতে ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কায় গ্রামবাসীরা ওই স্থানে হাতির শাবকের মৃতদেহ মাটি চাপা দিতে আপত্তি জানিয়েছেন । ফলে, অন্যত্র নিয়ে গিয়ে হাতির শাবকটিকে মাটি চাপা দেওয়া হয়েছে । জনৈক গ্রামবাসী হেয়ালি করে বলেন, মৃত্যুর পরও শান্তি পেল না হাতির শাবকটি ।

জনশিক্ষা আন্দোলন থেকে বামফ্রন্টের অভ্যুদয় : মানিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর।। জনশিক্ষা আন্দোলন এবং গণমুক্তি পরিষদ একে অপরের পরিপূরক। জনশিক্ষা আন্দোলন এবং ত্রিপুরা উপজাতি গণমুক্তি পরিষদের সঙ্গে কমিউনিস্ট আন্দোলন যুক্ত। ওই সময় জনশিক্ষা আন্দোলনের মাধ্যমেই এই রাজ্যে কমিউনিস্ট আন্দোলন বিস্তার লাভ করে। এর থেকে বামফ্রন্টের অভুদয় বলে আজ আগরতলা টাউন হলে জনশিক্ষা আন্দোলনের ৭৫ বছর পূর্তি ঘিরে কনভেনশনের প্রধান বক্তা তথা সি পি আই এম পলিটব্যুরো সদস্য এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও বর্তমান বিধানসভার বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার উল্লেখ করেন। দুর্গা চৌধুরি পাড়ার হেমন্ত চৌধুরির বাসভবন থেকেই জনশিক্ষা সমিতির সূত্রপাত। সেই অর্থে রাজ্যে কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রশ্নে জনশিক্ষা। সমিতি ছিল পথ প্রদর্শক।

মানিক সরকার আরও বলেন, নানা প্রতিকূলতার মধ্যে কিছু সহযোগী সুদূর প্রসারী দৃষ্টির প্রতিফলন ঘটিয়েই জনশিক্ষা আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিল। তাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ওই সময় সংগঠনটি। গোড়াপত্তনের প্রশ্ন এর প্রেক্ষাপট তিনি তুলে ধরেন। উমাকান্ত একাডেমিতে একটি আবাসিক হস্টেল ছিল। এটি ছিল ত্রিপুরা বোর্ডিং। ওই বোর্ডিংয়ে আবাসিকদের মধ্যে কয়েকজন জনশিক্ষা আন্দোলনের গোড়াপত্তন করেছিলেন। তাদের মধ্যে তৎকালীন সময়ে বীরেন দত্তের অবদান অনস্বীকার্য ছিল। ওইসময় কমিউনিস্ট পার্টির গণভিত্তি খুব একটা ছিল না। গণ আন্দোলন এবং শ্রেণি আন্দোলনকে উদ্ভাসিত করার মাধ্যমে যারা কমিউনিস্টের ভিত্তিকে শক্তিশালী করার জন্য জনশিক্ষা আন্দোলনের সূত্রপাত করিয়ে কাজ করেছিলেন তাদের মধ্যে বীরেন দত্ত ছিলেন পথ প্রদর্শক। ১৯১৭ সালে সোভিয়েত দেশে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়। ওই সময়ে রাজ্যের শিক্ষা সংকোচনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন শুরু হয়েছিল। জাতির বিকাশের জন্য চোখ, কান খোলা রাখা প্রয়োজন রয়েছে। এর জন্য শিক্ষা চাই। এরজন্য দারিদ্রতাথেকে মুক্তি লাভের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কুসংস্কার মুক্ত জাতিকে নিয়ে জনশিক্ষা আন্দোলন এবং সমিতির বিস্তার লাভ করেছিল। কিন্তু জনশিক্ষা সমিতিকে বিনষ্ট করে দেওয়ার জন্য ওই সময় বহু চক্রান্ত হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকারের বাজেট বরাদ্দের বেশির ভাগ অর্থই শিক্ষা ক্ষেত্রের জন্য বরাদ্দ করা হত। বাজেটের ১০০ টাকার মধ্যে ২১ টাকা থেকে ২৩ টাকা বরাদ্দ করা হত। গ্রামে গ্রামে স্কুল গড়ে তোলাই জনশিক্ষা আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল। সংখ্যার বিচারে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার আগে রাজ্যে সাত থেকে আট হাজার শিক্ষক এবং শিক্ষা কর্মী ছিল। ক্ষমতা থেকে সরে যাওয়ার আগে রাজ্যে

৪৬ হাজার শিক্ষক এবং আরো প্রায় ১০-১৫ হাজার শিক্ষা কর্মী ছিল। জনশিক্ষা আন্দোলনের প্রেরণা থেকেই বামফ্রন্ট সরকারের মানব সম্পদ বিকাশের উপলব্ধি বৃদ্ধি পেয়েছে। একদিকে শিক্ষা, একদিকে স্বাস্থ্য। এটিই ছিল বামফ্রন্ট সরকারের মূল উদ্দেশ্য। বর্তমান সময়ে সে দিনের রাজা আজকের সম্রাট হয়ে রয়েছে। উদ্দেশ্যকে বিনষ্ট করার জন্য কেন্দ্রের অনুসারী হিসেবে এই রাজ্যে বিজেপি সরকার কাজ করছে। ৭৫-তম বর্ষে জনশিক্ষা সমিতির প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। শিক্ষা মানুষের জন্মগত অধিকার। জনশিক্ষা আন্দোলনের ৭৫-তম বর্ষ উপলক্ষে আজকের আলোচনা অত্যান্ত সময়োপেযোগী। দেশের ৭৫ ভাগ মানুষের ভাবনাকে পাঁচ ভাগ মানুষ গ্রাস করেছে। আগামী ৮ জানুয়ারি দেশে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হবে। মানুষ নতুন ইতিহাস দেখার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই সময়টা অত্যন্ত কঠিন। সংবিধানের মূল প্রস্তাবনার উপর আঘাত এনে সিএএ”র নামে বিভাজনের রাজনীতি শুরু হয়েছে। ঐক্য, সম্প্রতি বজায় রেখে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করার জন্য তিনি আহ্বান জানান। গণতন্ত্র ধ্বংসের নামে আগুন না জ্বালানোর জন্য তিনি হুঁশিয়ারি দেন। রাজ্যে ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর আক্রমণ শুরু হয়েছে। গণতন্ত্র আতঙ্কিত। আন্দোলন স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য পাখির মতো মানুষকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হচ্ছে। যারা অস্পষ্টতারঊ ভুগছে তাদেরকে বোঝাতে হবে।

এনআরসি ও সিএএ’র বিরুদ্ধে গণকনভেনশন অনুষ্ঠিত আগরতলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর।। ত্রিপুরা জনজাগরণ মঞ্চের উদ্যোগে এনআরসি ও নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে শুক্রবার আগরতলায় এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। কনভেনশনে বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক নকুল দাস, স্যন্দন পত্রিকার সম্পাদক সুবল কুমার দে, সুশীল কুমার দাস, কৃষ্ণধন দাস, মুজাহিদিন রহমান প্রমুখ। রহমান তাঁর বক্তব্যে বলেন, সরকার চাইছে এক রাষ্ট্র, এক জাতি ও এক ভাষা। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য সরকার মানুষকে বিভাজিত করতে চাইছে। ধর্মের ভিত্তিতে কোন রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা পেতে পারে না। একটি সরকারের লক্ষ্য হওয়া উচিত একটি রাষ্ট্রে জনগণকে বিভাজিত না করে শাসন করা। সুশীল কুমার দাস বলেন, বর্তমান সরকার এমন কিছু আইন এবং নীতি প্রণয়ন করছে যাতে দেশের জনগণের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেওয়া যায় অর্থনৈতিক মন্দা এবং বেকারত্ব থেকে।

পৃথক

● প্রথম পাতার পর

দেওয়া হলেও দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে আসেনি। তাতে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

উনকোটি জেলার কৈলাসহরে গোবিন্দপুর এলাকায় আশ্রমপুর সংলগ্নস্থানে পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর ভাবে আহত হয়েছে এক ব্যক্তি। অপর দুজন লাফিয়ে রাস্তার পাশে ড্রেনে পরে কোনক্রমে আত্মরক্ষা করেছেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা দেখা দেয়। একটি মারমুখী টাটা এস গাড়ির ধাক্কায় ছিটকে পড়ে গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন এক ব্যক্তি তার নাম দীপক দেবনাথ। তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উনকোটি জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার বিবরণ দিয়ে কৈলাসহরের গোবিন্দ পুর এলাকার জনগণ জানিয়েছেন আশ্রম স্কুল সংলগ্ন রাস্তার পাশে একটি টাট এস গাড়ি বাইসাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা এক ব্যক্তিকে ধাক্কা দেয় তাতে ঐ ব্যক্তি গুরুতরভাবে আহত হন। গাড়ির চালক নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করতে না পেরে রাস্তার পাশে একটি বিদ্যুতের খুঁটিতে ধাক্কা দেয়। তাতে বিদ্যুতের খুঁটিটি দুমড়ে মুচড়ে যায়। অপর দিকে অপর দুই ব্যক্তি রাস্তার পাশ থেকে লাফিয়ে নর্দমায় পড়ে কোনক্রমে আত্মরক্ষা করেছেন। তারাও অল্প বিস্তর আহত হন। চালকের অসাবধানতার কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন। এদিকে দুর্ঘটনার পর পরই স্থানীয় লোকজনরা দমকলবাহিনীকে খবর দেন। দমকলবাহিনীর জওয়ানরা ছুটে এসে আহতদের উদ্ধার করে উনকোটি হাসপাতালে নিয়ে যায়। বর্তমানে ঐ ব্যক্তি চিকিৎসাধীন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন গাড়ির চালক নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করতে না পারাতেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। কৈলাসহর থানার পুলিশ এই ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

সন্ধ্যা

● প্রথম পাতার পর

পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশ সহকারী হাই কমিশন বাংলাদেশের মাঠে-প্রান্তরে, গ্রামে-গঞ্জে ভেসে বেড়ানো মূল ধারার বাউল সুর ত্রিপুরাবাসীর কাছে উপস্থাপনের লক্ষ্যে এক বাউল উৎসবের আয়োজন করতে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের মরমী বাউল কবি ফকির লালন শাহ, বাংলা লোক সংগীতের পুরোধা লোক কবি রাধারমন দত্ত, বাউল সম্রাট শাহ আব্দুল করিম এবং হাসন রাজার গান নিয়ে বাংলাদেশের অত্যন্ত জনপ্রিয় বাউল শিল্পী ওস্তাদ সফি মণ্ডল, বাংলাদেশের ফোক যুবরাজ সৈয়দ আশিকুর রহমান (আশিক), লালন কন্যা বিউটি, ইদ্রিস আনোয়ার পরান সহ একদল বাউল শিল্পী উক্ত বাউল উৎসবে সংগীত পরিবেশন করবেন। বাংলাদেশ সহকারী হাই কমিশনার কিরীটি চাকমা বলেন, এ ধরনের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এপাড় ওপাড়ের চিন্তাশীল মনন, অস্তিত্ব ও স্রষ্টাকে খোঁজে পাওয়ার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। তাতে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও মধুময় হয়ে উঠবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন।

খেলা

টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার সেরা দশ ক্রিকেটারের তালিকায় নাম লিখিয়ে ফেললেন স্টিভ স্মিথ

বৃহস্পতিবার বক্সিং ডে টেস্টের প্রথম দিন আরও একটি মাইলস্টোন স্টিভ স্মিথের। এদিন ব্যাটে অর্ধশতরান হাঁকিয়েছেন অজি দলের তারকা ব্যাটসম্যান। এই রান হাঁকানোর সুবাদেই এদিন প্রাক্তন অজি কিংবদন্তি গ্রেগ চ্যাপেলের টেস্টে ৭১১০ রানের গণ্ডি পার করে যান স্মিথ। এই গণ্ডি পার করে অজিদের হয়ে টেস্টে সেরা দশ ক্রিকেটারের তালিকায় নাম লিখিয়ে ফেললেন স্মিথ। ৭২টি টেস্ট ম্যাচ খেলে এই মুহূর্তে স্মিথের রানসংখ্যা ৭১৩৯*। পাঁচ দিনের ফর্ম্যাটে স্মিথের সর্বোচ্চ স্কোর ২৩৯ রান। টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার সর্বাধিক

রানের মালিক কে? অস্ট্রেলিয়ার হয়ে সর্বোচ্চ ১৩, ৩৭৮ রান হাঁকানোর কীর্তি রয়েছে রিকি পন্টিংয়ের। অজিদের প্রাক্তন এই অধিনায়ক ১৬৮টি টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন। একনজরে টেস্টে অজিদের সেরা দশ ক্রিকেটার ১) রিকি পন্টিং (১৩,৩৭৮ রান) ২) অ্যালন বর্ডার (১১,১৭৪ রান) ৩) স্টিভ ওয়া (১০,৯২৭ রান) ৪) মাইকেল ক্লার্ক (৮৬৪৩ রান) ৫) ম্যাথিউ হেডেন (৮৬২৫ রান) ৬)মার্ক ওয়া (৮০২৯রান) ৭)জাস্টিন ল্যাঙ্গার (৭৬৯৬রান) ৮) মার্ক টেলার (৭৫২৫ রান) ৯)ডেভিড বুন (৭৪২২রান) ১০) স্টিভ স্মিথ (৭১৪৩* রান) টেস্টে সর্বাধিক রানের মালিক কে? ২০০টি টেস্ট খেলে সর্বাধিক রানের মালিক ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার সচিন তেন্ডুলকর। টেস্ট কেরিয়ারে ১৫,৯২১ রান হাঁকিয়েছেন সচিন।

অজিঙ্ক রাহানে জানালেন কোন ব্যক্তির কথায় দিল্লি ক্যাপিটালসে যোগ দেওয়ার নিয়েছেন সিদ্ধান্ত

অজিঙ্ক রাহানে গত বেশকিছু মরশুম ধরে রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে খেলছিলেন, কিন্তু আইপিএল ২০২০তে দিল্লি ক্যাপিটালস অজিঙ্ক রাহানেকে ট্রেড করে নিয়েছে। তাকে আইপিএল ২০২০তে দিল্লি ক্যাপিটালসের জার্সিতে দেখা যাবে। এর মধ্যে তিনি হিন্দুস্তান টাইমসকে একটি বয়ান দিয়েছেন। যেখানে তিনি আইপিএল নিয়ে বেশকিছু ইন্টারেস্টিং কথা বলেছেন।মাঝ মরশুমে অধিনায়কত্ব ছিনিয়ে নেওয়া আমার জন্য নিরাশাজনক অজিঙ্ক রাহানেকে আইপিএল ২০১৯ রাজস্থান রয়্যালস টুর্নামেন্টের মাঝপথেই অধিনায়কত্ব থেকে সরিয়ে দিয়েছিল। অধিনায়কত্ব থেকে সরানো তিনি বলেছেন, 'আইপিএলে মরশুমের মাঝে যা কিছুই হয়েছে তা আমার জন্য সামান্য নিরাশজনক অবশ্যই ছিল। ক্রিকেট একটা দলগত খেলা। আমরা কোনো একজন খেলোয়াড়ের খারাপ প্রদর্শন বা ভালো প্রদর্শনে হারি-জিতি না। যদি আউনি আমাকেই ব্লেম করতে চান তো ঠিক আছে। অধিনায়কত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়ার পর আমি নিজের বেশকিছু বন্ধুদের সঙ্গে বসেছি আর আমি কারো কাছেই এই ব্যাপারে কথাবার্তা বলিনি। আমি জানতাম যে এখন আমাকে কি করতে হবে আর আমি তেমনটাই করেছি। সেই দিন আমাদের ম্যাচ দিল্লির বিরুদ্ধে ছিল আর আমি আক্রামণাত্মকভাবে ব্যাটিং করার মেজাজকে গ্রহণ করি'।সৌরভ গাঙ্গুলী করেছিলেন আমার সঙ্গে যোগাযোগদিল্লি ক্যাপিটালসের সঙ্গে যোগ দেওয়ার কারণ জানাতে গিয়ে অজিঙ্ক রাহানে বলেন,'দিল্লি ক্যাপিটালস চেয়েছিল যে আমি ওদের হয়ে খেলি। আমার মনে হয়ছিল যে আমার জন্য একজন খেলোয়াড়

হিসেবে এটা শেখার একটা সুযোগ। আমি রাজস্থান রয়্যালসের কাছে কৃতজ্ঞ যে ওরা আমাকে নিজেদের দলে এত বছর পর্যন্ত খেলার সুযোগ দিয়েছে। বিশ্বকাপ ২০১৯ চলাকালীন আমি ইংল্যান্ডে কাউন্টি ক্রিকেট খেলছিলাম। সেই সময় সৌরভ গাঙ্গুলী দিল্লির মেন্টর ছিলেন। তিনি আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন যে তুমি কি দিল্লির হয়ে খেলতে চাও। আমার মনে হয়েছিল যে এটা আমার জন্য একটা ভালো সুযোগ হবে। কিছু সময় ভাবার পর আমি এর জন্য সম্মত হয়ে যাই। যখন সৌরভ গাঙ্গুলীর মতো একজন বড়ো দিগগজ আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করেন তো এতে আপনার আত্মবিশ্বাস যথেষ্ট বেড়ে যায়'।

দানিশ কানেরিয়া-কাণ্ডে এবার মুখ খুললেন গম্ভীর

অবশেষে দানিশ কানেরিয়ার সংখ্যালঘু নির্যাতন ইস্যুতে মুখ খুললেন গৌতম গম্ভীর। সরাসরি জানিয়ে দিলেন, এতেই স্পষ্ট পাকিস্তানের অবস্থান। পাশাপাশি জাতীয় দলের প্রাক্তন অধিনায়ক মহম্মদ আজাহারউদ্দিনের দৃষ্টান্ত এনে গম্ভীর জানিয়ে দিলেন, ভারত কোথায় আলাদা পড়শি দেশের থেকে।ভারতে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন নিয়ে দেশজোড়া জটিলতা। এর মধ্যেই ওয়াঘার ওপার থেকে চাঞ্চল্য ফেলে দিয়েছিলেন শোয়েব আখতার। জানিয়ে দিয়েছিলেন, হিন্দু হওয়ার কারণে কীভাবে পাক ড্রেসিংরুমে হেনস্থার শিকার হতে হত স্পিনার দানিশ কানেরিয়াকে।হিন্দু বলেই বৈষমের স্বীকার তিনি, আখতারের অভিযোগ সতি, জানালেন দানিশ কানেরিয়াবৃহস্পতিবার এক পাক টিভি চ্যানেলের অনুষ্ঠানে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে শোয়েবের বক্তব্য, ''ধর্ম নিয়ে কথা বলায় কেরিয়ারে কয়েকজনের সঙ্গে আমি লড়াই করেছি। এঁরা বলত কে করাচির, কে লাহোরের কে পেশোয়ারের! শুনে ভীষণ রাগ হত। কোনও ক্রিকেটার যদি হিন্দু হয়, আর সে যদি পাকিস্তানের হয়ে পারফর্ম করে, তাহলে ধর্মের প্রশ্ন ওঠে কীভাবে?''এখানেই না থেমে শোয়েব আরও বলেছিলেন, ''অনেকেই তাচ্ছিল্য করে বলত, স্যার ওই ছেলেটা এখান থেকে খাবার নিচ্ছে কেন? অথচ তাঁরা ভাবত না, এই ছেলেটাই ইংল্যান্ডে আমাদের টেস্ট জিতিয়েছিল। জয়ের জন্য আমার নাম নেয়, কিন্তু আমি তো জানি কানেরিয়া দুর্দান্ত বল না করলে আমরা জিততে পারতাম না। অনেকেই ওঁকে কৃতিত্ব দিতে চায় না।''এরপরেই দানিশ কানেরিয়ার পাশে দাঁড়িয়ে গৌতম গম্ভীর সাংবাদিকদের সামনে তুলোধোনা করেছেন পাকিস্তানকে। ''দীর্ঘ সময় ধরে আমাদের অধিনায়ক ছিলেন মহম্মদ আজাহারউদ্দিন। এটা এমন একটা দেশে ঘটছে যেখানের প্রধানমন্ত্রী একজন ক্রিকেটার।'' গম্ভীর এমনটা জানিয়ে আরও বলেছেন, ''মহম্মদ কাইফ, ইরফান পাঠান, মুনাফ প্যাটেলদের ভারত সম্মান দিয়েছে। মুনাফ আবার আমার খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আমরা একসঙ্গে খেলে দেশকে গর্বিত করেছি। পাকিস্তান থেকে যে রিপোর্ট আসছে, তা সত্যিই উদ্বেগজনক।''গম্ভীর এই ঘটনাকে ''পাকিস্তানের আসল মুখ'' বলে উল্লেখ করে জানিয়েছেন, ''একজন ক্রীড়াবিদ যদি এমন নির্যাতনের শিকার হন, তাহলে হিন্দু, শিখসহ অন্যান্য সংখ্যালঘুদের কীভাবে বসবাস করতে হয়, তা কল্পনারও অতীত।''

কেন পাকিস্তানে টেস্ট নয় বিসিবির কাছে জবাব চাইল পিসিবি

পাকিস্তানে কেন বাংলাদেশ টেস্ট খেলতে আগ্রহী নয়, সেই ব্যাখ্যা চেয়ে ফের একবার বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকে ই-মেল পাঠাল পিসিবি। প্রায় এক দশক পরে পাকিস্তানের মাটিতে ক্রিকেট ফিরেছে শ্রীলঙ্কা সিরিজের মাধ্যমে। এতেই উতসাহিত হয়ে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে হোম সিরিজ আর নয়। ঘরের মাঠেই এবার হোম সিরিজ খেলবে পাকিস্তান।তবে পাকিস্তানের আশ্বাস সত্ত্বেও বাংলাদেশ পাকিস্তানে টেস্ট সিরিজ খেলতে আগ্রহী নয়। বাংলাদেশের প্রথমসারির সংবাদমাধ্যম ডেইলি স্টার-কে দেওয়া সাক্ষাতকারে বিসিবির প্রধান কার্যনির্বাহী নিজামুদ্দিন চৌধুরী জানিয়েছেন, ''নিজেদের দাবিতে আমরা অনঢ়। আমরা কেবলমাত্র পাকিস্তানের মাটিতে টি২০ সিরিজ খেলতে চাইছি।'' নিজেদের অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ব্যাখ্যা করে জানিয়েছেন, ''এই সিরিজে যারা অংশীদার রয়েছে, তারা কোনওভাবেই চায়না আমরা পাকিস্তানের মাটিতে টেস্ট খেলি।''পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নিরপেক্ষ ভেন্যুতে খেলতে চায় বাংলাদেশএরপরেই নড়েচড়ে বসে পিসিবি কর্তারা। শীর্ষ পর্যায়ের এক পাকিস্তান ক্রিকেটের আধিকারিক বিসিবির সঙ্গে যোগাযোগ করে জানতে চান আইসিসি-র ফিউচার ট্যুর প্রোগ্রামের বাধ্যবাধকতা মেনে কেন বাংলাদেশ খেলতে রাজি হচ্ছে না।পাকিস্তানের প্রথম সারির সংবাদমাধ্যম দ্য ডন-এ পিসিবির সেই সিনিয়র আধিকারিক জানিয়েছেন, ''বিসিবির তরফে মঙ্গলবারেই আমরা ইমেল পেয়েছিলাম। বৃহস্পতিবার আমরা সেই মেলের সাড়া দিয়েছি। যাঁরা টেস্ট ক্রিকেট পছন্দ করেন তাঁদের কাছে এবং দুই দেশের ক্রিকেটারদের কাছে এই সিরিজের গুরুত্ব অপরিসীম। সেই সঙ্গে এই সিরিজ আইসিসির টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ও অন্তর্ভুক্ত।''সেই সঙ্গে তাঁর সংযোজন, ''বিগত কয়েক বছর ধরে বিশ্বক্রিকেটের কাছে আমরা প্রমাণ করেছি পাকিস্তান যে কোনও ক্রিকেট খেলিয়ে দেশের কাছে নিরাপদ দেশ। আমরা বিসিবির কাছে জানতে চেয়েছি, সামান্য বেশি সময়ের জন্য পাকিস্তানে তাঁরা কেন দলকে খেলতে পাঠাচ্ছেন না।''ভারতীয় বোর্ড তথ্য বিকৃতি করছে: পিসিবিপিসিবি আধিকারিক আরও জানিয়েছেন, নিরাপত্তা সংক্রান্ত কোনও ইস্যুতে বাংলাদেশের সঙ্গে আলোচনাতেও বসতে তাঁরা প্রস্তুত। ''আমরা বিসিবিকে জানিয়েছি, নিরাপত্তার বিষয়ে কোনও উদ্বেগ থাকলে তাঁরা পাকিস্তানে এসে আমাদের সঙ্গে আলোচনায় বসুক। যাতে তাঁদের আমরা আরও ভালভাবে বুঝিয়ে পর্যাপ্ত নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করতে পারি। এখনও আলোচনা চলছে। আশা করি, বিসিবি নিজেদের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করবে।''পাশাপাশি, বিসিবিকে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের পক্ষ থেকে শ্রীলঙ্কার দৃষ্টান্ত এনে বলা হয়েছে, ২০০৯ সালের আক্রান্তদলই কিছুদিন আগে পাকিস্তানে এসে সফর করে গিয়েছে।

দানিশ কানেরিয়া হিন্দু, তাই ওর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করত পাক ক্রিকেটাররা: শোয়েব

ীরাওয়ালপিন্ডি: হিন্দু বলে কোণঠাসা করেছিলেন পাক দলের কিছু ক্রিকেটার। শোয়েব আখতার এই অভিযোগ তোলার পরই সামনে এলেন পাক ক্রিকেট দলের দ্বিতীয় হিন্দু ক্রিকেটার দানিশ কানেরিয়া। তাঁর হুঁশিয়ারি, যে পাক ক্রিকেটাররা তাঁকে কোণঠাসা করেছিলেন, এবার তাঁদের নাম জানিয়ে দেবেন। প্রাক্তন লেগ স্পিনারের অনুরোধ, তাঁকে উদ্ধার করুন দেশের প্রধানমন্ত্রী, প্রাক্তন পাক ক্রিকেট তারকা ইমরান খান।বোমা ফাটালেন রাওয়ালপিন্ডি এক্সপ্রেস শোয়েব আখতার। তাও আবার পাকিস্তানের সরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে। কিন্তু পাক দলে কে এই হিন্দু ক্রিকেটার ? অনিল দলপত আর দানিশ কানেরিয়া। এখনও পর্যন্ত পাক দলের দুই হিন্দু ক্রিকেটার। আবদুল কাদির, মুস্তাক আহমেদের পর ডানহাতি লেগ স্পিনার দানিশ। ২০০০ থেকে ২০১০ ইনজামাম-উল-হকের পাক দলে নিয়মিত ছিলেন দানিশ। ৬১ টেস্টে তাঁর শিকার ২৬১। ১৮টি একদিনের ম্যাচে পেয়েছেন ১৫টি উইকেট। ২০১২-এ ইংল্যান্ডে কাউন্টি খেলার সময় গড়াপেটায় অভিযুক্ত হন। ২০১৮-এ গড়াপেটার কথা স্বীকার করেন দানিশ।এবার দানিশের নাম সামনে এল অন্য ভাবে। প্রাক্তন ক্রিকেটার সংবাদসংস্থা পিটিআই-কে জানিয়েছেন, ""খেলার সময় এসব বলার সাহস পাইনি। শোয়েব ভাই বলার পর সাহস পাচ্ছি। শোয়েব ক্রিকেটের লেজেন্ড। সবসময় আমার পাশে থেকেছেন। ইনজি ভাই, মহম্মদ ইউসুফ, ইউনুস ভাইও পাশে থেকেছেন। আমাকে যাঁরা কোণঠাসা করেছেন তাঁদের নাম জানাব। পাকিস্তানের হয়ে খেলতে পেরে আমি গর্বিত।""করাচিতে সংবাদসংস্থার কাছে দানিশ দাবি করেছেন, এই কয়েক বছরে বহু পাক ক্রিকেটারের সঙ্গে তিনি কথা বলেছেন। এবার তাঁর আর্জি পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের কাছে। এই পরিস্থিতি থেকে তাঁকে উদ্ধারের জন্যই ইমরানের কাছে আর্জি পাক ক্রিকেটে দ্বিতীয় হিন্দু ক্রিকেটার দানিশ কানেরিয়ার।

আইপিএলে দশকের সেরা একাদশের নেতা হিটম্যান

উইজডেনের দশকের সেরা ক্রিকেটারদের তালিকায় জায়গা করে নিয়েছিলেন বিরাট। এবার বিরাটকে টপকে গেলেন রোহিত শর্মা। এবার দশকের সেরা আইপিএল একাদশ ঘোষণা করল উইজডেন। যে দলের নেতৃত্বে থাকবেন রোহিত শর্মা।অধিনায়ক হিসেবে মুম্বইকে চারবার আইপিএল জিতিয়েছেন রোহিত। ২০১৩, ২০১৫, ২০১৭ এবং ২০১৯ সালে তাঁর নেতৃত্বেই সাফল্যের শিখর ছুঁয়েছিল মুম্বই। সেই কারণে নেতা হিসেবে তাঁর উপরই ভরসা রেখেছে উইজডেন। বাছাই করা দশকের সেরা একাদশে রোহিতের ওপেনিং জুটি 'ইউনিভার্সাল বস'' ক্রিস গেইল।তিন নম্বরে অবশ্য কোহলি নন। উইজডেনের পছন্দ সুরেশ রায়না। আইপিএলের ইতিহাসে তিনি দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক। চার নম্বরে আছেন আইপিএলে সবচেয়ে বেশি রানের মালিক বিরাট কোহলি।আইপিএলের নিয়ম মেনেই সেরা একাদশে সর্বোচ্চ চারজন বিদেশি তারকাকে রাখা হয়েছে। গেইলের পাশাপাশি যাঁদের মধ্যে রয়েছেন এবিডি'ভিলিয়ার্স, সুনীল নারিন এবং লাসিথ মালিঙ্গা। ভারতীয় পেসারদের মধ্যে দশকের সেরা হিসেবে জায়গা করে নিয়েছেন জসপ্রিত বুমরা ও ভুবনেশ্বর কুমার।

দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে জয় দিয়ে শুরু ভারতীয়-এ দলের

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় যুব দল দারুণ শুরু করল প্রথম ম্যাচেই জয় ছিনিয়ে নিয়ে। ইয়ুথ কাপের প্রথম ম্যাচেই দক্ষিণ আফ্রিকাকে ভারতীয় দল হারাল ৯ উইকেটে। ব্যাটে বলে কর্তৃত্ব নিয়েই প্রোটিয়াজ বাহিনীকে বধ করল ভারত ইস্ট লন্ডনের বাফেলো পার্কে।প্রথমে বাট করতে নেমে দক্ষিণ আফ্রিকার অনুর্ধ ১৯ দল ৪৮.৩ ওভারে ১৮৭ রানে অল আউট হয়ে যায়। রান তাড়া করতে নেমে ৪২.১ ওভারে মাত্র ১ উইকেট হারিয়েই লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছে যায় ভারত। সিরিজে ভারত শুক্রবারেই ১-০ লিড নিয়ে নিল টিম ব্লু-রা।ভারতীয় এ দলে এবার পৃথ্বী, হার্দিক, খেলবেন নিউজিল্যান্ডেটসে জিতে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথমে বাট করার সিদ্ধান্ত ফিরে আসে ব্যুমেরাং হয়ে। ভারতীয় বোলারদের সামনে কোনও প্রোটিয়াজ ব্যাটসম্যানই ন্যূনতম প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি। একমাত্র লিউক বিউফোর্ট ৯১ বলে লড়াকু ৬৪ রান করে যান। দুই ওপেনার অ্যান্ড্রু লৌ এবং জ্যাক লিস ভাল শুরু করলেও স্কোরবোর্ডে বড় রান খাড়া করতে পারেননি।ভারতীয় বোলারদের মধ্যে প্রায় প্রত্যেকেই সফল। রবি বিশনই ৩ উইকেট দখল করেন। কার্তিক ত্যাগী, শুভং হেগড়ে, অর্থব আঙ্কোলেকর প্রত্যেকে ২টো করে উইকেট নিয়েছেন।বলের পাশাপাশি বাটেও ঝলক দেখিয়েছেন ভারতীয়রা। দিব্যাংশ সাক্সেনা ও তিলক ভার্মা ওপেনিং পার্টনারশিপেই ১২৭ রান যোগ করে যান। তিলক ভার্মা ৫৯ রানে আউট হয়ে গেলেও দিব্যাংশ সাক্সেনা ১১টি বাউন্ডারির সহায়তায় ৮৬ রান করে অপরাজিত থাকেন। তিন নম্বরে নামা কুমার কুশাংগ্রা ৪৩ রানে অন্যপ্রান্তে অপরাজিত থেকে ভারতকে লক্ষ্যে পৌঁছে দেন। ৭.৩ ওভার বাকি থাকতেই ভারত স্কোরবোর্ডে ১৯০ তুলে ফেলে। শনিবার সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচটি খেলা হবে।

ডোপ করে নির্বাসিত বক্সার সুমিত সাঙ্গওয়ান

টোকিও অলিম্পিক্স শুরুর আগেই বড়সড় ধাক্কা খেল ভারতীয় বক্সিং জগত। ডোপ করে নির্বাসিত হতে চল তারকা বক্সার সুমিত সাঙ্গওয়ানকে। ডোপ টেস্টে এশিয়ান গেমসের প্রাক্তন রুপো জয়ী বক্সার ধরা পড়তেই এক বছরে নির্বাসনে পাঠাল নাডা।দেশের হয়ে এর আগে ২০১২ সালে লন্ডন অলিম্পিক্সে অংশগ্রহণ করেছিলেন সুমিত। ৯১ কেজি বিভাগের এই বক্সারের অলিম্পিকের যোগ্যতা নির্ণায়ক পর্বে হাজির হওয়ার কথা ছিল কয়েক দিনের মধ্যে।তবে তার আগেই ধাক্কা। ধরা পড়ার সঙ্গেসঙ্গেই নির্বাসনের সময়সীমা শুরু হয়ে গিয়েছে সুমিতের।নাডার আধিকারিক নবীন আগারওয়াল নিজের টুইটার হ্যান্ডলে লেখেন, ''নিষিদ্ধ বস্তু গ্রহণ করায় সুমিত সাঙ্গওয়ানকে একবছরের জন্য নির্বাসনে পাঠানো হল।''ডোপিং করে চার বছর নির্বাসিত নির্মলা, কাড়া হল এশীয় খেতাবপ্রতিযোগিতা না থাকার সময়ে সুমিতের স্যাম্পল সংগ্রহ করা হয় অক্টোবরের ১০ তারিখে। তার পরেই পরীক্ষায় অ্যাসিটাজোলামাইডের সন্ধান পাওয়া যায় সেই স্যাম্পলে। ২০১৯-এ ওয়াডার সংশোধিত নিষিদ্ধ বস্তুর তালিকায় অ্যাসিটাজোলামাইড রয়েছে ডিউরেটিক্স (অতিরিক্ত মূত্র নিষ্কাশনে সহায়তা করে যে ওষুধ) এবং মাস্কিং এজেন্ট হিসেবে।ভারতীয় ক্রিকেটারদের ডোপ পরীক্ষার দায়িত্বে এবার নাডা, চুক্তি বোর্ডের সঙ্গেনির্বাসনের মেয়াদকাল মেনে নিয়েছেন সুমিত। ২৬ ডিসেম্বর থেকে নির্বাসন পর্ব শুরু হয়ে গিয়েছে তারকা বক্সারের। নাডার অর্ডারে বলা হয়েছে, যেহেতু অজ্ঞতাবশত ওষুধের মৌল খতিয়ে না দেখেই নিষিদ্ধ বস্তু গ্রহণ করেছেন অ্যাথলিট, সেই হিসেবে ১০.৫.১ ধারা অনুযায়ী, ১ বছরের শাস্তি পেতে হবে।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

এত দ্বারা সর্বসাধারণের জন্য জানানো যাইতেছে যে, আগামী তীর্থমুখ (ডম্বুর) পৌষ সংক্রান্তি মেলা-২০২০ ইং এর জন্য যারা যারা দোকান দিতে ইচ্ছুক তাহাদেরকে আগামী ২রা জানুয়ারি ২০২০ ইং এবং ৩রা জানুয়ারি-২০২০ ইং সকাল ১১টা হইতে বিকাল ৩টার মধ্যে করবুক মহকুমা শাসক অফিসে নিজ নিজ ভোটার আইডেন্টিটি কার্ড এবং আধার কার্ড সহ সাদা কাগজে দোকানের নাম উল্লেখ করিয়া নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করিয়া দরখাস্ত জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে।

১। যারা আগে দরখাস্ত জমা করিবে, তাহাদের জন্য আগে ভিটি দেওয়ার (ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ) বিবেচনা করা হইবে।

২। দোকান ভিটি ভাড়া প্রতি এক স্কোয়ার বর্গ ফুটে মং ২০/ (কুড়ি টাকা) দরে ধার্য্য করা হইয়াছে যেমন- হোটেল, রেস্টুরেন্ট, কাপড়ের দোকান, বাসন-পাত্র দোকান, মুদি দোকান, জুতা দোকান-লেপ-তোষক দোকান, স্বর্ণ লঙ্কার দোকান, মাছ-মাংসের দোকান, সবজি দোকান, পার্টি-মাদুর দোকান ও অন্যান্য দোকান।

৩। পূজার সামগ্রীর দোকান ভিটি ভাড়া প্রতি এক স্কোয়ার বর্গ ফুটে মং ১২/- (বার টাকা) দরে ধার্য্য করা হইয়াছে।

৪। ভিটি বন্টন প্রক্রিয়া আগামী ৯ই জানুয়ারি ২০২০ ইং হইতে ১১ই জানুয়ারী ২০২০ইং সকাল ১১টা হইতে বিকাল ৩টার মধ্যে করবুক মহকুমা শাসক অফিস হইতে সংগ্রহ করার জন্য দিন ধার্য্য করা হইয়াছে।

মেলা কনভেনার
(মহকুমা শাসক)
করবুক গোমতী ডিস্ট্রিক্ট ত্রিপুরা
তীর্থমুখ, পৌষ সংক্রান্তি মেলা-২০২০ ইং

ICA/D-1476/2019-20

TRIPURA TRIBAL AREAS AUTONOMOUS DISTRICT COUNCIL
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
WEST DIVISION :: KHUMULWNG.
NOTICE INVITING TENDER NO : 14/EE(W)ADC/2019-20/Dated, 24-12-2019.

Sealed percentage rate tenders are invited in PWD form-7 by the Executive Engineer, West Division, TTAADC on behalf of T.T.A.A.D.C. authority from bonafied resourceful construction agencies/firms/enlisted contractors registered in appropriate class of TTAADC/Any State PWD/CPWD/MES/Railways P&T upto 3.00 PM.

Sl. No.	Name of work & DNIT No	Estimated Cost	Earnest Money	Time of completion.
1	2	3	4	5
1.	Construction of shopping complex with multiplex at Khumulwng TTAADC/S.H : -Internal electrification (Ground floor, frist floor & second floor) thereof. DNIT No : 12/EE(W)/ADC/2019-20/, Dated, 23/12/2019.	Rs. 20,27,521.00	Rs. 20,275.00	1(One) Months.
2.	Improvement of road form Dumti Para J.B. School to Maa Dumti Mahaseva Ashram under Brigudas V/C, Mandwi Sub-Zone during the year 2019-20(RL=0.570km)/S.H : Providing & laying flat brick soling, Ch. from 0.00Km. to 0.570 KM. DNIT No : 13/EE(W)/ADC/2019-20/, Dated, 23/12/2019.	Rs. 9,11,800.00	Rs. 9,118.00	1(One) Months.

Detailed tender notice and terms and condition can be seen at the office of the undersigned during office hours on any working day upto 1500 Hrs. of 02/01/2020 and website of TTAADC.
For detailed please visit.

For details please visit
www.tripura.gov.in for state.
For details please visit :
www.ttaadc.gov.in.

TTAADC/ICAT/C-81/19

(Er. J. Debbarma)
Executive Engineer
West Division, TTAADC
Khumulwng.

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO: 15/EE/SNM/PWD/ 2019-20, Dated : 21/12/2019.

Separate sealed tenders are invited on behalf of the governor of tripura from enlisted contractors registered in the appropriate class of manufactures/bonafide suppliers/tripura/ PWD/TTAADC in appropriate class and from the contractors registered in the appropriate class of MES Railways, CPWD and other state PWD, in PWD Form No. 7(Seven) upto 3. 00 PM on 14/01/2020 for the following work.

Sl No.	Name of the work	Estimated Cost	Earnest money	Time for completion	Cost of tender form
1.	Mtc. Of different roads under the jurisdiction Of Sonamura Division PWD(R&B) during the year 2019-20/SH: Hiring of Bolero (M&M) not earlier than 01/01/2016 for the purpose of Govt. duties of the Executive Engineer, PWD(R&B),Sonomura Division, Sonamura, Sepahijala Tripura .DNIT NO: 10/EE/SNM/PWD/ 2019-20.2nd call.	Rs. 3,60,900.00	3,609.00	12(twelve) Months	Rs. 1000.00
2.	Mtc. Of different roads under the jurisdiction Of Sonamura Division PWD(R&B) during the year 2019-20/SH: Hiring of Maruti Swift/ Maruti WagonR/ Maruti Celerio not earlier than 01/01/2012 for the purpose of Govt. duties of the Executive Engineer, PWD (R&B),Sonamura Division, Sonamura, Sepahijala Tripura. DRAFT NIT NO: 24/EE/SNM/ PWD/2019-20	Rs. 2,80,800.00	Rs. 2,808.00	12(twelve) Months	

Last date of receiving application for issue of tender form 14/01/2020 upto 4.00 PM for details please visit the following websites : www.tripura.nic.in

ICA/C-2025/2019-20

(Er. N. Chakma)
Executive Engineer
Sonamura Division, PWD (R&B)
Sonamura, Sepahijala, Tripura.

OFFICE ORDER No:- 29

Tender invited for the works vide PNIT NO. 08/ EE/NH-DIV/ PWD (NH)/KGT/2019-20, dated: 26.11.2019 and Memo No. F. 13(3) /EE/NH-DIV/KGT/1557-1626, dated:- 26.11.2019 is hereby cancelled due to unavoidable circumstances.

ICA/C-2023/2019-20

(Er. A.Kr. Das)
Executive Engineer
NH DivisiorPWD(NH)
Kumarghat, Unokoti, Tripura

জাগরণ 28 December, 2019, Saturday আগরতলা ২৮ ডিসেম্বর, ২০১৯ ইং, ■ ১১ পৌষ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শনিবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

শুক্রবার সচিবালয়ে সমবায় দপ্তরের পর্যালোচনা বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। নিজস্ব ছবি।

রাজ্যের গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশে মিশ্রচাষে গুরুত্ব মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর ।। ত্রিপুরার গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশে মিশ্রচাষ পদ্ধতি অনুসরণ করে চাষের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। আজ সচিবালয়ের ১ নং কনফারেন্স হলে সমবায় দপ্তরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজকর্মের অগ্রগতি নিয়ে পর্যালোচনাসভায় এ-বিষয়ে অধিক গুরুত্ব দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন তিনি । তাঁর কথায়, কৃষি, মৎস্যচাষ, প্রাণীপালন এবং সমবায় ক্ষেত্রগুলি মানুষকে দ্রুত রোজগারের ব্যবস্থা দিতে পারে । তাই রাজ্য সরকার এই ক্ষেত্রগুলিতে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে । যেসব মৎস্যচাষি মাছচাষের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন তাদের মাছচাষের পাশাপাশি হাঁস, প্রাণী এবং পোল্টি পালনের আওতায় নিয়ে আসতে সংশ্লিষ্ট দফতরকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী । এইক্ষেত্রে দফতরের ক্ষেত্র পর্যায়ের আধিকারিকদের নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করার পরামর্শ দেন তিনি । তিনি বলেন, রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নে সরকারের গৃহীত উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার সাথে সমন্বয় রেখে সমবায় সমিতিগুলিকে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করতে হবে । এইক্ষেত্রে পেশাদারি মনোভাবও রাখতে হবে । তবেই সমবায় সমিতিগুলির সাফল্য আসবে ।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সমবায়গুলির রোজগারের পথ সুনিশ্চিত করতে সঠিক পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে । রোজগারের সহজতর ক্ষেত্রগুলিকে চিহ্নিত করে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে । প্রয়োজনে সমবায়গুলিকে এক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নিতে হবে । তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার অন্যদেশ থেকে আসা ধূপকাঠির উপর বেশি পরিমাণে অন্তঃশুল্ক চাপিয়ে দেওয়ায় রাজ্যে ধূপকাঠি তৈরির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের রোজগারের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে । এই সুযোগকে কাজে লাগানোর জন্য সমবায়গুলিকে এগিয়ে আসতে হবে । যেসব জায়গায় বেশি পরিমাণে বাঁশ উৎপন্ন হয় সেখানে বাঁশভিত্তিক শিল্প গড়ে তুলতে সমবায় দফতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে । রাজ্যের ধূপকাঠি এবং কুটির শিল্পীদের তাদের উৎপাদিত সামগ্রীর বাজারজাতকরণের উপরও মুখ্যমন্ত্রী গুরুত্ব আরোপ করেন । পর্যালোচনা বৈঠকে রাজ্যের গোমতী মিল্ক প্রডিউসার্স কো-অপারেটিভ ইউনিয়ন লিমিটেডে পেশাদারী বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে গোমতী মিল্ক প্রডিউসার্স কো-অপারেটিভ ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের তিনি পরামর্শ দেন । রাজ্যের বাজারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে দুধের মূল্য নির্ধারণ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি । সেইসাথে দুধ সংগ্রহের পাশাপাশি দুধের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে সংশ্লিষ্টদের বলেন তিনি। দুগ্ধজাত দ্রব্যের গুণগতমান যাতে বজায় থাকে সেই বিষয়েও নজর রাখা প্রয়োজন বলে মুখ্যমী অভিমত ব্যক্ত করেন । একই সঙ্গে উৎপাদিত দ্রব্যগুলি সতেজ রাখা এবং আকর্ষণীয় প্যাকেজিং-এর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন মুখ্যমন্ত্রী । এদিনের পর্যালোচনা সভায় সমবায় দফতরের নিয়ামক নির্মল অধিকারী দফতরের গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। তিনি জানান, সমবায় দফতর রাজ্যের গ্রামীণ এলাকায় বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে কাজ করছে । রাজ্যের ৫৯১টি গ্রামপঞ্চায়েতের মধ্যে ৫৪২টি গ্রামপঞ্চায়েতে একটি করে সমবায় গঠন করা হয়েছে । একই সঙ্গে ৫৮৭টি ভিলেজ কমিটির মধ্যে ৫১০টিতে সমবায় গঠন করা হয়েছে এবং আগামী ২০২০ সালের ৩০ মার্চের মধ্যে সবকটি গ্রামপঞ্চায়েত এবং ভিলেজ কমিটিতে সমবায় গঠনের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে । তিনি জানান, ৫৮টি মৎস্য সমবায় এবং ১৫২টি প্রাণীসম্পদ বিষয়ক সমবায় রয়েছে । একই সঙ্গে ৩টি খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ সমবায় সক্রিয় রয়েছে। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যেই প্যাকেজিং শিল্প কারখানা গড়ে তোলার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন । এই ক্ষেত্রেও সমবায়গুলি ভূমিকা নিতে পারে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন ।

সমবায় দফতরের নিয়ামক নির্মল অধিকারী আরও জানান, গোমতী মিল্ক প্রডিউসার্স কো-অপারেটিভ ইউনিয়ন লিমিটেড রাজ্যে ৩০টি মিল্ক পার্লার খোলার উদ্যোগ নিয়েছে । সমবায় ক্ষেত্রগুলিতে মহিলা স্বশক্তিকরণের জন্য ৪১৭২টি জয়েন্ট লায়েবিলিটি গ্রপ কার্যকর রয়েছে । এছাড়াও নাবার্ড-র মাধ্যমে 'প্যাক্স' কম্পিউটারাইজেশন স্কিম' রূপায়ণ করা হবে। এর মাধ্যমে রাজ্যের ল্যাম্পস ও প্যাক্সগুলিকে কম্পিউটার প্রযুক্তি প্রদানের সংস্থান রয়েছে । তিনি জানান, রাজ্যে ১৯২টি দুগ্দ সমবায় চালু রয়েছে। এই দুগ্দ সমবায়গুলির মাধ্যমে গোমতী ডেয়ারীকে দুধ সরবরাহ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । এছাড়াও খোয়াই-র তেলিয়ামুড়া মহকুমার কৃষ্ণপুর গ্রামকে সমবায় গ্রাম হিসেবে ঘোষণা করার প্রস্তাব করা হয়েছে ।

তিনি আরও জানান, রাজ্যে ১২০টি ল্যাম্পস, প্যাক্স এবং অন্যান্য সমবায় সমিতির মাধ্যমে ২০৮টি রেশনশপ চালানো হচ্ছে। গ্রামীণ এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন ৮০৩টি সমবায় গঠন করা হয়েছে। নাবার্ডের আর্থিক সাহায্যে দুটি মোবাইল এ টি এম ভ্যানের সূচনা হয়েছে। ব্যাঙ্কের ২২টি শাখায় ই-স্ট্যাম্পিং চালু করা হয়েছে বলে সমবায় নিয়ামক জানান ।

লাউদোহায় বালির লরিতে আগুন লাগানোর অভিযোগে ধৃত বিজেপিকর্মী

দুর্গাপুর,২৮ ডিসেম্বর(হি.স.): লাউদোহায় বালির লরিতে আগুন লাগানোর ঘটনায় এক বিজেপির আইটিকর্মীকে গ্রেফতার করল পুলিশ। শুক্রবার তাকে পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক তার জামিন খারিজ করে দেন। অন্যদিকে দলীয়কর্মীকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর অভিযোগ তুলেছে বিজেপির জেলা নেতৃত্ব।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতের নাম অর্ণব মুখোপাধ্যায়। লাউদোহার নস্করবাঁধের বাসিন্দা। উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগে লাউদোহার মাধাইপুরে বালির লরিতে এক যুবকের মৃত্যুর ঘটনায় বেশ কয়েকটি বালির লরিতে আগুন ধরিয়ে দেয় ক্ষিপ্ত জনতা। ওই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে বৃহঃস্পতিবার অর্নবকে লাউদোহা থানার পুলিশ গ্রেফতার করে। শুক্রবার ধৃতকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে হলে বিচারক ধৃতকে ৫ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন। যদিও বিজেপি''র আসানসোল জেলা সভাপতি লক্ষন ঘড়ুই জানান,' মিথ্যা মামলায় আমাদের কর্মী''কে ফাঁসিয়েছে। কয়েকদিন আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় কেন্দ্রের সহায়তা কুলটি জল প্রকল্পটি রাজ্য সরকারে নামে পোষ্ট করেছিল তৃণমূল। সেটার প্রতিবাদে কমেন্ট করেছিল। তাই তাকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছে। তৃণমূলের এই ঘৃণ্য রাজনীতির তীব্র প্রতিবাদ করছি। প্রতিবাদে শনিবার লাউদোহা থানা ঘেরাও কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে।' অভিযোগ অস্বীকার করে তৃণমূলের লাউদোহা ব্লকের সভাপতি সুজিত মুখোপাধ্যায় বলেন, এই ঘটনার সাথে তৃণমূলের কোনও যোগসাজশ নেই। ওই যুবকের নামে পুরোনো কোনও মামলা ছিল। পুলিশ প্রশাসন তাকে কোনও মামলায় গ্রেপ্তার করেছে।

সময়মত ঋণের টাকা পরিশোধ করার পরামর্শ মুখ্য সচেতকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর ।। ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের ৪৪তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে শুক্রবার মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে এক ঋণদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায়। গ্রামীণ ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান সহ অন্যান্য আধিকারিকরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। গ্রামীণ ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত মেগা ঋণদান শিবিরের উদ্বোধন করে বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায় ঋণ গ্রহীতাদের ঋণ নিয়ে স্বরোজগারী হবার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ঋণ নিয়ে শুধু স্বাবলম্বী হলেই চলবে না, সময়মতো ঋণের টাকা ব্যাঙ্কে ফেরত দিলে অন্যান্যরাও ঋণ গ্রহণের সুযোগ পাবেন। ঋণগুলিও লাভের মুখ দেখবে। ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক গোটা দেশের মধ্যে তাদের কাজকর্মের সাফল্যের নিরিখে প্রথম স্থান দখল করেছে। এটা শুধু গ্রামীণ ব্যাঙ্কের কিংবা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের কর্মীদের গর্ব নয় গোটা রাজ্য ও রাজ্যবাসীর গর্ব বলে উল্লেখ করেন বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায়। গ্রামীণ ব্যাঙ্কের মানুষের আত্মিক সম্পর্ক রয়েছে বলে উল্লেখ করেন কল্যাণী রায়। গ্রামীণ ব্যাঙ্ক মানুষের মনে দারুণ ছাপ রেখেছে। গ্রামীণ ব্যাঙ্ক আগামীদিনেও ত্রিপুরার মুখ উজ্জ্বল করবে বলে আশা ব্যক্ত করেন তিনি।

সিএএ ও এনআরসি নিয়ে ফের কেন্দ্র সরকারকে আক্রমণ প্রিয়ঙ্কার

নয়াদিল্লি, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.): সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ) ও জাতীয় নাগরিক পঞ্জি (এনআরসি) নিয়ে ফের কেন্দ্র সরকারকে আক্রমণ করলেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়ঙ্কা গান্ধী বঢরা।

শুক্রবার ট্যুইটারে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক লিখেছেন, ঘটনাক্রম বুঝে নিন। প্রথমে ওঁরা ২ কোটি চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে সরকারে আসবে। ক্ষমতায় এসে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে ধ্বংস করবে। তারপর ধ্বংস করবে দেশের সংবিধান। তখন আপনারা প্রতিবাদ করবেন। ওঁরা আপনাদের বোকা বলবে। কিন্তু তরুণ প্রজন্ম তাঁদের লড়াই থেকে একচুলও সরবে না।

সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন সংসদে পাশ হওয় ইস্তক দেশজুড়ে তীব্র প্রতিবাদ আন্দোলন হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত বিভিন্ন হিংসায় ২৩ জন মারা গেছেন। কয়েক'শ কোটি টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে। প্রথম থেকেই সিএএ-বিরোধী আন্দোলনে সোচ্চার প্রিয়ঙ্কা। সোমবার, দিল্লির রাজঘাটে কংগ্রেসের বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশ নেন তিনি। মঙ্গলবার, উত্তরপ্রদেশে গুলি চালানোর ঘটনায় মেরঠে নিহতদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যান রাহুল-প্রিয়ঙ্কা। যদিও, তাঁদের আটকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

সিএএ ও এনআরসি-র বিরোধিতায় কলকাতায় স্টুডেন্টস মার্চের ডাক

কলকাতা, ২৭ ডিসেম্বর (হি.স.) :সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ) ও জাতীয় নাগরিক পঞ্জি (এনআরসি)-র বিরোধিতায় এবার এবার কলকাতায় স্টুডেন্টস মার্চের ডাক উ আগামী ৩০ ডিসেম্বর সোমবার ছাত্র সংগঠন ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের যৌথ উদ্যোগে স্টুডেন্টস মার্চের ডাক দেওয়া হয়েছে। সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ) ও জাতীয় নাগরিক পঞ্জি (এনআরসি) ইস্যুতে ইতিমধ্যেই উত্তাল হয়ে উঠেছে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় সহ সারা দেশ। শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ মিছিলে পুলিশি অত্যাচারে এখনও পর্যন্ত ২৩ জনের বেশি মানুষ নিহত হয়েছে। দেশের ঐতিহাসিক, বুদ্ধিজীবী মহল এবং সিনেমা তারকারাও পথে নেমেছে। কলকাতার ছাত্রছাত্রীরাও বহুবার পথে নেমেছে। এইবার কলকাতার ছাত্র সংগঠন ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের যৌথ উদ্যোগে স্টুডেন্টস মার্চের ডাক দেওয়া হয়েছে ৩০ ডিসেম্বর সোমবার। কলেজ স্কোয়ার থেকে রানী রাসমণি এভিনিউ পর্যন্ত স্টুডেন্টস মার্চ করে রানী রাসমণি এভিনিউতে অবস্থান বিক্ষোভ চলবে

গুয়াহাটি রেলস্টেশনে আফিং-সহ ধৃত রাজস্থানের নেশা পাচারকারী

গুয়াহাটি, ২৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনে এবার উদ্ধার হয়েছে নেশাদ্রব্য আফিং। এর সঙ্গে আটক করা হয়েছে বহিঃ রাজ্যের এক নেশা কারবারিকে। তাকে বছর ৪০-এর জনৈক সহদেব বিষ্ণই বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। সে রাজস্থানের যোধপুরের বাসিন্দা বলে রেল পুলিশের কাছে পরিচয় দিয়েছে বলে জানা গেছে। গুয়াহাটির রেলস্টেশনে জিআরপিএফ থানা সূত্রে জানা গেছে, আজ শুক্রবার সকালে রুটিন তালাশি চালিয়ে ৩.৫ কিলোগ্রাম ওজনের নিষিদ্ধ নেশাদ্রব্য আফিঙের সঙ্গে সহদেব বিষ্ণইকে আটক করা হয়েছে। সূত্রটি জানিয়েছে, রেল পুলিশের এক দল ১৫৯৬০ নম্বরের ডাউন কামরূপ এক্সপ্রেসের ৬ নম্বর কামরা থেকে বমাল সহদেবকে ধরা হয়েছে। প্রাথমিক জেরায় প্রদত্ত স্বীকারোক্তিতে নাকি ধৃত জানিয়েছে, আফিংগুলি সে ডিব্রুগড় থেকে সংগ্রহ করেছিল। কোচবিহারে নিয়ে অন্য কারোর কাছে হস্তান্তর করার কথা ছিল। ইতিমধ্যে নারকোটিক ড্রাগস অ্যান্ড সাইকোট্রপিক সাবসট্যান্সেস অ্যাক্ট, ১৯৮৫ (এনডিপিএস)-এর নির্দিষ্ট ধারায় তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে জিআরপিএফ-এর সূত্রটি।

অমিত শাহ ৩৭০ ধারা ভেঙে দিয়েছেন : জেপি নাড্ডা

সিমলা, ২৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : বিজেপির সর্বভারতীয় কার্যনির্বাহী সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা শুক্রবার সিমলার রিজ ময়দানে বলেন, জয়রাম সরকারের দুই বছর পূর্ণ হওয়ার পরে অমিত শাহ ৩৭০ ধারা ভাঙার কাজ করেন। হিমাচল প্রদেশে বিজেপি সরকারের দুই বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, গত চার-পাঁচ মাসে কেন্দ্রীয় সরকার খুব শক্তিশালী সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সন্ত্রাসবাদী ঘটনার পরে বিদেশে পালিয়ে যাওয়া মানুষদের ফিরিয়ে আনতে এখন অমিত শাহ আইন করেছেন। একই সঙ্গে, তিনি আরও বলেন, বিজেপি সরকার জনগণের মধ্যে রিপোর্ট কার্ড রাখার চর্চা শুরু করেছে। কংগ্রেস জনগণকে বিভক্ত করে রাজনীতি করত, তবে বিজেপি সাবকা সাথ, সবকা বিকাশের স্লোগান দিয়েছে। নাড্ডা আরও বলেন, অটল বিহারী বাজপেয়ী হিমাচলকে একটি অর্থনৈতিক প্যাকেজ দিয়েছিলেন, কিন্তু কংগ্রেস সরকার ক্ষমতায় আসার পর সেই প্যাকেজটি বাতিল করে দিয়েছিল। কংগ্রেস হিমাচলকে একটি বিশেষ শ্রেণিভুক্ত রাজ্য হিসাবে বাতিল করেছিল, তবে মোদীকে সরকার ক্ষমতায় এসে ২০১৪ সালে এটি পুনর্বহাল করেছিল। নরেন্দ্র মোদীর কারণে হিমাচল এইমস পেয়েছে।

প্রতারণা রুখতে কড়া পদক্ষেপ এসবিআইয়ের, ১০ হাজারের বেশি তুলতে লাগবে ওটিপি

মুম্বই, ২৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : প্রতারণার হাত থেকে গ্রাহকদের বাঁচাতে নতুন বছর থেকে আরও শক্ত হতে চলেছে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া। এবার এসবিআই-র এটিএমে ১০ হাজার টাকা তুলতে গেলে লাগবে ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ড(ওটিপি)। রাতে এটিএমে টাকা তোলার ক্ষেত্রে এবার আর শুধু পাসওয়ার্ড দিলেই হবে না। মোবাইল ফোনে আসা ওটিপি দিলেই টাকা তুলতে পারবেন গ্রাহকরা। আগামী ১ জানুয়ারি থেকে ওটিপি নির্ভর টাকা তোলার ব্যবস্থা চালু হচ্ছে দেশের সবকটি এসবিআই এটিএমে। রাত ৮ টা থেকে সকাল ৮টা পর্যন্ত কার্যকর থাকবে এই ব্যবস্থা। এটিএমে টাকা তুলতে গেলে আগের মতোই পাসওয়ার্ড দিতে হবে গ্রাহকদের। ১০ হাজারের নীচে হলে আগের মতোই টাকা তুলতে পারবেন। ১০ হাজার টাকার বেশি অর্থ তুলতে গেলে ব্যাঙ্কের সঙ্গে যুক্ত নম্বরে আসবে ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ড। সেই পাসওয়ার্ড টাইপ করতে হবে এটিএম স্ক্রিনে। শুধুমাত্র এসবিআই গ্রাহকদের ক্ষেত্রেই নিয়মটি প্রযোজ্য। এসবিআই ছাড়া অন্য ব্যাঙ্কের এটিএমে গেলে ১০ হাজার টাকার উপরে তুললেও ওটিপির ঝক্কি নিতে হবে গ্রাহকদের। ১ জানুয়ারি ২০২০ সাল থেকে শুরু হবে নতুন ব্যবস্থা। রাত ৮ টা থেকে সকাল ৮টা পর্যন্ত এসবিআই এটিএমগুলিতে জোড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকবে। গ্রাহকদের নিরাপদ ব্যবস্থা দেওয়ার ব্যাঙ্কের লক্ষ্য বলে জানিয়েছে এসবিআই।

রাষ্ট্রীয় আদিবাসী নৃত্য মহোৎসবে রাহুল গান্ধী

রায়পুর, ২৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : রাষ্ট্রীয় আদিবাসী নৃত্য মহোতিবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাথায় আদিবাসী ফুলের পাগড়ি পরে, গলায় মাদল ঝুলিয়ে অংশ গ্রহণ করলেন রাহুল গান্ধী। শুক্রবার রায়পুরের এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাহুল গান্ধী। রাষ্ট্রীয় আদিবাসী নৃত্য মহোতৎবে অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন ছত্তিসগড়ের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল। গলায় ঝোলানো মাদল বাজাতে বাজাতে আদিবাসী নৃত্যশিল্পীদের অনুসরণ করেন রাহুল। এই প্রথম ছত্তিসগড়ে এই ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হল। এই অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন ২৫টি রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল এবং ছটি দেশ থেকে আসা ১৩৫০ জন প্রতিযোগী। তিন দিন ধরে চলবে এই আদিবাসী নৃত্য অনুষ্ঠান। মোট ২৯টি শিল্পীদল ৪৩ রকমের নৃত্য পরিবেশন করে দেখাবে।

প্রচন্ড শীতে জলদাপড়ার কুনকি হাতিরা অসুস্থ হয়ে পড়ছে

জলদাপাড়া ,২৭ ডিসেম্বর (হি.স): প্রচন্ড শীতে জলদাপড়ার কুনকি হাতিরা অসুস্থ হয়ে পড়ছে। এই শীতে গায়ে ব্যথা হচ্ছে কুনকি হাতিদের। সঙ্গে পেট খারাপের মতো সমস্যা। হাতিদের অসুখের জন্য অবশ্য হোমিওপ্যাথি-অ্যালোপ্যাথির উপরে ভরসা করছেন না জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান কর্তৃপক্ষ। তাঁদের ভরসা অসমের বনজ ওষুধবিষুধ, যাকে বলে বনৌষধ।

কুনকি হাতিদের শারীরিক সমস্যা দূর করতে বনজ ওষুধ খাওয়ানো শুরু হয়েছে। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের নীলপাড়া রেঞ্জে থাকা কুনকি হাতিদের এই ওষুধ খাইয়েছেন হস্তি বিশেষজ্ঞ পার্বতী বড়ুয়া। শুক্রবার উদ্যানের ডিএফও কুমার বিমল বলেন, 'জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে মোট পোষা হাতির সংখ্যা ৮০। এই পোষা হাতিদের মাঝে মধ্যেই গায়ে ব্যথা ও পেটের গোলমাল লক্ষ করা যাচ্ছে। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে ১২৫টি মতো বুনো হাতি রয়েছে। সারা বছর তারা সুস্থই থাকে। হাতি অসুস্থ হয়েছে এমন খবর বড় একটা পাওয়া যায় না। কিন্তু এই কুনকি হাতিদের নানা ধরনের সমস্যা দেখা যায়। পার্বতী বড়ুয়ারা নানান বনজ ওষুধের খোঁজ জানেন। সেই কারণে তাঁর কাছ থেকে আমরা এই ওষুধ নিই। তিনি এসে বৃহস্পতিবার ওষুধ খাইয়ে গেছেন'।

পার্বতী বড়ুয়া বলেন, 'এই ধরনের সমস্যা হওয়া খুবই স্বাভাবিক। আমি কিছু বনজ ওষুধ নিয়ে এনে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের কুনকি হাতিদের দিয়েছি। এই ধরনের রোগের চিকিৎসা জানা আছে বলেই ওষুধ দিতে পারি'।

অন্যান্য বন্য প্রাণীর মতো বনের হাতিরাও নিজেদের সমস্যা নিজেরাই মেটাতে পারে। তারা জানে কোন রোগে কী গাছ-পাতা খেতে হয়। ডারউইনের সূত্র অনুযায়ী, অর্জিত গুণের উত্তরাধিকার পেতেই থাকে বন্যপ্রাণীরা। সুস্থ হয়ে ওঠার কৌশল তারা জানে। কিন্তু কুনকি হাতিদের ক্ষেত্রে তা খাটে না। তারা জানে না কোন গাছের কী গুণ। তাই তারা নিজেরা সুস্থ হয়ে উঠতেও পারে না। কুনকি হাতি তো বটেই, পোষা যে কোনও প্রাণীর শারীরিক সমস্যা হলেই চিকিৎসকের দরকার হয়। আগে মাহুতরাও এইসব বনজ ওষুধের খোঁজখবর রাখতেন। কিন্তু আধুনিক যুগের মাহুতরা সেসব তেমন জানেন না। সেই কারণেই দরকার হয় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।